সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা

[নিত্যপাঠ্য বৌদ্ধগ্রন্থ]

শ্রীবিমলানন্দ স্থবির

সঙ্কলিত।

——o——

SADDHARMA-DIPIKA

BY

VIMALANANDA STHAVIR

AUTHOR OF KAMMAVACA

AND

RAJARSHI VISSVANTAR.

CALCUTTA.
1936

মূল্য ২৲ টাকা।

Printed at the H. M. Press by C. M. Biswas, 234 Bowbazar Street and Published by Amarendra Barua, Middle Adharmanik, P. O. Kadalpur, Chittagong.

"বিপুলো রাজগহিকানং গিরি সেট্ঠো পবুচ্চতি,
সেতো হিমবতং সেট্ঠো, আদিচ্চো অঘগামিনং।
সমুদ্দো উদধীনং সেট্ঠো, নক্খত্তানঞ্চ চন্দিমা,
সদেবকস্স লোকস্স বুদ্ধো অগ্গো পবুচ্চতী'তি।"

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীঅমরেন্দ্রলাল বড়ুয়া
পোঃ কদলপুর
মধ্য আধারমাণিক
চট্টগ্রাম।

গ্রন্থ-পরিচয়

"সদ্ধর্ম্ম-দীপিকার" প্রথম পরিচ্ছেদে মানব-জন্ম, প্রেতলোক, নরকবর্ণনা, প্রাতঃকৃত্য, সায়ংকৃত্য, পূজার স্থান ও বন্দনা-বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে সাত দিনে সাত প্রকার প্রাতঃ ও সন্ধ্যা বন্দনা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল ইত্যাদি গ্রহণের যাবতীয় পূর্ব্ব অনুষ্ঠান, শীল পালনের সুফল এবং শীলভঙ্গের দোষ আখ্যায়িকার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিহার ও চৈত্যাঙ্গন সম্মার্জ্জনের ফল, দেববিলোকন ও কল্পকথাদিও এই পরিচ্ছেদে আছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে মৈত্রীভাবনা ও মৈত্রীভাবনার উপকারিতা, নিত্যপ্রত্যবেক্ষণ, পঞ্চস্কন্ধভাবনা ও দ্বাদশ-আয়তনাদি আবশ্যকীয় ভাবনাসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দান দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা এবং দানের উপকারিতা ও অদাতার দোষ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভিক্ষু ও গৃহীদের প্রয়োজনীয় সূত্র সকল ও বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠার বিধি আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলি যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। দান, শীল ও ভাবনাদি বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উপমার দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। সদ্ধর্ম্মের প্রভাব চিরস্থায়ী করাই এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সদ্ধর্ম্ম-দীপিকার প্রধান উদ্দেশ্যও তাহাই।

গ্রন্থখানি ভিক্ষু এবং গৃহী সকলের উপযোগী করিবার জন্য "রত্ন-মালা" ও "হস্তসার" প্রভৃতি পুস্তক হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। যদি ইহার প্রকাশে সদ্ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। যাঁহারা এই পুস্তক সঙ্কলনে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান এবং অর্থসাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি চিরবাধিত।

গ্রন্থখানি যাহাতে ভুলপ্রমাদশূন্য হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। যদি কোন বিষয়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহা আমাকে জ্ঞাপন করিলে সুখী হইব।

চট্টল মাতার সুসন্তান, বৌদ্ধ-কুল গৌরব ও আর্ত্তের সহায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট (লণ্ডন) মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইতি—

মধ্য আধারমাণিক, বৈজয়ন্ত বিহার,
চট্টগ্রাম।
২০শে আষাঢ়, ১৩৪৩ সাল,
২৪৮০ বুদ্ধাব্দ।

শ্রীবিমলানন্দ স্থবির

ভূমিকা

"সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" মুদ্রিত আকারে দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। যেদিন শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্থবির ইহার পরিকল্পনা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন সেদিন হইতে জানিতে আমার কৌতূহল ছিল মুদ্রিত হইলে ইহা কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে। পণ্ডিত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া কৃত "হস্তসারের" পর সমণ পুন্নানন্দ সামী সঙ্কলিত "রত্নমালা"র প্রয়োজন ছিল বুঝিয়াছি। "রত্নমালা" প্রকাশের পর "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" বিষয়-বিন্যাসে কি ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিবে তাহাই প্রকৃত চিন্তার বিষয় ছিল। আমি সুখী হইয়াছি যে, যদিও "রত্নমালা" এবং "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা"র মধ্যে স্থানে স্থানে বিষয়-বিন্যাসে সৌসাদৃশ্য আছে, তথাপি এক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট আছে।

"হস্তসার" নামটি কাজের, "রত্নমালা" নামটি উপাদেয়, আর "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" নামটি গভীর অর্থ-দ্যোতক। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীর পক্ষে সময়োপযোগী কোন পুস্তক এদেশে ছিল না তখন "হস্তসার" বহু উপকারে আসিয়াছে। আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া "রত্নমালা" সঙ্কলিত হইলেও, তন্মধ্যে সদ্ধর্ম্মের দিক্ আশানুরূপ প্রস্ফুটিত হয় নাই, সদ্ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্যও রক্ষিত হয় নাই, বৃথা বাগাড়ম্বরও

কম নহে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, এ সকল দোষ হইতে "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" অনেকাংশে মুক্ত।

পুস্তকখানি হাতে লইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে 'মানব-জন্ম'। যদি মানব-পরিবারে জন্মলাভ দুর্লভ হয়, তাহা হইলে মানবের কর্ত্তব্য কি? মানবের লক্ষ্য কি? মানবের পক্ষে সাধ্য কি? ইত্যাদি বহু গুরুতর প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। পুস্তকখানি রাখিতে গেলে সর্ব্বশেষে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয় বুদ্ধ-রূপে মানবতার চরম বিকাশ।

'আমিই মাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অপর সকলে গজমূর্খ' এই কুৎসিত ধারণা লইয়া সদ্ধর্ম্মের সেবা করিতে গেলে সদ্ধর্ম্মের গ্লানি করা হয় মাত্র। মজ্ঝিম-নিকায়ের অলগদ্দ-সুত্তে লিখিত আছে, যে ভিক্ষু স্বপক্ষ সমর্থন এবং পরমত খণ্ডন করিবেন এই দুরভিপ্রায়ে বুদ্ধবচন অধ্যয়ন করিবেন, কাজে তিনি জাত-সাপের দেহের এমন স্থানে ধরিবেন যাহাতে সাপ উল্টিয়া তাঁহাকেই দংশন করিবে। বুদ্ধোপদেশ ভেলামাত্র, যে ভেলাকে আশ্রয় করিয়া ভবসিন্ধু পার হইয়া মুক্তিরাজ্যে গমন করা যায়। এই ভেলার আশ্রয়ে ঐ সিন্ধু পার হইলে তাহা শিরে বহন করিয়া বিশ্বরাজ্যে ঘুরিতে হইবে এমন কথা হইতে পারে না।

উক্ত নিকায়ের রথ-বিনীত-সুত্তে লিখিত আছে:—শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, প্রভৃতি সপ্ত বিশুদ্ধি মুক্তির এক একটি সোপান মাত্র, চরম লক্ষ্য নহে। মোটের

উপর, বিমুক্তিই সদ্ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত রস এবং এই রসের আস্বাদনেই সদ্ধর্ম্মের যথার্থ অর্থবোধ। এই রসে রসিত না হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন গ্রন্থ, কোন পুস্তক আদরণীয় হইতে পারে না। উদানে ও অঙ্গুত্তর-নিকায়ে উক্ত আছে ঃ—

"সেয্যথাপি ভিক্খবে মহাসমুদ্দো একরসো লোণরসো এবমেব খো ভিক্খবে অযং ধম্ম-বিনযো একরসো বিমুত্তিরসো।"

"হে ভিক্ষুগণ! যেমন মহাসমুদ্র একরসে লবণ-রসে রসিত তেমন এই সমগ্র ধর্ম্মবিনয় (বুদ্ধবচন) একরসে বিমুক্তি-রসে রসিত।"

ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা লব্ধ বিমুক্তি মুখ্যত চিত্ত-বিমুক্তি বা চিত্তের বিমোক্ষ। এই বিমুক্তি ধ্যানগম্য ও স্বসংবেদ্য। সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ নামক ধ্যানস্তরে বা সমাধির অবস্থায় চিত্তের প্রকৃত বিমুক্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। ইহা চিত্তের নিরালম্ব বা নিরুপাধিক অবস্থা। এই বিমুক্ত অবস্থা অনির্ব্বচনীয়। পৃথিবীর পৃথিবীত্ব, অপের অপত্ব, তেজের তেজত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ভূতের ভূতত্ব, দেবের দেবত্ব, প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, দৃষ্টের দৃষ্টত্ব, শ্রুতের শ্রুতত্ব, মতের মতত্ব, বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতত্ব, একের একত্ব, বহুর বহুত্ব অথবা সর্ব্বের সর্ব্বত্ব দিয়া ইহার বর্ণনা হয় না (ব্রহ্ম-নিমন্তনিক-সুত্ত)। এই বিমুক্ত চিত্তের বর্ণনা হইতেছে "বিঞ্ঞাণং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপভং", "নিদর্শনরহিত,

অনন্ত ও সর্ব্বতোপ্রভ বিজ্ঞান।" রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান (ছয় বিজ্ঞানকায়), এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধই যাবতীয় বস্তুর বর্ণনার উপায়। চিত্তের বিমুক্ত, শূন্য, গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরহিত, অনিমিত্ত অবস্থা পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

জ্ঞানায়ত্ব হইলে চিত্ত-বিমুক্তি প্রজ্ঞা-বিমুক্তিতে পরিণত হয়। প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বজ্ঞানগম্য। চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি, এই উভয় প্রকার বিমুক্তি লাভ করিয়াই সাধক উভয়ত-বিমুক্ত (উভতোভাগ-বিমুত্তো) নামে অভিহিত হন। সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে শ্রদ্ধা-বিমুক্তিই সাধ্যের মধ্যে। যিনি ধ্যান ও প্রজ্ঞা পরিহার করিয়া কেবল শ্রদ্ধার দ্বারা বিমুক্তি লাভ করেন তিনি শ্রদ্ধাবিমুক্ত। যিনি শুধু ধ্যান-মার্গ বা শমথ-যান অনুসরণ করিয়া বিমুক্ত হন তিনি কায়সাক্ষী। আর যিনি শুধু প্রজ্ঞার পথ অনুসরণ করিয়া বিমুক্তি লাভ করেন তিনি প্রজ্ঞা-বিমুক্ত।

চিত্ত-বিমুক্তি সাধন দ্বারা লব্ধ হয় ত্রিবিদ্যাঃ (১) জাতিস্মর-জ্ঞান, (২) জীবের গতিজ্ঞান, (৩) আসব-ক্ষয়-জ্ঞান। প্রজ্ঞা-বিমুক্তি সাধন দ্বারা লব্ধ হয় ত্রিবিধ প্রজ্ঞাঃ (১) শ্রুতময়ী, (২) চিন্তাময়ী, (৩) ভাবনাময়ী। শ্রদ্ধা-বিমুক্তি সাধন দ্বারা লব্ধ হয় ত্রিশরণঃ (১) বুদ্ধ, (২) ধর্ম্ম, (৩) সংঘ।

প্রধানত শ্রদ্ধা-বিমুক্তির দিক্ হইতেই "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য। ত্রিরত্নের প্রত্যেকটিই কতিপয় গুণের সমষ্টি। অতএব ঐ সকল গুণের ভাবনা এবং অনুভূতিতেই শ্রদ্ধার পরিণতি, এবং সেই অচলা শ্রদ্ধাই বিমুক্তির উপায়। বন্দনা, ভাবনা, প্রার্থনা, ইত্যাদি সমস্তই উপাসনার বিভিন্ন আকার মাত্র, এবং উপাসনাতেই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, বৌদ্ধ উপাসনায় উন্নত মানবের পক্ষে গ্লানিকর বা আপত্তিজনক বিষয় কিছুই নাই। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি আথর্ব্বণিক ব্যাপার ইহাতে আদৌ স্থান পায় নাই। সমস্তই নির্দ্দোষ মনের কাজ। চিত্তের বিশুদ্ধি সাধনই বৌদ্ধ সাধনার প্রধান লক্ষ্য। হৃদয়ে অহর্নিশ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা, এই চারি মহাভাব পোষণ করিয়া চলায় নামই ব্রহ্মবিহার বা শ্রেষ্ঠ বিহার। চরিত্র-নির্ম্মাণই শীলাচরণের উদ্দেশ্য। শীল অংশে কতিপয় অবশ্য প্রতিপাল্য বিরতি অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। তবে শুধু পাপ হইতে বিরত হইলে কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না, পাপের বিপরীত সৎগুণসমূহের উৎকর্ষ সাধনও আবশ্যক। সেইজন্য প্রায় সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে—“প্রাণী হত্যা হইতে প্রতিবিরত হইয়া, দণ্ড ও শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, লজ্জী, দয়ালু এবং সর্ব্বজীবের হিতানুকম্পী হইয়া চলিতে হইবে, ইত্যাদি।”

শীলের পর দান। দানেই কার্য্যত মৈত্রী ও করুণার প্রকাশ। বৌদ্ধধর্ম্মে কার্পণ্য যেমন নিন্দনীয়, অতিদানও তেমন নিন্দনীয়। নির্ব্বিচারে অপাত্রে দানও গর্হিত।

কি প্রকার শুদ্ধ মনোভাব লইয়া দান করিলে দানের যথার্থ ফল লাভ হয়, কয় শ্রেণীর দাতা আছে, ইত্যাদি বিষয় দান অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পাঠক কতকগুলি পরিত্রাণ-পাঠ দেখিতে পাইবেন। পরিত্রাণগুলি কতকগুলি রক্ষামন্ত্র বিশেষ। পরিত্রাণ-পাঠের মূলে আছে বিশ্বে নির্ম্মল চিত্তের প্রভাব। পরিত্রাণ-পাঠে সত্যের দোহাইতে মঙ্গল কামনা আছে; "এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জযমঙ্গলং," "এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমার (বা তোমাদের) জয়মঙ্গল হউক।" ইহারই পারিভাষিক নাম 'সচ্চকিরিয়া' বা 'সত্যক্রিয়া'। সত্যক্রিয়াই বস্তুত বৌদ্ধ মন্ত্রবাদের ভিত্তি।

বুদ্ধ-প্রতিমাও বৌদ্ধ উপাসনার অঙ্গস্বরূপ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই প্রতীক-উপাসনার সহিত কোন ভৌতিক বিশ্বাস জড়িত নাই। বুদ্ধ-প্রতিমা লোকোত্তর চিত্তের এবং লোকোত্তর জ্ঞানের প্রতীক মাত্র। জিনপঞ্জরের পশ্চাতে হিন্দুর বিষ্ণুপঞ্জরের কল্পনা। জিনপঞ্জর বৌদ্ধ ভক্তসাধকের মনোহর ভাব-বিগ্রহ মাত্র।

আমি আশা করিতে পারি, "সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা" বঙ্গীয় পাঠকের, বিশেষত বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট, বিশেষভাবে আদৃত হইবে। ইতি—

কলিকাতা
৪-৭-৩৬

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া
অধ্যাপক, কলিকাতা
বিশ্ব-বিদ্যালয়

সূচী-পত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় ... পত্রাঙ্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুদ্ধি-পত্র *

আসাল্হী ১৭-১৬, অরহং ১৯-৮, ওবাদ ২৯-২০, পতন ৩১-৩, সব্বঞ্ঞুতঞাণস্স ৩৬-৫, মনো ৫০-১৭, হাত ৫৫-২১, ত্রিলোকেক ৬৪-১৯, স্বরূপ ১০৫-১৮, প্রমুখ্য ১০৭-১৮, সুনো ১২০-৫, পারলৌকিক ১৩৩-১৯, চ্যুত ১৫০-৬, আয়ু ১৫৬-৫, ভিক্খবে ১৬১-১২, সূঁচ ১৬২-১০, পরিস্রাবন ১৬২-১১, বলিতে ১৬৮-২, শীঘ্র ১৭৫-১৪, অর্হত্ব ১৭৫-২০, স্পর্শ ১৮৬-১২, সূঁচ ১৯৮-১৪, তাঁহাদের ২০৫-১৯, অমেম্হি ২২৩-১৯, ক্খেগুঞ্চ ২৩২-২০, কনিষ্ঠ ২৩৫-১৬, ব্যাঙ্ক ২৪১-১১, লিখিয়া ২৪১-১৫, অপনামেন্তি ২৪২-৯, অসপুরিসতো ১৪৮-১৪, কারণ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ২৬২-২২, পরিত্তং ২৬৭-১৫, শ্রাবস্তী ২৬৮-২২, মারিষ ২৭৮-১৫, নিপুণ ২৮৫-১৪, ২৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইবে। ব্রহ্মুনা ৩০৬-২২, তচ্ছ্রবনে ৩১৬-২১, সত্ত্বে ৩৩১-৮

* সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পংক্তি বোধক

সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

প্রথম পরিচ্ছেদ

-※-

(১) মানব-জন্ম

"কিচ্ছো মনুস্স-পটিলাভো" মানব জন্ম দুর্লভ।

যদি কোন দুষ্কৃতির ফলে কাহাকেও মনুষ্যযোনি হইতে স্খলিত হইয়া পশু যোনিতে, প্রেতলোকে কিংবা নরকে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে সে বহুকল্পকোটি কাল এই নিম্নগতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে। মানবজন্ম দুর্লভ কেন তাহা ভগবান্ উপমা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন,—"হে ভিক্ষুগণ, কোন কৃষক একছিদ্র বিশিষ্ট ভগ্ন জোয়াল মহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, যাহা পূর্ব্বের বায়ুতে পশ্চিমে, পশ্চিমের বায়ুতে পূর্ব্বে, উত্তরের বায়ুতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণের বায়ুতে উত্তরে চালিত হইতে থাকে। সেই মহা সমুদ্রে এক কাণা কচ্ছপ বাস করে। সেই কচ্ছপ শত বৎসর পর মাত্র একবার জলের উপর ভাসমান হইতে

পারে। সে ক্ষেত্রে তোমরা কি মনে কর যে, সেই কাণা কচ্ছপ ঐ ভাসমান একছিদ্রবিশিষ্ট জোয়ালে মস্তক প্রবেশ করাইতে পারিবে?” “হাঁ, ভদন্ত”। সুদীর্ঘকাল অতীত হইলে ইহা অসম্ভব নহে।” “হে ভিক্ষুগণ, সেই কাণা কচ্ছপ ইতস্ততঃ ভাসমান একছিদ্রবিশিষ্ট জোয়ালে যদি কখনও গ্রীবা প্রবেশ করায়, তবে ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। “হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন লোক পাপকর্ম্ম করিয়া নরকে গমন করে, পুনর্ব্বার মনুষ্যত্ব লাভ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।” সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান্ নর-নারিগণের, ভগবদ্ প্রদত্ত উক্ত উপমার মর্ম্ম একবার নিভৃতে চিন্তা করিবার বিষয়। মহাসমুদ্রে বায়ুতাড়িত ভাসমান একছিদ্রবিশিষ্ট জোয়ালে কাণা কচ্ছপের গ্রীবা প্রবেশ যেমন অনিশ্চিত ও সুদূরপরাহত, তেমন প্রাণী কায়িক, বাচনিক কিংবা মানসিক দুষ্কর্ম্মের দ্বারা তির্য্যক্ যোনিতে, প্রেতলোকে কিংবা নরকে গমন করিলে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করে।

প্রথম তির্য্যক্ প্রাণীদিগের বিষয় আলোচনা করিব। সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, কাক, বক, শুক ইত্যাদি পশুপক্ষী তির্য্যক্‌যোনিসম্ভূত বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকার ভেদে ইহারা পদশূন্য, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও বহুপদ। ইহাদের কাম, আহার ও মরণ ত্রিবিধ সংজ্ঞা বিদ্যমান। ইহাদের ধর্ম্ম-সংজ্ঞা অতি অল্প। কতকগুলি প্রাণী আছে যাহাদের অন্য জীব হত্যা ব্যতীত ক্ষুন্নিবৃত্তিও হয় না। যে সকল প্রাণীর জীব-রক্তে

মুখবিবর নিয়ত রঞ্জিত থাকে তাহারা কোন্ সৎকর্ম্ম প্রভাবে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে পারে? অধিকাংশ গৃহপালিত পশু লাঙ্গল ও গাড়ী টানা কাজে প্রায় সকল সময় নিযুক্ত থাকে; ইহাদের শক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, লাঙ্গল ও গাড়ী টানিতেই হয়। যদি অসমর্থ হইয়া ভূপতিত হয়, তবে তাহার পৃষ্ঠে নির্য্যাতনের সীমা থাকে না; যদি ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তথাপি বলিতে পারে না,—আমি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি; রোগযন্ত্রণায় মরণাপন্ন হইলেও তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না।

এইরূপে বহুবিধ মর্ম্মান্তিক কষ্ট ইহাদিগকে সহ্য করিতে হয়। কর্ম্মশক্তি রহিত হইলে ইহারা অনেক স্থলে পশুঘাতকের হাতে গিয়া পড়ে। কাজেই যাহারা অহরহ তাড়নদণ্ডে দণ্ডিত এবং মরণভয়ে ভীত তাহারা কি প্রকারে এই দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইতে পারে?

সংসার-চক্রে আবদ্ধ নরনারিগণ, তির্য্যক্ প্রাণীর দুঃখ-যন্ত্রণা তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ, সুতরাং এই দুঃখে যাহাতে তোমাদিগকেও পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য অবহিত হও।

"মানব, ঊর্দ্ধগামী হইতে না পারিলেও নিম্নগামী হইও না। অন্ততঃ পক্ষে মনুষ্য জন্ম স্থির রাখিতে যত্নপরায়ণ হও।"

(২) প্রেত দুঃখ

যাহারা ইহলোকে কৃপণ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ, নিজেও দান করে না, অপরকেও দান করিতে দেয় না, তাহারা

মৃত্যুর পর স্বীয় পাপ কর্ম্মে প্রেতলোকে জন্ম গ্রহণ করে। শত বৎসর, সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, এমন কি এক বুদ্ধান্তর কল্প কাল পর্য্যন্ত তথায় তাহাদিগকে বাস করিতে হয়। আহারের জন্য মাত্র তণ্ডুলকণা বা পানার্থ বিন্দুমাত্র জলও তাহারা পায় না। তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে।

এই ভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রপীড়িত হওয়ায় তাহাদের দেহের রক্তমাংস শুকাইয়া, অস্থি, চর্ম্ম ও স্নায়ুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পৃষ্ঠকণ্টকাবলীর সহিত উদর লাগিয়া থাকে, শরীর পক্ক বাতের ন্যায় ফাটিয়া যায়, কেশ দ্বারা আবৃত মুখমণ্ডল দুর্ব্বর্ণ এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর আকৃতি হয়। তাহারা পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে শীর্ণ দেহে কোন স্থানে পড়িয়া থাকে। তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রদানের নিমিত্ত "এস, ভোজনকর, পান কর," এইরূপ মিথ্যা শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হয়। তাহারা ইহাকে সত্যবাক্য মনে করিয়া তৃষ্ণাতুর হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইলেও পরস্পরের সাহায্যে উঠিয়া বার বার ভূমিতে পড়িয়া ধাবিত হয়। "আমাকে দাও, আমাকে দাও" বলিয়া তাহারা অনেক যোজন দৌড়িয়া গেলেও কোন দাতা দেখিতে পায় না। অতঃপর তাহারা মহাদুঃখজনক "নাই-নাই," এই শব্দমাত্র শুনিতে পায়। তখন তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালায় রোদন করিতে করিতে কুঠারছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে

পড়িয়া থাকে। এইরূপই তাহাদের কর্ম্ম ফল! তদ্ধেতু উক্ত হইয়াছে ঃ—

"কিন্ন সোস্সন্তি তে পেতা নথি সদ্দং সুদারুণং,
যে হি সন্তেসু দেয্যেসু খিত্তা নথী'তি যাচকা।
পেতলোক ভবং দুক্খং অনন্তং সন্তজীবিকা,
কথন্নু বণ্ণয়ন্তী' হ বিন্দুমত্তং' ব বণ্ণিতং।"

"যাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া দাতব্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও বলে, হে যাচক, তোমাকে দিবার, আমার কিছুই নাই, তাহারা প্রেতলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সুদারুণ "নাই" শব্দ কেন শুনিবে না? প্রেতলোকসম্ভূত (যে) অনন্ত দুঃখ তাহা (আমার) সীমাবদ্ধ জীবনে কি প্রকারে বর্ণনা করিব? এখানে সামান্য বর্ণনাই করা হইয়াছে।"

(৩) অষ্ট মহা নরক

সঞ্জীব কাল সুত্তো চ সঙ্ঘাতো রোরুবো তথা
মহারোরুব তাপো চ পতাপো চ অবীচী চা'তি।

"সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তাপন, প্রতাপ ও অবীচি,-এই আটটী মহানরক।"

প্রথম নরকে পাপিগণ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে মরিয়া পুনঃ জীবিত হয় বলিয়া ইহাকে সঞ্জীব নরক বলে।

দ্বিতীয় নরকে নরকপালগণ সূত্রধরের কালসূত্র দ্বারা

চিহ্ন করণের ন্যায় কুঠারি দিয়া পাপীদিগকে ছেদন করে বলিয়া ইহাকে কালসূত্র নরক বলে।

তৃতীয় নরকে লৌহ-পর্ব্বত দ্বারা পাপীদিগকে ঘর্ষণ করে বলিয়া ইহাকে 'সঙ্ঘাত' নরক বলা হয়।

চতুর্থ নরকে পাপীদিগের শরীর হইতে রু-রু শব্দে রক্ত-ধারা প্রবাহিত হয় এবং রক্ত-স্রোতে ভাসমান অবস্থায় পাপি-গণ দুঃখ পায় বলিয়া ইহাকে রৌরব নরক বলা হয়।

পঞ্চম নরকে পাপিগণের দেহ হইতে মহাবেগে রক্তধারা প্রবাহিত হয় এবং রক্তস্রোতে ভাসমান্ অবস্থায় পাপিগণ দুঃখানুভব করে বলিয়া ইহাকে মহারৌরব নরক বলা হয়।

ষষ্ঠ নরকে পাপীদিগকে একস্থানে স্থিরভাবে রাখিয়া অগ্নিসংযোগে তাপ প্রদান করা হয় বলিয়া ইহাকে তাপন নরক বলে।

সপ্তম নরকে মহাগ্নিশিখা দ্বারা পাপিগণ উত্তপ্ত হইতে থাকে বলিয়া ইহাকে মহাতাপন নরক বলা হয়।

অষ্টম নরকে অগ্নির বীচি (অন্তর) নাই, নিরন্তর প্রজ্বলিতাগ্নি দ্বারা পাপিগণ জ্বলিতে থাকে, এইজন্য ইহাকে অবীচি নরক বলে।

এই সকল নরকের চারিদিকে চারিদ্বার। ইহাদের ভিত্তি লৌহময় এবং উপরের ছাদও লৌহময়। অভ্যন্তরের উচ্চতা নয় শত যোজন, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ শত যোজন। এক একটী লৌহ-প্রাচীর নয় যোজন পুরু। এই সকল নরকে অগ্নি

নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকে। তথায় জন্মিয়া প্রাণিগণ অশেষ দুঃখ পাইতে থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—নরকে পতিত প্রাণিগণের দুঃখের সীমা নাই। কল্পকালস্থিত প্রজ্জ্বলিত অনলে পাপিগণ কত যে দুঃখ পায় তাহা অবর্ণনীয়।

"কথন্নু বণ্ণো নিরযেসু দুক্খং,
যুত্তো মুখানং নহুতেন চা'পি।
কপ্পং ঠিতে পজ্জলিতে 'নলস্মিং
বিলীনগতস্স হি কীব দুক্খং।"

"যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও সাধু সৎপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধাবান ও অপ্রসন্ন, কর্ম্মফলে অবিশ্বাসী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, কৃপণ ও মাৎসর্য্যপরায়ণ, নিষ্করুণ ও কঠিন হৃদয়, পরের দুঃখ দেখিয়া যাহার চিত্ত ব্যথিত হয় না, যাহারা প্রাণীদিগকে বধ, বন্ধন ও হনন করিতে শঙ্কিত হয় না, পরধন চুরি করে কিংবা জোরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, পরের অনর্থের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য ইত্যাদি প্রদান করে, আফিং, তাড়ি প্রভৃতি যে কোন রকম মাদক দ্রব্য সেবন, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, বুদ্ধের চরণ হইতে রক্তপাত এবং অসত্যদৃষ্টি গ্রহণ করে, ত্রিরত্নের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে ও ত্রিরত্নের নিন্দা করে এবং সর্ব্বদা অসত্যদৃষ্টিতে বিহার করে, তাহারা রজ্জুবদ্ধ গরু-ছাগলের ন্যায় স্বকীয় পাপকর্ম্মে নীত হইয়া এই অষ্ট মহানরকে উৎপন্ন হয়।

১। চতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের আয়ু মনুষ্য-গণনায় নব্বই

লক্ষ বৎসর। এই নব্বই লক্ষ বৎসরে প্রথমোক্ত সঞ্জীব নরকে একদিন রাত্রি হয়। এইরূপ দেবগণনায় পাঁচ শত বৎসর সঞ্জীব নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

২। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের আয়ু মনুষ্য-গণনায় তিন কোটি ষাট্ লক্ষ বৎসরে দ্বিতীয় কালসূত্র নরকের একদিবা-রাত্রি হয়। এইরূপে দেব-গণনায় এক হাজার বৎসর কাল-সূত্র নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

৩। যাম দেবগণের আয়ু মনুষ্য গণনায় ১৪ কোটি ৪০লক্ষ বৎসর। এই ১৪কোটি ৪০ লক্ষ বৎসরে তৃতীয় সংঘাত নরকে এক দিবারাত্রি হয়। এইরূপে দেব-গণনায় দুই হাজার বৎসর সঙ্ঘাত নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

৪। তুষিত দেবগণের আয়ু মনুষ্য-গণনায় ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। এই ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসরে চতুর্থ রৌরব নরকের এক দিবারাত্রি হয়। এইরূপ দেব-গণনায় চারি হাজার ষাট লক্ষ বৎসর রৌরব নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

৫। নির্ম্মাণরতি দেবগণের আয়ু মনুষ্য-গণনায় ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। এই ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসরে পঞ্চম মহারৌরব নরকের এক দিবারাত্রি হয়। এইরূপে দেব-গণনায় আট হাজার বৎসর মহারৌরব নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

৬। পরনির্ম্মিত বসবর্ত্তী দেবগণের আয়ু মনুষ্য গণনায় ৯ শত ২১ হাজার কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। এই ৯ শত ২১

হাজার কোটি ৬০ লক্ষ বৎসরে ষষ্ঠ তাপন নরকের এক রাত্রি-দিন হয়। এইরূপে দেব-গণনায় ১৬ হাজার বৎসর তাপন নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল।

৭। সপ্তম প্রতাপ নরকবাসীদের আয়ুষ্কাল অন্তর কল্পার্দ্ধ।

৮। অষ্টম অবীচি নরকে প্রাণীদিগের আয়ুষ্কাল এক অন্তর কল্প। দশ বৎসর হইতে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অসংখ্য বৎসর, পুনঃ উহা হইতে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর আয়ু হইলে ঐ পরিমিত কালকে এক অন্তরকল্প বলে।

"অবলোকনকারী শত যোজন দূরে স্থিত হইলেও অবীচি নরকের উত্তাপ তাহার চক্ষুভেদ করিতে পারে। ভগবান বলিয়াছেন,—অবীচি নরকের অগ্নি চতুর্দ্দিকে শত যোজন ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা স্থিত থাকে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সকল নরকে পতিত প্রাণী-দিগের আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ; দেবলোকে দেবতাদের আয়ুষ্কাল অত্যল্প। পাপের পরিণাম দীর্ঘ এবং পুণ্যের ফল অল্পস্থায়ী কেন? যাবজ্জীবন দান, শীল ও মৈত্রী ভাবনার দ্বারা যদি কেহ কোন দেবলোকে উৎপন্ন হন, তথায় তাঁহার দিব্য সম্পদ্ জনিত সুখের বাহুল্য হেতু কামরাগ প্রবল হয়। তখন, তিনি অভিমানী এবং উদ্ধত (অবিনীত) হন। ঈর্ষা-মাৎসর্য্যের প্রাচুর্য্য হেতু তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদিও বা কখনও তাঁহার কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, তথাপি দান বা শীলাদি রক্ষা করিবার যোগ্যপাত্র সেখানে মিলে না।

নরকের নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা পাপী সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অতিশয় খেদ করিতে থাকে। 'অহো! আমি সারা জীবন স্ত্রী-পুত্রের জন্য কত পাপকর্ম্ম করিয়াছি, নিজের জন্য কিছুই করি নাই। এখন তাহারা নির্ব্বিঘ্নে আমার অর্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, আমি নরকে পড়িয়া ভীষণ দুঃখ পাইতেছি, অথচ পণ্ডিতদিগের হিতবাক্য শুনি নাই। আপন লব্ধ ভোগসমূহ পরের জন্য ধ্বংস করিয়া লোভদ্বেষমোহে চালিত হইয়া প্রাণীহত্যাদি নানা প্রকার পাপকর্ম্মই করিয়াছি। ভোগ-সম্পত্তি বিদ্যমানে সাধু সৎপুরুষদিগকে দান করিতে বা শীলাদি রক্ষা করিতে পারি নাই। এই প্রকারে নরকে অনুশোচনা করে।' অপরের কুশল কর্ম্মের ফল দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয় এবং পুনঃ পুনঃ পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এইরূপে ইহাদের পাপ ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

তত্থ সত্তা মহালুদ্ধা মহাকিব্বিসকারিনো,
অচ্চন্তা পাপকম্মন্তা পচ্চন্তি ন চ মিয্যরে।
জাতবেদসমো কায়ো তেসং নিরযবাসীনং,
তস্স কম্মানং দল্হত্তং ন ভস্মং হোতি মংসি'পি॥

"মহালোভী, মহাদুষ্কৃতিকারী ও অনন্ত পাপকারিগণ নরকে দগ্ধ হইতে থাকে, অথচ মরে না। সেই নরক-বাসীদিগের দেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত থাকে।

পাপকর্ম্মের কঠোরতা হেতু দেহের মাংসও ভস্মীভূত হয় না, প্রাণবায়ু বহির্গতও হয় না।"

"তংখো পনাহং ভিক্খবে নাঞ্ঞস্স সমণস্স বা ব্রাহ্মণস্স বা সুত্বা বদামি, অপিচ যদেব সামং ঞাতং, সামং দিট্ঠং, সামং বিদিতং, তমেব 'হং বদামি।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি যে তির্য্যক্, প্রেত ও নরক দুঃখ বর্ণনা করিতেছি তাহা আমি অন্য শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া প্রকাশ করিতেছি না। যাহা আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছি, স্বয়ং দেখিয়াছি এবং স্বয়ং বিদিত হইয়াছি, তাহাই আমি প্রকাশ করিতেছি।"

সেয়্যথা'পি ভিক্খবে দ্বে অগারা সন্ধিদ্বারা, তত্থ চক্খুমা পুরিসো মজ্ঝে ঠিতো পস্সেয্য মনুস্সে গেহং পবিসন্তে'পি নিক্খমন্তে'পি অনুসঞ্চরন্তে'পি অনুবিচরন্তে'পি এবমেব খো অহং ভিক্খবে দিব্বেন চক্খুনা বিসুদ্ধেন অতিক্কন্ত মনুসকেন সত্তে পস্সামি চবমানে উপ্পজ্জমানে হীনে পণীতে সুবণ্ণে দুব্বণ্ণে সুগতে দুগ্গতে যথা কম্মুপগে সত্তে পজানামি।

"হে ভিক্ষুগণ, মনে কর, সন্ধি দ্বারযুক্ত দুই গৃহ,—সেই দুই গৃহের মধ্যভাগে যেমন কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ দাঁড়াইয়া দেখে, মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, পুনঃ গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, এক গৃহ হইতে কেহ অন্য গৃহে, অন্য গৃহ হইতে আবার এই গৃহে প্রবেশ করিতেছে, হে ভিক্ষুগণ, তেমনই আমিও সুগতিও দুর্গতি ভূমির মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া

মনুষ্য-চক্ষুর অগোচর (মনুষ্য দৃষ্টির বাহিরে) বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রাণিগণ দর্শন করিতেছি ; কেহ চ্যুত হইতেছে, কেহ উৎপন্ন হইতেছে, তন্মধ্যে কেহ হীনকুলে যাইতেছে, কেহ শ্রেষ্ঠ কুলে যাইতেছে, কেহ সুশ্রী, কেহ বিশ্রী, কেহ সুগতি, কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, যে যেইরূপ কর্ম্ম করিয়াছে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিতেছে। এইরূপ বিবিধ প্রকার কর্ম্মফলভোগী সত্ত্বদিগকে আমি সম্যক্‌রূপে জানি, জানিয়া তোমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি।"

(৪) প্রাতঃকৃত্য

ভোরে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিকটস্থিত কোন বিহারে, চৈত্য ও বোধি বৃক্ষাদি পবিত্র স্থানে পরিশুদ্ধ মনে যাইয়া ফুল, জল, ধূপ ও কর্পূর প্রভৃতি এবং যে কোন প্রকার পুষ্পসারাদি সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নকে পূজা করিবেন। পূজার উপযোগী কিছু না থাকিলে ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে বন্দনা প্রকরণোক্ত নিয়মে বন্দনা এবং বিঘ্নবিনাশক ময়ূর পরিত্রাণ, রক্ষাবন্ধন সংযুক্ত সূত্র সমূহ আবৃত্তি করিয়া স্বীয়কর্ম্মে রত হইবেন। কাজের অধিক ভিড় থাকিলে যদিও তাহা পারা না যায়, শয্যায় শুইয়াও 'ত্রিরত্নের গুণ ও রক্ষা বন্ধন সূত্রাদি আবৃত্তি পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বিশেষত যে গৃহে বা যে স্থানে রত্নত্রয়ের গুণ, সূত্র ও গাথাদি উচ্চারিত হয়, সে

সকল স্থানে যক্ষ রক্ষ ও প্রেত প্রভৃতি অমনুষ্যের কোন উপদ্রব বা ভয় থাকে না এবং নিজ আরব্ধকার্য্যের অন্তরায় নাশ হয়। কাজেই প্রত্যেক বৌদ্ধেরই ইহপরকালের হিত ও মঙ্গলের জন্য রত্নত্রয়ের গুণ, সূত্র ও গাথাদি মুখস্থ করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা বন্দনা করা একান্তই কর্ত্তব্য।

আর তাহার সঙ্গে শীল সমূহও অখণ্ড ভাবে রক্ষা করিতে যত্ন পরায়ণ হইবেন। যদি শীল ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, ভিক্ষুর নিকট যাইয়া পুনঃ শীল সমূহ পূরণ করিয়া লইবেন।

(৫) সায়ংকৃত্য

সায়াহ্নে নিজ কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম পূর্ব্বক স্নান অথবা হাত মুখ ধুইয়া শান্ত মনে এবং সংযত কায়ে বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতে করিতে বিহার, চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি পবিত্র স্থানে গিয়া প্রথম প্রদীপ, বাতি, ধূপ, কর্পূর, সুগন্ধ চূর্ণ ও সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি দ্বারা বুদ্ধ পূজা করিবেন, পূজাবসানে বন্দনা ভাবনাদি কার্য্য শেষে সুবিধা হইলে ধর্ম্ম শ্রবণ বা ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করিবেন। তৎপর বাড়ী ফিরিয়া আহারের পর বসিয়া বা শুইয়া যে কোন একটী অনুস্মৃতি বা মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে ঘুমাইবেন। বুদ্ধভক্তের পক্ষে মৈত্রী ভাবনা জপ্ করা নিতান্ত উচিত। কারণ আত্মরক্ষার জন্য ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ মৈত্রী ভাবনা বা অনুস্মৃতি ভাবনা

করিতে করিতে শয়ন করেন তাঁহার ভাল রকমে নিদ্রা হয়, অথচ সুনিদ্রার হানি হয় না, দুঃস্বপ্ন দেখেন না এবং প্রাতঃকালে সুখে জাগরিত হন।

(৬) পূজার স্থান

চৈত্য তিন প্রকার। যথা,—ধাতু চৈত্য, পারিভোগিক চৈত্য ও উদ্দেশিক চৈত্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জম্বুদ্বীপে মহামানবগণের চিতার উপর ভক্তগণ চৈত্য বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছেন। বুদ্ধের মতে চারিজন ব্যক্তি চৈত্য পাইবার যোগ্য। সেই চারিজন যথা,—(১)সম্যক্ সম্বুদ্ধ, (২) প্রত্যেক বুদ্ধ, (৩) অর্হৎ ও (৪) রাজচক্রবর্ত্তী। ইহাঁদের ধাতু স্থাপন করিয়া চৈত্য প্রস্তুত করিলে সেই চৈত্য দর্শনে লোকের মনে তাঁহাদের পবিত্র গুণ-রাশি উদিত হইবে, তাঁহাদের গুণ-রাশি স্মরণ করিয়া চৈত্য বন্দনা পূর্ব্বক বহুপুণ্য সঞ্চয় করিবেন এবং তাঁহাদের মহান্ চরিত্র অনুকরণে নিজ জীবন বিশুদ্ধ ও উন্নত করিতে পারিবেন। কাজেই এই উদ্দেশ্যে জম্বুদ্বীপবাসিগণ চৈত্য বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছেন।

(১) ধাতুচৈত্য—বুদ্ধের মৃতদেহ সৎকারের পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা ধাতু নামে কথিত। সেই ধাতুর উপর নির্ম্মিত স্তূপ ধাতুচৈত্য নামে উক্ত হইয়া থাকে। (২) পারিভোগিক চৈত্য—বুদ্ধ গয়ার মহাবোধি বৃক্ষ। (৩) উদ্দে-

শিক চৈত্য--ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বন্দনাদির জন্য নির্ম্মিত চৈত্য উদ্দেশিক চৈত্য নামে অভিহিত হয়।

(৭) বন্দনা বিভাগ।

বন্দনা পাঁচ প্রকারঃ—(১) দুই পায়ের গোড়ালির উপর গুহ্যদেশ রাখিয়া সোজাভাবে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া দুই হাত কপালে লাগাইয়া নমস্কার করার নাম 'উৎকুটিক' নমস্কার।

২। দুই হাত যোড় করিয়া কপালে লাগাইয়া, মাথার সমান উচ্চে তুলিয়া বা বুকের কাছে রাখিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করার নাম 'অঞ্জলি' নমস্কার।

৩। দণ্ডের মত লম্বিত হইয়া ভূমিতে উপুড় হইয়া শুইয়া নমস্কার করার নাম 'দণ্ডবৎ' নমস্কার।

৪। দুই হস্ত, দুই জানু ও মস্তক—এই পাঁচ অঙ্গ ভূমিতে স্থাপন করিয়া নমস্কার করার নাম 'পঞ্চাঙ্গ' নমস্কার।

৫। গুরুজন ও সাধুর প্রতি শিষ্টতা দেখাইতে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাই উচিত। দুই পায়ের অগ্রভাগ, দুই জানু, দুই হাত, নাকের অগ্রভাগ ও কপাল,—এই অষ্টাঙ্গ ভূমিতে স্থাপন করিয়া নমস্কার করাকে 'অষ্টাঙ্গ' প্রণিপাত কহে।*

* সিংহলী বৌদ্ধদের মধ্যে উৎকুটিক নমস্কার ও অঞ্জলি প্রণাম অধিক প্রচলিত। অভিবাদন কম লোকেই করিয়া থাকে।

তিব্বত, সিকিম ও ভূটান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে দণ্ডবৎ অভিবাদন বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সে দেশের ভক্ত উপাসক ও

যিনি সাধু সৎপুরুষ ও বয়োবৃদ্ধদিগকে নিত্য অভিবাদন করেন, তাঁহার আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এই চারি সম্পদ বর্দ্ধিত হয়।

উপাসিকাগণ একবারে ১০০ বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুনঃ দাঁড়াইয়া এইরূপ একশত বারে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

বর্ম্মা, শ্যাম ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যে অভিবাদন প্রচলিত। চট্ট-গ্রামের গৃহস্থগণও পরস্পরকে অঞ্জলি নমস্কার করিয়া থাকে। অতি বয়ঃস্থ এবং পূজনীয় হইলে অভিবাদন করে।

পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের জন্য বোধিসত্ত্বের সমীপে দেবগণের প্রার্থনা। (১৭ পৃঃ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিরত্ন-বন্দনা।

(১) দীপ-পূজা

১। সুভমেতং মনোরম্মং দীপং তম-বিনোদনং,
সুভস্স মনোরম্মস্স দেমি পূজেমি সাদরং।
ইমিনা দীপদানেন সদা ভবামি দীপকো,
সীঘং পপ্পোমি নিব্বানং সব্বদীপেহি দীপকং।
ইমিনা দীপ দানেন সদা তমবিনোদনো,
সীঘং পপ্পোমি নিব্বানং সব্বতমবিনোদনং।

"শুভ মনোরম ও তমবিনোদনকারী এই প্রদীপ দান করিয়া সুন্দর মনোরমকে (বুদ্ধকে) সাদরে পূজা করিতেছি। এই প্রদীপদানের প্রভাবে সর্ব্বদা (জন্মে জন্মে) আমি যেন প্রদীপ-তুল্য হই। শীঘ্রই যেন সর্ব্ব প্রদীপের শ্রেষ্ঠপ্রদীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। সমস্ত তমবিনোদনকারী এই প্রদীপদানের দ্বারা সকল প্রকার অন্ধকার দূরীভূত হইয়া শীঘ্রই যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই।"

১। মহাকারুণিকো নাথো আসাল্‌হি পুন্নমাসিযং,
পটিসন্ধিমগ্গহেসি মঙ্গলে গুরুবাসরে।

"মহাকারুণিক লোকনাথ তথাগত আষাঢ়ী পূর্ণচন্দ্রযুক্ত শুভ গুরুবারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

(১) বন্দনা

যো সো তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেব-মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। যো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং সস্সমণব্রাহ্মণিং পজং সদেবমনুস্সং সযং অভিঞ্ঞায সচ্ছি-কত্বা পবেদেসি ; যো ধম্মং দেসেসি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং সত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেসি। তমহং ভগবন্তং অভিপূজযামি, তমহং ভগবন্তং সিরসা নমামি।

১। "যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়, এই চারি মহাসত্যজ্ঞ তিনি তথাগত।

২। অরহং—অরি (শত্রু) গণ হইতে আরকে বা দূরে স্থিত বলিয়া অর্হৎ, অরিগণের হননকারী বলিয়া অর্হৎ। দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াও তিনি অর্হৎ।

গোপনে কোন পাপকার্য্য করেন না বলিয়া অর্হৎ। এই সমস্ত কারণে বুদ্ধকে (অর্হৎ) বলা হয়।

(ক) যস্মা রাগাদি সঙ্খাতা সব্বে'পি অরযো হতা,
পঞ্ঞাসত্থেন নাথেন তস্মা' পি অরহং মতো'তি।

"লোকনাথ (বুদ্ধ) কর্ত্তৃক প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি অরিগণ হত হইয়াছে বলিয়া তিনি অর্হৎ।"

(খ) অরা সংসার-চক্কস্স হতো ঞাণাসিনা যতো,
লোকনাথেন তেনেস অরহন্তি বুচ্চাতি।

"লোকনাথ বুদ্ধ জ্ঞানরূপ অসি বা খড়গ দ্বারা সংসাররূপ চক্রের-অর বা পাখিসমূহ হনন অর্থাৎ ছেদন করিয়াছেন বলিয়া তিনি অর্হৎ নামে কথিত হন।"

(গ) আরকত্তা হতত্তা চ কিলেসারীনং সো মুনি,
হত সংসার-চক্কারো, পচ্চযাদীনঞ্চারহো
ন রহো করোতি পাপানি, অরহ তেন বুচ্চতী'তি।

"সেই মুনি (বুদ্ধ) আর কি কি কারণে অর্হৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?"

মহামুনি বুদ্ধ লোভ, দ্বেষ বা হিংসা, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, (ত্রিরত্নে) সন্দেহ, আলস্য, মনের অস্থিরতা, লজ্জা-হীনতা ও পাপভয়হীনতা, এই দশ প্রকার অরিকে (রিপুকে) হত বা বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া অর্হৎ।

এই সকল অরি (রিপু) হইতে 'আরকো,' অর্থাৎ দূরে অবস্থিত বলিয়া বুদ্ধ অর্হৎ। চীবর, আহার, বিহারাদি শয়নাসন ও ঔষধ, এই চারি প্রত্যয়ের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তিনি অর্হৎ। গোপনে পাপ করেন না বলিয়া অর্হৎ

৩। সম্মাসম্বুদ্ধো—বুদ্ধ স্বয়ং সকল ধর্ম্ম, সর্ব্ব বিষয়, সম্যক্ রূপে অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া "সম্যক্সম্বুদ্ধ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি সম্যক্ প্রকারে স্বয়ং, বিনা গুরুর উপদেশে,

সত্য বুঝিয়াছেন বলিয়া স্বয়ম্ভু বা সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তদ্ধেতু তিনি বলিয়াছেন, "সযং অভিঞ্ঞায কমুদ্দিসেয্যং", আমি নিজে জ্ঞাত হইয়াছি, অন্য কোন্ আচার্য্যকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করিব ? পুনঃ বলিয়াছেন—

(ঘ) অভিঞ্ঞেয্যং অভিঞ্ঞাতং ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,
পহাতব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণ।

"হে ব্রাহ্মণ, আমি সত্য কৃত্য কৃত এই ত্রিপরিবর্ত্ত (তিপরি-বট্টং) জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিয়াছি, যাহা পরিত্যাগ করিবার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, তদ্ধেতু আমি বুদ্ধ।"

৪। বিজ্জাচরণসম্পন্নো— বিদ্যাচরণসম্পন্ন (সদাচার সম্পন্ন)। বিদ্যা 'ভয়ভেরব' সূত্র মতে তিনপ্রকার। যথা— (১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ। (২) জীবগণ মৃত্যুর পরে কে কোথায় জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কে কোথায় মরিতেছে, মরিয়া আবার কোথায় উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানিবার জ্ঞান। (৩) কামাদি আসবক্ষয় জ্ঞান বা মুক্তি জ্ঞান। বুদ্ধ এই তিন প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ করিয়া ও শীলাদি সমন্বিত ছিলেন বলিয়া বিদ্যাচরণসম্পন্ন আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

অথবা 'অম্বট্ঠ' সূত্র মতে বিদ্যা আট প্রকার। যথা— (১)বিপস্সন-ঞাণং—বিদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান। এই শরীর জড় পদার্থ, পৃথিবী বা মাটি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত, অনিত্য, ক্ষয়শীল ও মাতাপিতা হইতে শুক্র

শোণিতে আহারাদি দ্বারা ইহাকে সুস্থ রাখিতে হয়। জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা শরীরকে এইরূপ ভাবে দর্শন করাকে বিদর্শন জ্ঞান বলে।

(২) মনোময় ইদ্ধি—মনোময় ঋদ্ধি বা অমানুষিক ক্ষমতা। যেমন,—ইচ্ছামত অন্যরূপ ধারণ ও অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি।

(৩) ইদ্ধিবিধা—ঋদ্ধি নানা প্রকার অমানুষিক ক্ষমতা। যেমন,—একজন অনেক জন হওয়া, অনেক জন হইয়া পুনঃ একজন হওয়া, হঠাৎ উপস্থিত ও হঠাৎ অদর্শন হওয়া, দেওয়ালের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়া, পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়া, পৃথিবীতে ঢুকিয়া যাওয়া, জলের উপর পদ-ব্রজে গমন করা, পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করা, এমন কি চন্দ্র-সূর্য্যকেও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা।

(৪) দিব্বসোতং—দিব্য শ্রোত্র বা দিব্য কর্ণ, ইহা দ্বারা অতি দূরের বা নিকটের, মানুষের বা সকল প্রকার জীব জন্তু ও দেবতাগন্ধর্ব্বের শব্দ শ্রবণ করা।

(৫) পরচিত্ত-বিজাননং—পরের মনোভাব জানা।

(৬) পুব্বেনিবাসানুস্সতি ঞাণং—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ জ্ঞান।

(৭) চুতূপপাতঞাণং—চ্যুতি বা মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম হইবে জানন জ্ঞান।

(৮) আসবক্খয-ঞাণং—আসব ক্ষয় জ্ঞান, কামাদি পাপ

বিনাশ জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভী ব্যক্তিগণ পাপহীন, পবিত্র নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত তিন বিদ্যা বা এই অষ্ট বিদ্যা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া বুদ্ধ বিদ্যাসম্পন্ন।

চরণ—আচরণ বা আচার, তাহা ১৫ প্রকার ঃ—(১) শীল সংবর বা প্রাতিমোক্ষসংবরশীল পালন। (২) ইন্দ্রিয়সংবর অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দমন। (৩) আহারের মাত্রা বা পরিমাণ জ্ঞান। (৪) জাগরণশীলতা, অর্থাৎ পাপ হইতে নিত্য সচেতন ভাবে আত্মরক্ষা। (৫) শ্রদ্ধা, (৬) হ্রী বা পাপের প্রতি লজ্জা, (৭) ঔত্তাপ্য বা পাপের প্রতি ভয়, (৮) শ্রুতি বা পাণ্ডিত্য, (৯) বীর্য্য, উৎসাহ, (১০) স্মৃতি, (১১) প্রজ্ঞা, (১২) ১ম ধ্যান, (১৩) ২য় ধ্যান, (১৪) ৩য় ধ্যান ও (১৫) ৪র্থ ধ্যান।

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমূহ ও এই ১৫ প্রকার আচরণ বুদ্ধের আয়ত্ত ছিল বলিয়া তিনি 'বিদ্যাচরণসম্পন্ন'।

৫। সুগতো—যাঁহার শোভন বা বিশুদ্ধ গমন, সুন্দর স্থানে গমন করিয়াছেন, যিনি সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণে গমন করিয়াছেন। যিনি সুন্দর রূপে বলেন (গদতি) তিনি সুগত। (১) বুদ্ধ যে মার্গে গমন করিয়াছেন তাহা আর্য্য মার্গ এবং ইহা অতি শোভন বা সুন্দর,—এই সুন্দর পথে গমন করিয়া ক্ষেমস্থান নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি সুগত।

(২) স্রোতাপত্তি-মার্গ দ্বারা যেই কলুষসমূহ প্রক্ষীণ

হইয়াছে, সেই কলুষ সমূহ পুনরাগমন করে না বলিয়া সুগত। তদ্রূপ সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গ দ্বারা হত ক্লেশ পুনরাগমন করে না বলিয়া সুগত।

(৩) যিনি সম্যক্ প্রকারে গত হইয়াছেন, পুনর্ব্বার মাতৃ গর্ভে বা দুঃখময় সংসারে প্রত্যাগমন করিবেন না, এই কারণে সুগত।

(৪) অত্যন্ত সুখ-প্রদ অসংস্কৃত পরম সুখ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়া সুগত।

(৫) যিনি নির্ব্বাণগমনযোগ্য সুন্দর বাক্য বলেন এই হেতু তিনি সুগত।

৬। লোকবিদ্—লোকজ্ঞ, ত্রিলোক যিনি অবগত আছেন তিনি লোকবিদ্। সংস্কার লোক(প্রাণী জগৎ)সত্ত্ব-লোক(শাশ্বত ও অশাশ্বত লোক) এবং আকাশ লোক (চন্দ্র সূর্য্য লোক) এই লোকত্রয় সম্বন্ধে ভগবান্ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতেন বলিয়া তিনি লোকবিদ্।

৭। অনুত্তরো—গুণে বুদ্ধ হইতে উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া বুদ্ধ অনুত্তর। শীলগুণে, সমাধিগুণে, প্রজ্ঞাগুণে, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনগুণে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ ছিলেন না, সমানও কেহ ছিলেন না, এই কারণে বুদ্ধ অনুত্তর। যেমন,—

(৬) "নমে আচরিযো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি,
সদেবকস্মিং লোকস্মিং নত্থি মে পটিপুগ্গলো।"

"আমার আচার্য্য (শিক্ষক) কেহ নাই, আমার সম গুণ

সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। দেব ও মনুষ্য লোকের মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই।

৮। পুরিসদম্ম-সারথি—দম্য পুরুষগণের সারথি। যে সকল ব্যক্তি দমিত হয় নাই সে সকল ব্যক্তিগণকে দমনকারী সারথি। সারথি যেমন অদামত অশ্বকে দমন করে, সেইরূপ বুদ্ধও অদমিত, অবিনীত, কামক্রোধাদি উগ্রস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দমন করিয়া বিনীত করেন, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সর্ব্বশেষে নির্ব্বাণ লাভ করাইয়া সম্পূর্ণ-রূপে দমন করেন, এই জন্য বুদ্ধ দম্যপুরুষ-সারথি।

৯। সত্থা দেবমনুস্সানং—দেব ও মনুষ্যগণের শাস্তা, শাসন কর্ত্তা বা শিক্ষক। তিনি ইহপারলৌকিক পরমার্থ শাসন দ্বারা যথাযোগ্য ভাবে অনুশাসন করেন বলিয়া শাস্তা। যেমন শাকটিক ভয়স্থানাদি হইতে গাড়ী পার করাইয়া নেয়, তেমন বুদ্ধ জাতিকান্তার, জরাকান্তার, ব্যাধি কান্তার ও মরণ-কান্তার পার করাইয়া ক্ষেমজনক অমৃত নির্ব্বাণ সম্যক্ রূপে প্রদান করেন, এই কারণে দেবতা ও মনুষ্যদিগের শাস্তা। অনেক দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মা তাঁহার উপদেশ পাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়া দুঃখমুক্ত হইয়াছেন, এই জন্য বুদ্ধ দেবতা ও মনুষ্যগণের শাস্তা।

১০। বুদ্ধো—সমস্ত ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আছে বলিয়া বুদ্ধ। বিনা গুরুর উপদেশে স্বয়ং জগতের সকল বিষয় অবগত হইয়া অন্যকে অবগত করাইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধ। চারি

আর্য্য সত্য নিজে জ্ঞাত হইয়া অপরকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধ।

১১। ভগবা—ভগবান্, ভাগ্যবান্, ইহা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ উপাধি। সমস্ত জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরু হেতু ভগবান্। চীবরাদি চারি প্রত্যয় এবং অর্থ, ধর্ম্ম ও বিমুক্তি-রসের অংশভাগী বলিয়া ভগবান্। কুশলাকুশল ধর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়া দেখেন বলিয়া ভগবান্। রাগাদি পাপ ধর্ম্ম সকল ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্। ভব সমূহ অন্তে বা নির্ব্বাণে গমন করাইয়াছেন বলিয়া ভবান্তগু বা ভগবান্।

(চ) ভগ্গরাগো, ভগ্গদোসো, ভগ্গমোহো, অনাসবো,
ভগ্গস্স পাপকা ধম্মা ভগবা তেন বুচ্চতি।

"যিনি কাম (আসক্তি), ক্রোধ ও অজ্ঞানতা (ভগ্ন) দূরীভূত করিয়া তৃষ্ণাহীন হইয়াছেন এবং সমুদয় পাপ ধর্ম্ম নিঃশেষ পূর্ব্বক সুমুক্ত হইয়াছেন, সেই কারণে তিনি ভগবান।

যিনি এই দেবলোক, মারলোক ও ব্রহ্মলোক সহ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবমনুষ্যাদি প্রাণীমণ্ডলীকে স্বয়ং লোকোত্তর জ্ঞান প্রভাবে প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইয়াছেন, যিনি আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কল্যাণপ্রদ ধর্ম্ম অর্থ-ব্যঞ্জন সহ উপদেশ দিয়াছেন এবং একমাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই ভগবানকে পূজা করিতেছি, তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনত শিরে অভিবাদন করিতেছি

যো সো স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো এহিপস্সিকো, ওপনযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি তমহং ধম্মং অভিপূজযামি, তমহং ধম্মং সিরসা নমামি।

১। যে ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বাক্খাতো—(সু—আক্খাতো, সুন্দর রূপে ব্যাখাত।) ভগবান যে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, যাহা সুন্দর রূপে ও বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এরূপ সরল করিয়া তিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তাহা স্বভাবতঃ ত্রিবিধ, যথা,—পরিযত্তি, পটিপত্তি ও অধিগম। ত্রিপিটক বুদ্ধবচন ‘পরিযত্তি’ ধর্ম্ম। ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গগুণ, প্রাতিমোক্ষ, চৌদ্দ প্রকার স্কন্ধ ব্রত, দ্বাশীতি প্রকার মহাব্রত ও শমথ বিদর্শন ‘পটিপত্তি’ ধর্ম্ম। চারি মার্গ, চারিফল ও নির্ব্বাণ ‘অধিগম’ ধর্ম্ম। এখানে ‘পরিযত্তি’ ধর্ম্মই কথিত। “যো খো আনন্দ মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো, সো বো মমচ্চযেন সত্থা’ তি” “হে আনন্দ, আমার দ্বারা যে ৮৪,০০০ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ ও ৯,৮০,০৫৬,০০০৩৬ বিনয়শীল দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত হইয়াছে, সেইধর্ম্ম বিনয় আমার পরিনির্ব্বাণের পর তোমাদের শাস্তা বা শাসনকর্ত্তা; ইহাও ‘পরিযত্তি’ ধর্ম্ম; আর যেই ধর্ম্ম কামসুখ ও আত্মনিগ্রহ এই দুই অন্তকে পরিত্যাগ করিয়া মধ্যম প্রতিপদ অবলম্বনে ধর্ম্ম সুদেশিত হইয়াছে বলিয়া সু-আখ্যাত ধর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে।

২। সন্দিট্ঠিকো—স্বয়ংদৃষ্টএই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অন্য কেহ দেখাইয়া দিলে দেখা যায় না। রাগ (কাম,) দোস (দ্বেষ,) মোহ (অজ্ঞানতা,) ইত্যাদি পাপ বা অকুশল যিনি ত্যাগ করিয়া থাকেন তাঁহারই এই মার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। এইজন্য এই আর্য্যমার্গ স্বয়ং দ্রষ্টব্য।

কোন ব্রাহ্মণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি রাগাভিভূত সে ব্যক্তি নিজেরও অনিষ্ট করে, পরেরও অনিষ্ট করে,উভয়ের অনিষ্ট করে এবং মানসিক কষ্টও ভোগ করে। রাগ বিনষ্ট হইলে কেহ নিজের অনিষ্টও করে না, পরের অনিষ্টও করে না, সুতরাং কোনরূপ মানসিক কষ্টও সে ভোগ করে না।" এইরূপে ধর্ম্ম সন্দৃষ্টিক বা স্বয়ং দর্শনীয় নামে কথিত হয়।

৩। অকালিকো—এই ধর্ম্মের ফল প্রদান করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। যখন এই ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় তখনই তাহার ফল পাওয়া যায়। লোকোত্তর ধর্ম্ম অবগত হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ হয়। সুতরাং ফল প্রদানের কাল নাই বলিয়া অকালিক।

৪। এহিপস্সিকো—এস দেখ, এই ধর্ম্ম এইরূপে নিয়োজিত করে এবং'এস দেখ'বলিয়া ডাকিবার উপযুক্ততা আছে বলিয়া এই ধর্ম্ম 'এহিপস্সিকো'। কারণ এই ধর্ম্ম কাল্পনিক নহে, এই ধর্ম্ম আচরণে প্রকৃত ফল বিদ্যমান্ আছে। যাঁহার মুষ্টিতে কিছুই নাই সে বলিতে পারে না যে আমার মুষ্টিতে সোনা বা

হীরা অথবা অন্য কিছু ভাল জিনিষ আছে, তুমি আসিয়া দেখ। কারণ তাহার মুঠে কিছুই বিদ্যমান নাই। অথবা কোন অপরিশুদ্ধ জিনিষ মুঠে থাকিলে কেহ 'এস, দেখ' বলিয়া অন্যকে আহ্বান করিয়া দেখাইতে পারে না। বরং তাহা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম্ম স্বভাবতঃ বিদ্যমান আছে এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ। এই জন্য এই ধর্ম্ম 'এস দেখ' বলিবার যোগ্য, "এহিপস্স ইমং ধম্মং"।

(৫) ওপনযিকো—আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ ভাবনা দ্বারা নির্ব্বাণে উপনয়ন করে বা নিয়া যায় বলিয়া ওপনয়িক, (ঔপ-নায়ক) প্রত্যক্ষত্বে নিয়া যায় বলিয়া নির্ব্বাণও ঔপনায়িক।

(৬) বিঞ্ঞূহি পচ্চত্তং বেদিতব্বো—(সত্যলাভী বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক) পচ্চত্তং (পতিঅত্তনি) নিজে নিজে। বেদিত্তব্বো (জ্ঞাতব্য বা জানিবার বিষয়)। এই নব লোকোত্তর ধর্ম্ম বিজ্ঞগণ স্বয়ং অবগত হন। সংসারে নিজে নিজেরই উৎপাদিত কুশলাকুশলের ভাগী। যেমন গুরু মার্গভাবনা করিলে শিষ্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না, গুরু মার্গফল লাভ করিলে শিষ্য তাহার ভাগী হইতে পারে না এবং গুরু নির্ব্বাণ লাভ করিলে শিষ্য সেই পরম সুখের অধিকারী হয় না, তেমন এই জগতে প্রত্যেকে কাজ করিয়া ফল ভোগ করিতে হয়। আমি সেই ধর্ম্মকে কায়মনোবাক্যে পূজা ও অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

৩। সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচি পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, যদিদং চত্তারি পুরিস-যুগানি অট্ঠ-পুরিস-পুগ্গলা—এস ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি। তমহং সঙ্ঘং অভিপূজ-যামি, তমহং সঙ্ঘং সিরসা নমামি।

(১) সুপটিপন্নো (সুপ্রতিপন্ন) ভগবতো (ভগবানের) সাবক সঙ্ঘো (শ্রাবক সংঘ)।

সুপ্রতিপন্ন অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মার্গ বা পথ দিয়া চলিতেছে তাহাকে সেই মার্গ প্রতিপন্ন বা পথে-প্রতিপন্ন বলে। সেইমার্গ যদি সু(উত্তম)মার্গ হয়, তবে সে সুমার্গ-প্রতিপন্ন; আর যদি সে মার্গ কু (খারাপ) মার্গ হয়, সে কুমার্গ-প্রতিপন্ন বলিয়া কথিত হয়। ভগবানের শিষ্যগণ সুমার্গ-প্রতিপন্ন, কারণ ভগবান্ নির্ব্বাণ লাভের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি উত্তম। ইহার তুল্য সুমার্গ আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা এই মার্গ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণাভিমুখে চলিয়াছেন তাঁহারাই সুমার্গপ্রতিপন্ন।

সাবক-সঙ্ঘো—শ্রাবক সংঘ, শ্রাবক সমূহ, শিষ্যদল, ভগবানের "ওবাদানুসাসনিং সক্কচ্চং সুনাতীতি সাবকো, সাবকানং সঙ্ঘো সাবকসঙ্ঘো," "উপদেশ অনুশাসন সুন্দর রূপে শ্রবণ করে বলিয়া শ্রাবক, শ্রাবকদিগের সংঘ, সমূহ ও দল

যাঁহারা তাঁহারা শ্রাবক-সংঘ। যে শুনে সে শ্রাবক। সংঘ অর্থ সমাজ, গণ, সমূহ। সুতরাং শ্রাবকসংঘ অর্থ শ্রাবক সমূহ। সুপ্রতিপন্ন সম্যক্ প্রতিপদ (মার্গ) প্রতিপন্ন, অনুলোম প্রতিপদ (মার্গ) প্রতিপন্ন ইত্যাদি অর্থও হইয়া থাকে।

(২) উজু—ঋজু প্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক সংঘ। ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক দেশিত ধর্ম্ম শাশ্বত-উচ্ছেদ অন্তদ্বয় বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ বা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ সোজা পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মার্গ বা পথ দিয়া সহজে নির্ব্বাণে গমন করা যায়, নির্ব্বাণে উপস্থিত হইবার ইহাই একমাত্র ঋজু বা সোজাপথ। এই ঋজু মার্গ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নির্ব্বাণ নগরের দিকে চলিয়া যান তাঁহারাই ঋজু-প্রতিপন্ন।

৩। ঞায—ন্যায় প্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক-সংঘ। ঞায অর্থ ঠিক, যথার্থ। আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গই নির্ব্বাণ লাভের যথার্থ পথ। অন্য কোন পথ অবলম্বনে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। সুতরাং এই ন্যায় মার্গ দিয়া যাঁহারা চলিয়াছেন তাঁহারাই ন্যায়-প্রতিপন্ন। সুতরাং এই বাক্যের অর্থ "ভগবানের শ্রাবক সংঘ ন্যায় বা নির্ব্বাণ প্রতিপন্ন"।

৪। সামীচি—অনুরূপ প্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক-সংঘ। সামীচি অর্থ সমীচীন, যথার্থ, উপযুক্ত বা উত্তম। আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ নির্ব্বাণ লাভের উপযুক্ত মার্গ ও অনুরূপ পথ। সুতরাং এই মার্গ প্রতিপন্ন ব্যক্তিগণ সমীচীন-প্রতিপন্ন।

৫। যদিদং চত্তারি পুরিস যুগানি—এই যে চারি যোড়া

পুরুষ। যেমন,—দুইজনে এক যুগল, তাহা (১) স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ (২) সকৃদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ (৩) অনাগামী

---

(১) সোতাপত্তি—(স্রোতাপত্তি-স্রোত+আপত্তি)আপত্তি অর্থ পতন হওন, স্রোতাপত্তি অর্থ স্রোতে পতন, সুতরাং স্রোতাপন্ন অর্থ স্রোতে-পতিত। এই খানে স্রোত অর্থে নির্ব্বাণ-স্রোত। যিনি নির্ব্বাণ-স্রোতে পতিত হইয়াছেন, তিনিই স্রোতাপন্ন নামে কথিত হন। জলস্রোতে পতিত কোন বস্তু বাধা না পাইলে ক্রমে যাইয়া যেখানে জলস্রোতশূন্য সেখানে গিয়া স্থির হয়। সেরূপ স্রোতাপত্তি মার্গে উপস্থিত হইলে (নির্ব্বাণ স্রোতে পড়িলে) কোন ব্যক্তি নির্ব্বাণে গিয়াই স্থির হয়েন। তবে এই স্রোতে পতিতের বিশেষত্ব এই যে, তিনি পথে কোন বাধা পান না, ক্রমে সাতজন্ম পরে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া স্থির হইয়া থাকেন।

(২) সকদাগামী—(সকৃদাগামী-সকৃৎ-আগামী আগমনকারী)। অর্থাৎ যিনি একবার মাত্র পৃথিবীতে আগমন করিবেন, ২য় বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন না। সকৃদাগামী ব্যক্তি কেবল একবার মাত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন।

(৩)অনাগামী—(ন+আগামী-অনাগামী) অনাগমনকারী, যিনি পৃথিবীতে আগমন করেন না। ইনি নির্ব্বাণের অতি নিকটস্থ ব্যক্তি। এই তাঁহার মনুষ্যজন্মের শেষ জন্ম। মৃত্যুর পরে তিনি সর্ব্বোচ্চ অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সেই স্থানেই নির্ব্বাণ লাভ করেন।

অর্হৎ—এই শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

"নিব্বানং মগ্গেতি গবেসেতি অথবা কিলেসে বা মারেন্তো নিব্বানং গচ্ছতী 'তি মগ্গো", "নির্ব্বাণকে মাগে, গবেষণা করে, অথবা ক্লেশসমূহ মারিয়া নির্ব্বাণে গমন করে বলিয়া মার্গ।"

মার্গস্থ ও ফলস্থ, অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ। "অট্ঠপুরিস-পুগ্গলা" এই অষ্ট আর্য্য পুরুষ। এস ভগবতো সাবক সঙ্ঘো—এই চারি যুগল পুরুষ ভগবানের শ্রাবক-সংঘ।

৬। আহুনেয্যো—'আহুন' অর্থ চীবর, পিণ্ডপাত, ঔষধ ও বিহারাদি শয়নাসন বা চারি প্রত্যয়। এই চারি প্রত্যয় দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া সংঘ 'আহুনেয্য'। অথবা দূর হইতেও আহ্বান করিয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পূজার যোগ্য বলিয়া আহ্বানীয়। দেবরাজ ইন্দ্রাদিরও আহ্বানের বা পূজার যোগ্য বলিয়া সংঘ আহ্বানীয়।

পাহুনেয্যো—'পাহুন' অর্থ দূরদেশ হইতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রগণের পূজার জন্য সংগৃহীত বস্তু। সংঘই এইরূপ সংগৃহীত বস্তু দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।

দক্খিণেয্যো—দক্ষিণা গ্রহণ যোগ্য, অন্ন-পান-যান-বস্ত্র-মালা গন্ধ-বিলেপন-শয্যা-আবসথ-প্রদীপ এই দশ দান বস্তু গ্রহণের যোগ্য পাত্র ভিক্ষুসংঘ। পরলোকে বিশ্বাস করিয়া যে দান দেওয়া যায় তাহাকে দক্ষিণা বলে। সুতরাং দক্ষিণা গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া ভিক্ষু সংঘ দাক্ষিণেয্য।

অঞ্জলিকরণীযো—দুই হাত কপালে স্থাপন করিয়া নমস্কারের যোগ্য বলিয়া সংঘ 'অঞ্জলিকরণীয়'। সংঘ পৃথিবীস্থ সকলেরই নমস্য।

লোকস্স অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং—লোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পুণ্যক্ষেত্র। ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্য উৎপাদনের জন্য যেমন ক্ষেত্র আছে, লোকের পুণ্য উৎপাদনের জন্যও তেমন ক্ষেত্র আছে; ভিক্ষু-সংঘই সেই পুণ্যক্ষেত্র। পুণ্যের যত প্রকার ক্ষেত্র জগতে বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে সংঘই শ্রেষ্ঠতম। ইহা হইতে উত্তম বা শ্রেষ্ঠতর পুণ্যক্ষেত্র জগতে আর নাই বলিয়া ইহা অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সুতরাং এই সংঘকে আশ্রয় করিয়া লোকে নানাপ্রকার সুখসম্পদদায়ক পুণ্যসঞ্চয় করে। আমি সেই সংঘকে কায়মনোবাক্যে পূজা ও অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধের বিশিষ্ট গুণ বন্দনা

১। অরহং অরহাতি নামেন, অরহং পাপং ন কারযে, অরহত্তফলং পত্তো অরহং নাম, তে নমো।

"অর্হৎ, এই নামের যোগ্যতা আছে বলিয়া অর্হৎ, গোপনে পাপ করেন না বলিয়া অর্হৎ, অর্হত্বফল প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অর্হৎ। অর্হৎ, আপনাকে নমস্কার।"

২। সম্মাসম্বুদ্ধো ঞাণেন, সম্মাসম্বুদ্ধো দেসনা, সম্মাসম্বুদ্ধো লোকস্মিং, সম্মাসম্বুদ্ধ তে নমো।

"স্বয়ং সকল ধর্ম্ম, সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ, সম্যক্‌রূপে দেশনা করিয়াছেন বলিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ, জগতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। সম্যক্ সম্বুদ্ধ, আপনাকে নমস্কার।"

৩। বিজ্জাচরণসম্পন্নো তস্স বিজ্জা পকাসিতা অতীতা-নাগতপচ্চুপ্পন্ন-বিজ্জাচরণ তে নমো।

"আট প্রকার বিদ্যা এবং পনর প্রকার আচরণ সম্পন্ন, সেই অতীত অনাগত ও বর্ত্তমানে যাঁহার বিদ্যা (জ্ঞান) প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাচরণসম্পন্ন, আপনাকে নমস্কার।"

৪। সুগতো সুগতত্তানং, সুগতো সুন্দরম্পি চ নিব্বানং সুগতিং যন্তি সুগতো নাম, তে নমো।

"নিজে পরিশুদ্ধভাবে স্থিত বলিয়া সুগত, সুন্দররূপে গত হইয়াছেন বলিয়া সুগত, নির্ব্বাণ সুগতিতে গমন করিয়াছেন বলিয়া সুগত। সুগত, আপনাকে নমস্কার।"

৫। লোকবিদূতি নামেন, অতীতানাগতে বিদূ, সঙ্খার-সত্তমোকাসো লোকবিদূ নাম, তে নমো।

"লোকজ্ঞ যাঁহার নাম, অতীত ও অনাগত বিষয় জ্ঞাত (আছেন) একারণে যিনি লোকবিদ্, সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক ও আকাশলোক,—এই লোকত্রয় সম্বন্ধে অবগত (আছেন) বলিয়া যিনি লোকবিদ্। লোকজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার।"

৬। অনুত্তরো ঞাণসীলেন যো লোকস্স অনুত্তরো, অনুত্তরো পূজা লোকস্মিং তং নমস্সামি অনুত্তরো।

"শীলগুণে, সমাধিগুণে, প্রজ্ঞাগুণে ও বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনগুণে অনুত্তর, যিনি জগতে অনুত্তর বলিয়া কথিত, এবং জগতে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পূজা পাইয়াছেন বলিয়া অনুত্তর। অনুত্তর, আপনাকে নমস্কার।"

৭। সারথি সারথি দেবো যো লোকস্স সুসারথি সারথি পূজা লোকস্মিং তং নমস্সামি সারথি।

"দমিত ও অদমিতের সারথি, দেব-মনুষ্যগণের সারথি, যিনি জগতে সুনিপুণ সারথি এবং লোকে উত্তম পূজা পাইবার সারথি, সারথি। আপনাকে নমস্কার।"

৮। দেবযক্খমনুস্সানং লোকে অগ্গফলং দদং, অদন্তং দমযন্তানং পুরিসাজঞ্ঞ তে নমো।

"জগতে দেবতা, যক্ষ ও মনুষ্যদিগকে অগ্রফলদানকারী, দমিত ও অদমিতদিগকে দমন করিয়া মার্গফলপ্রদানকারী। পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার।"

৯। ভগবা ভগবাযুত্তো, ভগ্গং কিলেস বাগতো, ভগ্গং সংসার মুত্তরো ভগবা নাম, তে নমো।

"ভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ভগবান্, ক্লেশসমূহ ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্, এবং সমস্ত পাপধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন অথবা যিনি সংসার-চক্রের অর সমূহ ভগ্ন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন সে কারণে ভগবান্। ভগবান্, আপনাকে নমস্কার।"

১। সোণ্ণবণ্ণধরো দেহো নিব্বুতস্স মহেসিনো,
বেসাখে কালপক্খম্হি সঞ্চাযি কুজবারে।"

"বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষে, মঙ্গলবারে, পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত মহর্ষি বুদ্ধের সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট শরীর চন্দন কাষ্ঠে সজ্জিত চিতায় স্থাপিত

হইয়া স্বয়ং জাত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল। দেব-মনুষ্যদিগের পূজার্থ ৩২ নালি পরিমিত মাত্র বুদ্ধ-ধাতু অবশিষ্ট ছিল।"

২। বন্দনা

বুদ্ধানং জীবিতস্স ন সক্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং, বুদ্ধানং সব্বঞ্ঞুতঞাণস্স ন সক্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং, বুদ্ধানং অভিহটানং চতুন্নং পচ্চযানং ন সক্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং, বুদ্ধানং অসীতিয়া অনুব্যঞ্জনানং ব্যামপ্পভায় বা ন সক্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং। ইমেসং চতুন্নং ন সক্কা কেনচি অন্তরাযো কাতুং, তথা মে হোতু। অতীতংসে বুদ্ধস্স ভগবতো, অপ্পটিহতং ঞাণং, অনাগতংসে বুদ্ধস্স ভগবতো অপ্পটিহতং ঞাণং, পচ্চুপ্পন্নংসে বুদ্ধস্স ভগবতো অপ্পটিহতং ঞাণং। ইমেহি তীহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো, সব্বং কাযকম্মং ঞাণপুব্বঙ্গমং ঞাণানুপরিবত্তং, সব্বং বচীকম্মং ঞাণপুব্বঙ্গমং ঞাণানুপরিবত্তং, সব্বং মনোকম্মং ঞাণ-পুব্বঙ্গমং ঞাণানুপরিবত্তং। ইমেহি ছহি ধম্মেহি সমন্না-গতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো নত্থি ছন্দস্স হানি, নত্থি ধম্মদেসনায হানি, নত্থি বিরিযস্স হানি, নত্থি সমাধিস্স হানি, নত্থি পঞ্ঞায হানি, নত্থি বিমুত্তিযা হানি। ইমেহি দ্বাদসহি ধম্মেহি সমন্নাগতস্স বুদ্ধস্স ভগবতো, নত্থি দবা, নত্থি রবা, নত্থি অপ্‌ফুটং, নত্থি বেগাযিতত্তং, নত্থি অব্যাবটমনো, নত্থি অপ্পটি-সংখানুপেক্খা। ইমেহি অট্ঠারসহি ধম্মেহি সমন্নাগতং সম্মাস-ম্বুদ্ধং অহং বন্দামি সব্বদা।

"কেহ * বুদ্ধগণের জীবনের অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। কেহ বুদ্ধগণের সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানের অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। কেহ বুদ্ধগণের জন্য আহৃত চারি প্রত্যয়ের অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। কেহ বুদ্ধগণের অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন এবং † ব্যামপ্রভার অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। কেহ বুদ্ধগণের এই চারিটী গুণের অন্তরায় ঘটাইতে পারে না। সেইরূপ কেহ যেন আমারও (জীবন, জ্ঞান, দ্রব্য ও সৌভাগ্যচিহ্নের) পরিহানি করিতে না পারে।

অতীতে ভগবান্ বুদ্ধের ‡ জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল। ভবিষ্যতে ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত থাকিবে। বর্ত্তমানেও ভগবান্ বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত আছে। এই ত্রিবিধ অসাধারণ ধর্ম্মসমন্বিত ভগবান্ বুদ্ধের সমস্ত :: কায়কর্ম্ম

---

* অঙ্গুলিমালা, বসবর্ত্তীমার, দেবদত্ত ও আলবক যক্ষ প্রভৃতি বুদ্ধের জীবন নাশ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পারে নাই, আর অন্য কেহও পারিবে না।

† সুগত হস্তে ৩৷৷০ হাত পরিমিত মণ্ডলাকারে স্থিত দেহের জ্যোতিঃকে (মধ্যম পুরুষের হাতে ১১৷৷ হাত পরিমিতকে) ব্যামপ্রভা বলে।

‡ ভগবান্ বুদ্ধের অতীত কালে অনন্ত অপ্রমেয় জ্ঞানের অগোচর এবং প্রতিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম কিছুই ছিল না বলিয়া তাঁহার জ্ঞানকে অপ্রতিহত জ্ঞান বলে। ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানেও এইরূপ।

:: সার্থক, সংপ্রায়, গোচর ও অসম্মোহ,—এই চতুর্ব্বিধ সাম্প্রজন্য জ্ঞান কায়কর্ম্মে বিদ্যমান্ থাকে বলিয়া তাঁহার কায়কর্ম্ম জ্ঞানানুপরিবর্ত্তী।

জ্ঞানপূর্ব্বগামী, জ্ঞানানুপরিবর্ত্তী। (২) বুদ্ধের সমস্ত বাক্ কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বগামী জ্ঞানানুপরিবর্ত্তী এবং (৩) বুদ্ধের সমস্ত মনো-কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বগামী ও জ্ঞানানুপরিবর্ত্তী ; এই ষড়বিধ অসাধারণ ধর্ম্মসমন্বিত ভনবান্ বুদ্ধের (১) ছন্দের (ইচ্ছার) * অনুমাত্র ক্ষতি নাই। (২) (নৈর্য্যানিক) ধর্ম্ম দেশনার † অনুমাত্র হানি নাই। (৩) ভগবান্ বুদ্ধের বীর্য্যের ‡ পরিহানি নাই।

---

* ছন্দ দুইপ্রকার যথা,—(১) আগম ছন্দ—দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে পতিত হইয়া সংসার মহার্ণবে ভাসমান অনন্তদুঃখপ্রাপ্ত প্রাণীদিগকে মুক্ত করিবার আন্তরিক ইচ্ছাকে আগম ছন্দ বলে। (২) অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছার পূর্ণতাকে অধিগম ছন্দ বলে।

† যেই ধর্ম্মদেশনার দ্বারা ত্রৈভূমিক দুঃখসমুদ্র পার হওয়া যায়, সেই ধর্ম্মদেশনাকে নৈর্য্যানিক ধর্ম্মদেশনা বলে।

‡ বীর্য্য তিন প্রকার, যথা—(১) ছত্রিশ লক্ষ দশ হাজার তিন শত পঞ্চাশ যোজন চক্রবালে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গাররাশি পরিপূর্ণ করিয়া ইহার উপর দিয়া যিনি পদব্রজে গমন করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধত্ব প্রদান করিব বলিয়া যদি কেহ বলে, এই কথায় যিনি সেই প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-রাশি পার হইতে সামান্য মাত্র দৌর্ম্মনস্য প্রাপ্ত না হইয়া উৎসাহিত হন, তাঁহার সে উৎসাহকে আগম বীর্য্য বলে।

(২) সম্যক্ প্রধান—আমার রক্ত-মাংস শুষ্ক হইলেও আরব্ধ কার্য্য শেষ না করিয়া এই আসন হইতে উঠিব না এইরূপ উৎসাহকে আগম বীর্য্য বলে।

(৩) দৈনিক পঞ্চবিধ বুদ্ধকৃত্য সাধনে যে উৎসাহ, সে উৎসাহকে অধিগম বীর্য্য বলে।

(৪) তাঁহার সমাধির * পরিহানি নাই। (৫) তাঁহার পরমাণু পরিমাণ প্রজ্ঞার † হানি নাই। (৬) তাঁহার বিমুক্তির ‡ পরিহানি নাই। তিনি এই বার প্রকার অসাধারণ গুণ বিশিষ্ট।

ভগবান্ বুদ্ধের কায়, বাক্য ও মনের কোন প্রকার (১) ক্রীড়া নাই। (২) তিনি প্রমাদজনিত স্মৃতি রহিত হইয়া কোন প্রকার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না। (৩) তাঁহার বুদ্ধ জ্ঞান স্পর্শ করে নাই এরূপ ধর্ম্ম সমস্ত জগতে কোথাও নাই। (৪) কায় ও বাক্যের ব্যতিক্রম হইতে পারে এরূপ কোন কর্ম্ম তিনি হঠাৎ করিয়া ফেলেন না। (৫) সর্ব্বদাই তিনি আত্মার্থ, পরার্থ ও উভয়ার্থ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু কখনও

* সমাধি দুই প্রকার যথা,—প্রকৃতি সমাধি—প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা অকম্পিত সুমেরু পর্ব্বতরাজের ন্যায় লাভালাভাদি অষ্টলোক-ধর্ম্ম-বিষয়ে অবিচলিত চিত্তের একাগ্রতাকে প্রকৃতি সমাধি বলে। দ্বিতীয় অর্পণা সমাধি। ঋদ্ধিবিধ, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র বা দিব্য কর্ণ, পরের মনোভাব জানন, পূর্ব্বনিবাসস্মৃতি, যথাকর্ম্ম উপগ ও অনাগত বিষয়ে জ্ঞান।

† বুদ্ধ যে জ্ঞান দ্বারা দশ সহস্র চক্র-বাল মধ্যে ভবত্রয়বর্ত্তী সংস্কার সমূহ প্রতিদিন দর্শন করিতেন, ছাব্বিশ কোটি এক লক্ষ পরিমিত সে বুদ্ধ-প্রজ্ঞাকে মহাবজ্র জ্ঞান বলে।

‡ বিমুক্তি পাঁচ প্রকার। যথা,—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা, আর বুদ্ধ প্রত্যহ অখণ্ড ভাবে যে সমাধি করিতেন, সে অর্হত্ত্বফল চতুর্থ ধ্যানসহ এই পাঁচ প্রকার বিমুক্তি।

আলস্যবশত সময় নষ্ট করেন না। (৬) ষড়েন্দ্রিয়ের আপাথ-গত রূপাদি ষড়াবলম্বন বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান উপেক্ষা রহিত নহে। অর্থাৎ ষড়াবলম্বন বিষয়ে তাঁহার মধ্যস্থতা ভাব আছে। এই অষ্টাদশ প্রকার অসাধারণ গুণ সমন্বিত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে (কায়াদি ত্রিবিধ দ্বারে) আমি সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

১। পমাদমূলকো লোভো, লোভো বিবাদকারকো
দাসব্য-কারকো লোভো, লোভো পরম্হি পেতিকো,
তং লোভং পরিজানন্তং বন্দেহং বীতলোভকং।

"লোভ প্রমাদের হেতু, লোভ বিবাদ কারক, লোভ দাস্য-বৃত্তিকর, লোভ পরকালে প্রেতলোকে উৎপন্ন করে, সেই অনিষ্ট বিপাকদায়ক লোভ * সংজানন, তীরণ ও প্রহাণ-এই তিন প্রকার জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি বীত-লোভ হইয়াছেন সেই বুদ্ধকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।"

* পরিজ্ঞা তিন প্রকার যথা,—(১) লোভ নিজ চিত্তসন্তানে বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা জ্ঞাত-পরিজ্ঞা।

(২) আমার চিত্তসন্তানে এই পরিমাণ লোভ আছে, এই প্রকার জানা তীরণ-পরিজ্ঞা।

(৩) নিজ চিত্তসন্তানে লোভ নাই বলিয়া জানা প্রহাণ-পরিজ্ঞা।

২। বিহঞ্ঞমূলকো দোসো, দোসো বিরূপকারকো,
বিনাসকারকো দোসো, দোসো পরম্‌হি নেরযো,
তং দোসং পরিজানন্তং বন্দেহং বীতদোসকং।

"দ্বেষ (ক্রোধ) বিঘাতের হেতু, দ্বেষ (শরীর) বিরূপকারক, দ্বেষ (ধন ধান্য সম্পত্তি) বিনাশকারক, দ্বেষ মৃত্যুর পর নরকে উৎপত্তিকারক। সেই অনিষ্ট বিপাকদায়ক দ্বেষ সংজানন, তীরণ ও প্রহাণ—এই তিন প্রকার জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি বীতদ্বেষ হইয়াছেন, সেই বুদ্ধকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।"

৩। সব্বাঘমূলকো মোহো, মোহো সব্বীতিকারকো,
সব্বন্ধকারকো মোহো, মোহো পরম্‌হি স্বাদিকো,
তং মোহং পরিজানন্তং বন্দেহং বীতমোহকং।

"মোহ সমস্ত দুঃখের বা ব্যসনের হেতু, মোহ সর্ব্ব উপদ্রবকারক, মোহ (দুঃখ সত্যাদি সকল ধর্ম্ম গোপন করিয়া) অন্ধকার করে। মোহ পরলোকে কুক্কুর, শৃগাল ইত্যাদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম ধারণ করায়। সেই অনিষ্ট বিপাকদায়ক মোহকে সংজানন, তীরণ ও প্রহাণ, এই ত্রিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি বীতমোহ হইয়াছেন, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি দ্বারত্রয়ে বন্দনা করিতেছি।"

১। পীল্‌হনট্ঠো সঙ্খতট্ঠো সন্তাপট্ঠো তথাপি চ,
বিপরিণামট্ঠো দুক্খং চতুরত্থেহি বুজ্ঝিযো,
বুজ্ঝিত্বান বোধনেয্যানং নমে বুদ্ধং সুবোধকং!

"দুঃখ সত্য পীড়নার্থক, সংস্কারার্থক (উৎপাদক), সন্তাপার্থক ও বিপরিণামার্থক। যিনি এই দুঃখ সত্য স্বয়ং অববোধ করিয়া অন্য সত্ত্বদিগকেও অববোধ করাইয়াছেন, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি নমস্কার করিতেছি।"

২। আযুহনট্ঠো নিদানট্ঠো সংযোগট্ঠো তথাপি চ,
পলিবোধট্ঠো সমুদযং চতুরত্থেহি বুজ্ঝিযো,
বুজ্ঝিত্বান বোধনেয্যানং নমে বুদ্ধং সুবোধকং।

"আয়ূহননার্থক (পঞ্চ স্কন্ধের সঞ্চয় করণ,) নিদানার্থক (নানা স্কন্ধের উৎপত্তির হেতু,) সংযোগার্থক (সত্ত্বসমূহকে বিবিধ দুঃখের সহিত সংযুক্ত করণ,) পীড়নার্থক (দুঃখ হইতে মুক্তির পথে বাধাদায়ক।) যিনি এই চারি প্রকার সমুদয় (উৎপত্তি) সত্যকে স্বয়ং অববোধ করিয়া অন্য সত্ত্বদিগকে অববোধ করাইয়াছেন, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি বন্দনা করিতেছি।"

৩। নিস্সরণট্ঠো, বিবেকট্ঠো, অসঙ্খতট্ঠো তথা'পি চ,
অমতট্ঠোতি নিরোধং চতুরত্থেহি বুজ্ঝিযো,
বুজ্ঝিত্বান বোধনেয্যানং নমে বুদ্ধং সুবোধকং।

"নিষ্ক্রমণার্থক (ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ,) বিবেকার্থক (সমস্ত উপদ্রব হইতে পৃথক্ হওন), সেইরূপ অসংস্কৃতার্থক (পুনঃ পুনঃ দুঃখজনক পঞ্চ স্কন্ধের উৎপত্তি এবং নিরোধ) ও অমৃতার্থক (অমরণ।) যিনি এই চতুর্বিধ নিরোধ সত্য স্বয়ং পরিজ্ঞাত হইয়া অন্য সত্ত্বদিগকে

পরিজ্ঞাত করাইয়াছেন সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি বন্দনা করিতেছি।”

৪। নিয্যানট্ঠো চ হেত্বট্ঠো দস্সনট্ঠো তথা'পি চ,
আধিপ্পতেয্যট্ঠো চ মগ্গং চতুরত্থেহি বুজ্ঝিযো,
বুজ্ঝিত্বান বোধনেয্যানং নমে বুদ্ধং সুবোধকং।

“নৈর্য্যানিকার্থক (ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নির্গমন,) হেত্বর্থক (সুপরিশুদ্ধ গুণসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির হেতু,) দর্শনার্থক (অনন্ত সংসারে অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য-ধর্ম্মের সম্যক্দর্শক,) আধিপত্যার্থক (কামতৃষ্ণাদি বর্দ্ধিত হইতে না দিয়া সেই তৃষ্ণা হইতে মুক্তি লাভ করত নিজে অধীশ্বর হওন।) যিনি, এই চতুর্ব্বিধ মার্গসত্যকে স্বয়ং পরিজ্ঞাত হইয়া অপর ভাগ্যবান্ লোকদিগকে পরিজ্ঞাত করাইয়াছেন, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি বন্দনা করিতেছি।”

১। বজিরসজ্ঘাত * সরীরো বজিরঞাণনমাকরো,
যো বুদ্ধো বোধিমূলম্হি নিসিন্নো বজিরাসনে,
সসেনমারং জিত্বান সতপুঞ্ঞস্স তেজসা।

“একঘন বজ্র (হীরক) পর্ব্বতসদৃশ অভেদ্য শরীরযুক্ত এবং অনেক সহস্র বজ্র-জ্ঞানের উৎপত্তির আকরভূত সেই বুদ্ধ বোধিদ্রুম (অশ্বত্থবৃক্ষ) মূলে স্থিত ১৪ হাত উচ্চ বজ্রাসনে বসিয়া এক লক্ষ চারি অসংখ্য কল্পে সঞ্চিত শত পুণ্য

* সজ্ঘাত—নিবিড় সংযোগ, জমাট। সম্-হন্-বাবু—যঞ

সম্ভারের প্রভাবে সসৈন্য মারকে পরাজিত করিয়া (অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত) কেবল ক্ষান্তিমৈত্রী বলে জয়লাভ করিয়াছিলেন,”

২। পঠমে পুব্বেনিবাসং, মজ্ঝিমে দিব্বচক্খুকং,
পচ্ছিমে সত্তসঙ্খারে সম্মস্সং লক্খকোটিযং।

“(তিনি) রাত্রির প্রথম যামে * পূর্ব্বনিবাস স্মৃতিজ্ঞান, মধ্যম যামে দিব্যচক্ষুজ্ঞান, † শেষ যামে লক্ষ কোটি বার প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্ম-সত্ত্বসংস্কার সম্মর্ষণ (চিন্তা) করিয়াছিলেন।”

৩। ছত্তিংসায কোটিসতসহস্সমুখেন পচ্চযং,
ওতার মহাবজিরেন সুসম্বুদ্ধোসবক্খয়ং।

“(তিনি) এইরূপ তিনটী যাম ব্যাপিয়া ছত্রিশ কোটি মুখস্বরূপ মহা বজ্রজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মে অবতরণ করিয়া আসবক্ষয়কর অর্হত্ত্ব মার্গজ্ঞান সুন্দর রূপে অববোধ করিয়াছিলেন।”

৪। বুদ্ধভূমি নিট্ঠঙ্গো সো মহাবজিরঞাণসা,
চতুচত্তালীস ঞাণসত্তসত্তরি বত্থুনি,
বোধনেয্যে সুবোধেত্বা বোধেসিতং নমামহং।

“বুদ্ধত্ব লাভের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া এক প্রকার ৪৪ জ্ঞান বস্তু এবং অন্য প্রকার ৭৭ জ্ঞান বস্তু স্বয়ং অবগত

---

* পূর্ব্বনিবাসস্মৃতি---জাতিস্মর।

† দিব্য চক্ষু---অতি সূক্ষ্ম দিব্যচক্ষুর বিষয়ভূত ধর্ম্মসমূহের জ্ঞানকে দিব্যচক্ষু জ্ঞান বলে।

হইয়া অপর বৈনেয় সত্ত্বদিগকে অবগত করাইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধকে আমি গৌরবের সহিত বন্দনা করিতেছি।”

১। বুদ্ধভূমিগতো বুদ্ধো পারগূ সব্বদস্সিকো,
চতুবীসকোটিলক্খং মহাবজিরঞাণকং,
সমাপত্তিং সমাপজ্জি সুখত্থায দেবসিকং।

২। পরিনিব্বান কালেপি সন্তিমারম্ভ নিব্বুতিং
সমাপজ্জং পরিনিব্বাযি অচ্চন্তগ্গং নমামহং।

“(যিনি) বুদ্ধত্ব লাভের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া সংসার সাগরপার হইয়া মহানির্ব্বাণামৃত সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন এবং সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় হস্তামলকবৎ সম্যক্‌রূপে দর্শন করিয়াছিলেন,—যিনি নিরামিষ সমাপত্তি সুখের জন্য প্রত্যহ ২৪ কোটী লক্ষবার মহাবজ্র জ্ঞান সমাপত্তিতে রত থাকিতেন, সেইরূপ পরিনির্ব্বাণ কালেও রাগাদি ১১ প্রকার ক্লেশাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া শান্তিময় নির্ব্বাণ সন্নিঃসৃত পূর্ব্বোক্ত সমাপত্তি সুখ অনুভব করিতে করিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি ত্রৈভূমিক দুঃখাবর্ত্তকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি দ্বারত্রয়ে বন্দনা করিতেছি।”

২। একূনতিংসতি বস্সো নিক্খমি দ্বিপদুত্তমো,
আসাল্হী পুণ্ণচন্দেন সংযুত্তে চন্দ বাসরে।

“আষাঢ়ী পূর্ণিমাযুক্ত সোমবারে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ২৯ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।”

৩। বন্দনা

১। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
কেসমস্সুহি অক্খিনং নীলট্ঠানেহি রংসিযো,
নীলবণ্ণা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

২। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো
ছবিতো চেব অক্খিনং পীতট্ঠানেহি রংসিযো
পীতবণ্ণা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

৩। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
মাংসলোহিত অক্খিনং রত্তট্ঠানেহি রংসিযো,
রত্তবণ্ণা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

৪। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
অট্ঠিদন্তেহি অক্খিনং সেতট্ঠানেহি রংসিযো,
সেতবণ্ণা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

৫। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
তেসং তেসং সরীরানং নানা ঠানেহি রংসিযো,
মঞ্জিট্ঠকা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

৬। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
তেসং তেসং সরীরানং নানা ঠানেহি রংসিযো,
পভস্সরা নিচ্ছরন্তি অনন্তাকাসভূদকে।

৭। এবং ছবণ্ণরংসিহি নিচ্ছরন্তং দিসোদিসং,
অনন্তং অধো উদ্ধঞ্চ অমতং 'ব মনোহরং
কাযেন বাচা চিত্তেন অঙ্গিরসং নমামহং।

"ঘন বজ্র, (হীরক) পর্ব্বত সদৃশ অভেদ্য শরীরধারী (নিজ শরীর হইতে নির্গত রশ্মি মালা বিভূষিত) ও লাভালাভাদি অষ্টলোক ধর্ম্ম বিষয়ে অকম্পিত গুণবিশিষ্ট অঙ্গিরস বুদ্ধের কেশ, শ্মশ্রু এবং দুই চক্ষুর নীল বর্ণ স্থান হইতে নির্গত রশ্মিমালা অনন্ত আকাশে, পৃথিবী ও সাগরে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

২। ঘন বজ্র পর্ব্বত সদৃশ অভেদ্য দেহ ধারী···বুদ্ধের চর্ম্ম ও চক্ষুর পীত বর্ণ স্থান হইতে পীত বর্ণ রশ্মি মালা অনন্তাকাশ, পৃথিবী ও সাগরে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

৩। ঘন বজ্রপর্ব্বততুল্য অভেদ্য শরীর ধারী···বুদ্ধের মাংস, রক্ত ও চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণ স্থান হইতে নির্গত রক্ত বর্ণ রশ্মিমালা অনন্ত আকাশ, পৃথিবী ও সাগরে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

৪। ঘন বজ্রপর্ব্বততুল্য অভেদ্য শরীর ধারী···বুদ্ধের অস্থি, দন্ত ও চক্ষুদ্বয়ের শুভ্র বর্ণ স্থান হইতে নির্গত শ্বেত বর্ণ রশ্মি-মালা অনন্ত আকাশে···বিস্তৃত হইয়া থাকে।

৫। ঘন পর্ব্বততুল্য···বুদ্ধের শরীরের নানাস্থান হইতে নির্গত মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ রশ্মি-মালা অনন্তাকাশে···বিস্তৃত হইয়া থাকে।

৬। ঘন বজ্রপর্ব্বতসদৃশ···বুদ্ধের শরীর নানাস্থান হইতে নিষ্ক্রান্তপ্রভাস্বর রশ্মি-মালা অনন্তাকাশে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

৭। এইরূপ নীল ও পীতাদি ষড়বিধ রশ্মি-জাল চারিদিকে

চারি অনুদিকে, পৃথিবীর উর্দ্ধে অধোভাগে এবং উপরি দেব-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। সত্ত্বসমূহের প্রীতি-প্রমোদ জনক সেই রশ্মি-মালাযুক্ত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।”

১। বজির-সংঘাত-কায়স্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
পুরিমাকায়তো সোণ্ণ সোণ্ণধারাব রংসিযো,
সোণ্ণা বণ্ণা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

২। বজির-সংঘাত-কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
দক্খিণা কাযতো সোণ্ণ সোণ্ণধারাব রংসিযো,
সোণ্ণ বণ্ণা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৩। বজির সংঘাত কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো;
পচ্ছিমা কায়তো সোণ্ণা সোণ্ণধারাব রংসিযো;
সোণ্ণ বণ্ণা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৪। বজির সংঘাত কায়স্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
বামস্মা কায়তো সোণ্ণ সোণ্ণধারাব রংসিযো;
সোণ্ণ বণ্ণা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৫। বজির সংঘাত কাযস্স অঙ্গিবসস্স তাদিনো,
উদ্ধং কেসন্ততো নীলা মোরগীবা ব রংসিযো,
নীল বণ্ণা নিচ্ছরন্তি দিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৬। বজির সংঘাত কাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিসো,
হেট্ঠা পাদতলা রত্তা পবালিহকা ব রংসিযো,
রত্তবণ্ণা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৭। বজিরসংঘাতকাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
পীতরত্তান সম্ভিন্নে মঞ্জিট্ঠকাব রংসিযো
মঞ্জিট্ঠকা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৮। বজিরসংঘাতকাযস্স অঙ্গিরসস্স তাদিনো,
সব্বপ্পভান সম্ভিন্নে বিসিট্ঠকাব রংসিযো
পভস্সরা নিচ্ছরন্তি নিচ্চং অসীতি হত্থকং।

৯। এবং নিচ্চলরংসিহি নিচ্ছরন্তং নিরন্তরং,
সোভন্তং কেতুমালায নভে চন্দং ব মণ্ডলং,
কায়েন বাচা চিত্তেন অঙ্গিরসং নমামহং।

১। ঘন বজ্রপর্ব্বততুল্য অভেদ্য শরীরধারী লাভালাভাদি অষ্ট লোক ধর্ম্মে অকম্পিত; (তাদৃশ) গুণযুক্ত অঙ্গিরস বুদ্ধের সম্মুখ কায় হইতে স্বর্ণ-রস-ধারা তুল্য বর্ণসম্পন্ন স্বর্ণরশ্মিমালা নির্গত হইয়া সর্ব্বদা ৮০ হাত পরিব্যাপ্ত থাকে।

২। ঘন বজ্রপর্ব্বতসদৃশ অভেদ্য শরীর...বুদ্ধের দক্ষিণ কায় হইতে সুবর্ণ রসধারাতুল্য স্বর্ণ বর্ণ রশ্মিমালা নির্গত হইয়া নিত্য ৮০ হাত পরিব্যাপ্ত থাকে।

৩। ঘন বজ্রপর্ব্বতসম...সুবর্ণ বর্ণ বুদ্ধের দেহের পশ্চাৎ হইতে স্বর্ণরসধারাতুল্য সুবর্ণ বর্ণ রশ্মিমালা নির্গত হইয়া নিত্য ৮০ হাত পরিব্যাপ্ত থাকে।

৪। ঘন বজ্রপর্ব্বতসম...বুদ্ধের বাম শরীর হইতে স্বর্ণ

রসধারাতুল্য সুবর্ণ বর্ণ রশ্মি-মালা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ৮০ হাত পরিব্যাপ্ত থাকে।

৫। ঘন বজ্রপর্ব্বতসম...বুদ্ধের মস্তকের কেশাগ্র হইতে ময়ুর-গ্রীবা সদৃশ নীল বর্ণ রশ্মি-মালা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ৮০ হাত নিরন্তর পরিব্যাপ্ত থাকে।

৬। ঘন বজ্রপর্ব্বতসদৃশ...বুদ্ধের শ্রীপাদের নিম্নভাগ হইতে প্রবালময় রক্ত বর্ণ রশ্মিজাল ৮০ হাত নিত্য পরিব্যাপ্ত থাকে।

৭। ঘন বজ্রপর্ব্বতসদৃশ...স্বর্ণ বর্ণ বুদ্ধের পীত ও রক্ত মিশ্রিত মঞ্জিষ্ঠা বর্ণ রশ্মিমালা নির্গত হইয়া ৮০ হাত পরিব্যাপ্ত থাকে।

৮। ঘন বজ্রপর্ব্বততুল্য...সুবর্ণ বর্ণ অঙ্গিরস বুদ্ধের সমস্ত প্রভা সংমিশ্রিত * বিশিষ্ট বর্ণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রভাস্বর রশ্মি-মালা নিরন্তর ৮০ হাত বিকীর্ণ থাকে।

৯। এইরূপ বুদ্ধের সমস্ত দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত রশ্মিনিকর নিত্য নিশ্চল ভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। আকাশে চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ শোভাসম্পন্ন অঙ্গিরস বুদ্ধকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।

১। বেসাখ পুন্নমায নো জিনো অঙ্গার বাসরে,
নির্ব্বুতো মল্লরাজূনং সালুয্যানে মনোরমে।

---

* নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেত এই চারি বর্ণ মিশ্রিত হইলে বিশিষ্ট এক বর্ণ হয়, সেই বর্ণকে প্রভাস্বর বর্ণ বলে।

"বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মঙ্গলবারে (কুশীনগরে) মল্ল-রাজগণের মনোরম শালবনে (যমক শালাভ্যন্তরে উত্তরশির হইয়া তথাগত বুদ্ধ) পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।"

(৪) বন্দনা

১। সত্তসত্তাহ মজ্ঝম্হি নাথো যো সত্তসম্মাসি,
পত্বা সমন্তপট্ঠানং ওকাসং লভতে তদা।

২। যোজনানং সতা যামো পঞ্চ তিমিরপিঙ্গলো,
কীলোকাসং সমুদ্দেব গম্ভীরে লভতে যথা।

৩। সম্মসন্তস্স তং ধম্মং তস্স সথু সরীরতো,
তং তং ধাবন্তি ছব্বণ্ণা লোহিতাদি পসীদনং।

৪। নীলায নীলট্ঠানেহি পীতোদাতা চ লোহিতা,
তম্হা তম্হা তু মঞ্জিট্ঠা নিক্খমিংসু পভস্সরা।

৫। এবং ছব্বণ্ণরংসিযো এতা যাবজ্জ বাসরা,
সব্বদিসা বিধাবন্তি পভানস্সন্তি তত্থীকা।

৬। ইতি ছব্বণ্ণরংসিত্তা অঙ্গিরসো নামতো,
লোকে পত্থটগুণং তং বন্দে বুদ্ধং নমস্সিযং।

১। ত্রিলোকস্বামী বুদ্ধ সাত সপ্তাহ মধ্যে যেই সপ্তাহে রত্নগৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই সপ্তাহে ত্রিশটী পারমিতা ধর্ম্মের অনুভবে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা অবগত অভিধর্ম্মের সপ্ত প্রকরণ সম্মর্শন (পুনঃ পুনঃ চিন্তা) করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি অনন্ত নয়সমন্বিত "পট্ঠান" নামক মহা

প্রকরণে অবতরণ করিলেন, তখন অনন্ত অপ্রমেয় বুদ্ধজ্ঞানের গভীর স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাহা কিরূপ? যেমন,- পাঁচ শত যোজন দীর্ঘ দেহধারী তিমিরপিঙ্গল নামক মহা মৎস্য গভীর মহা সমুদ্রে ক্রীড়ার স্থান লাভকরে, তেমন বুদ্ধও "পট্ঠান" প্রকরণে অবতরণ করত প্রীতিপ্রমোদ জনক গভীর জ্ঞানরূপ সমুদ্রে ক্রীড়ার স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

৩। সেই "পট্ঠান" প্রকরণ ধর্ম্ম সম্মর্শম করিবার সময় ভগবানের শরীর হইতে (রক্ত-মাংসাদি আধ্যাত্মিক ধাতু প্রসন্নতার দ্বারা) ষড়বর্ণ ঘন বুদ্ধ-রশ্মি নানাদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

৪। (তাঁহার) নীল স্থান হইতে নীল বর্ণ রশ্মি-মালা নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল; পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রভাস্বর প্রভৃতি ষড় রশ্মি-মালা (বুদ্ধের শরীরের) সেই সেই স্থান হইতে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

৫। পূর্ব্বে বর্ণিত ষড়বর্ণ রশ্মি অদ্য পর্য্যন্তও সর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইতেছে; কিন্তু যে যে স্থানে বুদ্ধরশ্মি গিয়াছে সে সে স্থানের চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রভা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

৬। এইরূপ ষড়বর্ণ রশ্মি আছে বলিয়া বুদ্ধ অঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত। এই প্রকারে সমস্ত লোকে তিনি অঙ্গিরস নামে সুপ্রকটিত হইয়া বন্দনার যোগ্য হইয়াছেন। সেই বুদ্ধকে আমি ত্রিবিধ দ্বারে বন্দনা করিতেছি।

১। এবং সব্বঙ্গসম্পন্নো কম্পযন্তো বসুন্ধরং,
অহেঠযন্তো পাণানি যাতি লোকে বিনাযকো।

২। দক্খিণং পঠমং পাদং উদ্ধরন্তো নরাসভো,
গচ্ছন্তো সিরিসম্পন্নো সোভতি দ্বিপদুত্তমো।

৩। গচ্ছন্তো বুদ্ধসেট্ঠস্স হেট্ঠা পাদতলং মুদু,
সমং সম্ফুসতে ভূমিং রজসানুপলিম্পতি।

৪। নিন্নং ঠানং উন্নমতি গচ্ছন্তে লোকনাযকে,
উন্নতঞ্চ সমং হোতি পঠবী চ অচেতনা।

৫। পাসাণসক্খরাচেব কঠলা খাণুকণ্টকা,
সব্বে মগ্গং বিবজ্জেন্তি গচ্ছন্তে লোকনাযকে।

৬। নাতিদূরে উদ্ধরতি নাচ্চাসন্নে চ নিক্খিপে,
অঘট্টয়ন্তো নিয্যাতি উভো জানু চ গোপ্ফকে।

৭। নাতি সীঘং পক্কমতি সম্পন্নচরণো মুনি,
ন চাপি সনিকং যাতি গচ্ছমানো সমাহিতো।

৮। উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চ দিসঞ্চ বিদিসং তথা,
ন পেক্খমানো সো যাতি যুগমত্তং হি পেক্খতি।

৯। নাগবিক্কন্ত চারো সো গমনে সোভতে জিনো,
চারু গচ্ছতি লোকগ্গো হাসযন্তো সদেবকে।

১০। উলু রাজাব সোভন্তো চাতু চারি' ব কেসরী,
তোসযন্তো বহু সত্তে পুরং সেট্ঠং উপাগমি।

১১। এবং সব্বত্থ ঠানম্হি সন্তং গমনসোভনং,
কাযেন বাচা চিত্তেন বন্দেহং লোক সীখরং।

১। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বিনায়কসম্যক্ সম্বুদ্ধ গমন কালে পৃথিবী কম্পিত হয় বটে কিন্তু ইহাতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণীদেরও কোন পীড়া হয় না।

২। শ্রীসম্পন্ন দ্বিপদোত্তম নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ প্রথমে দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিয়া গমন করেন, সে গমন অতি সুন্দর। (বুদ্ধগণ প্রথম বাম পদ উঠাইয়া কখনও গমন করেন না।)

৩। সম্যক্ রূপে গমনকারী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের মৃদু পদতল ভূমিতে সর্ব্বতোভাবে সংস্পর্শ করে, কিন্তু পদতল ধূলিলিপ্ত হয় না।

৪। লোকনায়ক বুদ্ধের গমন কালে অচেতন মহা-পৃথিবীর নিম্ন স্থান উন্নত (উচ্চ) হয়, উন্নত স্থান নমিত (সমতল) হইয়া যায়।

৫। লোকনাথ বুদ্ধের গমন সময়ে পাষাণ, শর্করা (পাথরের টুকুরা), কঠল (চাঁড়া), খানু (গোঁজা) ও কণ্টক এ সমস্তই পথ হইতে স্বয়ং অপসৃত হইয়া যায়।

৬। ভগবান্ বুদ্ধ গমনকালে শ্রীপদ যুগল অতি নিকটে ও অতি দূরে উৎক্ষেপ বা নিক্ষেপ করেন না। চলিবার সময় তাঁহার জানুও পায়ের গোড়ালি দ্বয় ঘর্ষিত হয় না।

৭। (পনর প্রকার) আচরণ ধর্ম্মসম্পন্ন (মহামেরু পর্ব্বত সদৃশ অকম্পিত) সমাধিযুক্ত মুনীন্দ্র কখনও অতি দ্রুত অথবা অতি ধীরে গমন করিতেন না।

৮। (সেই বুদ্ধ) উর্দ্ধে, অধোভাগে, (নিম্ন) পার্শ্বে,

৫৫ পৃঃ বোধিমূলে মার বিজয়।

দিক্ বিদিক্ অবলোকন করিয়া গমন করিতেন না; কেবল যুগ * মাত্র পথ অবলোকন করিয়াই গমন করিতেন।

৯। সেই (জিতেন্দ্রিয়) বুদ্ধ ষড়্‌দন্ত বর-বারণলীলায় শোভাসম্পন্ন গমনে বিচরণ করিতেন। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সে মনোরম গমনে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরিতুষ্ট হইতেন।

১০। আকাশে দীপ্তিমান্ তারকাগণের অধিপতি চন্দ্র-তুল্য শোভাবিশিষ্ট এবং নির্ভীক বিচরণশীল পশু-রাজ কেশরী-সদৃশ বুদ্ধ সত্ত্বদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়া পুরশ্রেষ্ঠ কপিল-নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১১। এরূপ সর্ব্বত্র শান্তশোভনবিচরণশীল এবং ত্রিলোক-বাসীর মস্তকের কিরীটসদৃশ পরিদৃশ্যমান সেই বুদ্ধকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।

১। বোধি মূলে নিসীদিত্বা মারারি বিজযং অকা
সম্বুদ্ধো বুধবারম্হি বেসাখপুণ্ণমাস্মিযং।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুধবারে সম্বুদ্ধ বোধি-দ্রুম-মূলে উপবেশন করিয়া পরম শত্রু মারকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(৫) বন্দনা

১। অনুচ্চাবচসীলস্স নিপকস্স চ ঝাযিনো
চিত্তং যস্স বসীভূতং একগ্গং সুসমাহিতং।

* সম্মুখে চারি হাত মাত্র দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেন।

২। তং বে তমোনুদং ধীরং তেবিজ্জং মচ্চুহাযিনং
হিতং দেবমনুস্সানং সব্বদুক্খপ্পহাযিনং।

৩। উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,
সুবণ্ণবণ্ণং সম্বুদ্ধং কো দিস্বা নপ্পসীদতি।

৪। বসুধা অপ্পমেয্যাব চিত্রাবনাবতংসিকা
তথেব সীলং বুদ্ধস্স কো দিস্বা নপ্পসীদতি।

৫। সিনেরু অপ্পমেয্যোব সাগরো দুত্তরোরিব,
তথেব ঝানং বুদ্ধস্স কো দিস্বা নপ্পসীদতি।

৬। বাতো ব জবসঞ্ঝুত্তো যথা কামো অসঙ্গগো
তথেব ঞাণং বুদ্ধস্স কো দিস্বা নপ্পসীদতি।

৭। ইতি বণ্ণেন সীলেন ঝানা ঞাণা সমঙ্গিনং,
নমামি সিরসা বুদ্ধং বুদ্ধস্স পতিরূপকং।

১। যিনি বিবিধ শীলস্কন্ধসমূহে সর্ব্বপ্রকার পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তীক্ষ্ণজ্ঞানযুক্ত দুই প্রকার সমাধি লাভে যাঁহার চিত্ত সুসংযত ও একাগ্র হইয়াছিল।

২। (যিনি) মোহান্ধকার সম্যক্ রূপে বিধ্বংস করিয়া যথাভূত জ্ঞানদর্শন দ্বারা ত্রিবিদ্যা লাভে মৃত্যুভয় নিবারিত করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যের হিতার্থ সর্ব্বদুঃখবিনাশকারী অমৃত ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছিলেন।

৩। (যিনি) নরশ্রেষ্ঠ প্রবর বীর মহর্ষি (শীল স্কন্ধাদি গুণগবেষক) পঞ্চমার বিজয়ী, সেই সুবর্ণ-বর্ণ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে দর্শন করিলে, কে প্রসন্নতা লাভ না করিবে ?

৪। যেমন মস্তকভূষণতুল্য পুষ্পফলসমন্বিত হিমালয়াদি রমণীয় ভূভাগ এবং বিচিত্র উদ্যানরাজি, মহার্ঘ রত্নাকর-ভূত অপ্রমেয় এই মহাপৃথিবী, তেমনই সুপরিপালিত অপরিমিত শীলস্কন্ধযুক্ত সেই বুদ্ধকে দর্শন করিলে কে প্রসন্নতা লাভ না করিবে ?

৫। যেমন এক লক্ষ আটষষ্টি সহস্র যোজন উচ্চ দূরারোহ মহা সুমেরু পর্ব্বতরাজ এবং চুরাশি হাজার যোজন বিস্তৃত গম্ভীর ও দূরতিক্রম্য* অসীম মহাসাগর, তেমনই সেই বিশাল বুদ্ধের ধ্যান সমাধি কেহ কম্পিত করিতে এবং দেবমনুষ্যজ্ঞান ইহা অতিক্রম করিতে পারে না, সেই বুদ্ধকে দর্শন করিলে কে প্রসন্নতা লাভ না করিবে ?

৬। যেমন প্রভঞ্জনরূপে বায়ু প্রবাহিত হইলে তাহাকে কেহ ইচ্ছানুরূপ প্রতিহত করিতে পারে না, তেমন, গণ্ডার-সদৃশ অসঙ্গচারী বুদ্ধের প্রবল জ্ঞানের প্রভাব কেহ প্রতিহত করিতে পারে না। সেই অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার বুদ্ধকে দর্শন করিলে কে প্রসন্নতা লাভ না করিবে ?

৭। শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ও প্রজ্ঞাস্কন্ধ সমন্বিত বুদ্ধকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি এবং তাদৃশ গুণসম্পন্ন প্রতিষ্ঠা-পিত বুদ্ধ-প্রতিমাকে বন্দনা করিতেছি।

---

* যাহা কেহ সাঁতার দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

(৬) ধাতুচৈত্য বন্দনা

১। বজিরঘনকাযম্হা জাতাযং ধাতুচুণ্ণকা,
সধাতুকং তং চেতিযং নমামি সিরসাদরং।

২। মহন্তি সোণ্ণবণ্ণাভা মজ্ঝিমমকুলবণ্ণিকা,
খুদ্দকা মুত্তবণ্ণাভা তাহং নমামি আদরং।

৩। মহন্তি মুগ্গমত্তাব মজ্ঝিমা ভিন্নতণ্ডুলা,
খুদ্দা সাসপবীজাব তাহং নমামি আদরং।

৪। মহন্তি দসনালিকা মজ্ঝিমা ধাতুযো তথা,
খুদ্দা দ্বাদস নালিকা তাহং নমামি আদরং।

৫। উণ্হীসং চতস্সো দাঠা দ্বে অক্খা হোন্তি ধাতুযো,
অসম্ভিন্না ইমা সত্ত তাহং নমামি আদরং।

৬। তাবতিংসে চ গন্ধারে একেকা সুপ্পতিট্ঠিতা,
নাগপুরে চ লঙ্কাযং তাহং নমামি আদরং।

৭। কেসা লোমা নখা দন্তা চক্কবালপরম্পরা,
দেবা হরিংসু একেকং তাহং নমামি আদরং।

৮। মণ্ডে সন্নিপতা সব্বা গহেত্বা বুদ্ধরূপকং
অনুভাবং দস্সেস্সন্তি তাহং নমামি রূপকং।

৯। বণ্ণসীলগুণোঘেন ঝানা ঞাণা সমঙ্গিনং
নমামি সিরসা বুদ্ধং বুদ্ধস্স পারিভোগিকং।

১০। আভুজিত্বান পল্লঙ্কং ধম্মং দেসযি নাযকো
নিয্যানিকং নমামি তং বুদ্ধস্স পতিরূপকং।

১১। কিলাসু মোচনত্থায কপ্পযি সীহসেয্যকং,
নমামি তং হিতাচারং বুদ্ধস্স পতিরূপকং।

১২। বেনেয্য সঙ্গহত্থায চরন্তং লোকনাযকং
নমামি সিরসা বুদ্ধং বুদ্ধস্স পতিরূপকং।

১৩ রাজাসনে নিসীদিত্বা কথেন্তং রূপসংযুতং
সসণ্ঠানং ব পস্সন্তি তং নমে তস্স রূপকং,

১৪। একবীসসহস্সানি খন্ধা বিনযপেটকে,
একবীসসহস্সানি তথা সুত্তন্তপেটকে,
দ্বেতালিসসহস্সানি খন্ধাভিধম্মপেটকে,
এবং তং চতুরাসীতি-সহস্সং খন্ধতো নমে।

১৫। যং নম্মদায নদিযা পুলিনে চ তীরে,
যং সচ্চবদ্ধগিরিকে সুমনাচলগ্গে,
যং তত্থ যোনকপুরে মুনিনো চ পাদং,
তং পদলঞ্ছনবরং সিরসা নমামি।

১। (বুদ্ধের) এক জমাট বজ্রপর্ব্বততুল্য দেহ হইতে যে চূর্ণীকৃত ধাতু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ধাতুচৈত্যকে আমি আদরের সহিত শিরে বন্দনা করিতেছি।

২। (বুদ্ধের) বড় ধাতু স্বর্ণবর্ণাভাযুক্ত, মধ্যম ধাতু জাতিসুমন পুষ্প-মুকুলের প্রভাসম্পন্ন এবং ক্ষুদ্রধাতু মুক্তাভ তুল্য। সেই ধাতু সকলকে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৩। (তাঁহার) বড় ধাতু গুলি মুগ-প্রমাণ, মধ্যম ধাতু-

সমূহ ভগ্ন তণ্ডুলপ্রমাণ ও ক্ষুদ্র ধাতুসমূহ সর্ষপবীজসদৃশ। সেই ধাতুসমুদয়কে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৪। (তাঁহার) বড় ধাতু দশনালি পরিমাণ, মধ্যম ধাতুও সেইরূপ, ক্ষুদ্র ধাতু বারনালি * পরিমাণ। সেই ধাতু-সমূহকে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৫। (তাঁহার) উষ্ণীষ ধাতু, চারি দন্তধাতু, দুই অক্ষ-ধাতু, এই সাত প্রকার অভগ্ন ধাতুকে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৬। (ভগবানের) দন্তধাতু একটি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে, একটি গান্ধার দেশে, একটি নাগলোকে এবং অন্য একটি বর্ত্ত-মানে লঙ্কাদ্বীপে,—এই দন্ত ধাতুসমুদয়কে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৭। (তাঁহার) কেশ, লোম, নখ ও দন্ত ধাতুসমূহ চক্র-বালের অন্তর্গত দেবতাগণ এক একটি আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সেই ধাতুসমূহকে আমি আদরের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৮। এই ভূমণ্ডলের সমস্ত দিকে বিস্তারিত ধাতুসকল যখন বোধিদ্রুমমূলে একত্র হইয়া স্বয়ং বুদ্ধরূপে অলৌকিক

---

* নালি দুই প্রকার যথা,—মগধ ও কোশল নালি।

বর্ত্তমান অর্দ্ধ সেরে এক মগধ নালি এবং এক সেরে এক কোশল নালি হয়।

ঋদ্ধি প্রদর্শন করিবেন, সেই বুদ্ধ-রূপকে আমি আদর ও গৌরবের সহিত বন্দনা করিতেছি।

৯। (যিনি) মনুষ্য, দেব ও ব্রহ্মার মধ্যে অদ্বিতীয় রূপশ্রী, শীল-ধ্যানসমাধিগুণরাশিযুক্ত ও অনন্ত জ্ঞানী সেই বুদ্ধকে আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি, আর তাঁহার পরিভুক্ত চৈত্যকেও বন্দনা করিতেছি।

১০। লোকনায়ক বুদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া যেই নৈর্য্যানিক ধর্ম্ম দেশনা করিতেন, সেই সজীব বুদ্ধের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপিত বুদ্ধপ্রতিমাকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১১। (যিনি) শরীর-ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য কেশরী সিংহরাজের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতেন,-তদনু-রূপ প্রতিষ্ঠাপিত বুদ্ধ-প্রতিমাকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১২। (যিনি) হেতুসম্পন্ন বৈনেয় সত্ত্বদিগের উপকারার্থ দেশে দেশে বিচরণ করিতেন,-সেই লোকনাথকে এবং তদনুরূপ প্রতিষ্ঠাপিত বুদ্ধপ্রতিমাকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১৩। যখন বুদ্ধ অন্য চক্রবালবাসী সত্ত্বদিগকে শান্তি-ময় নির্ব্বাণ ধর্ম্ম দেশনার নিমিত্ত গমন করিতেন, তখন সেই চক্রবালান্তর্গত সত্ত্বদিগের স্বকীয় রাজৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজাসনে উপবিষ্ট ধর্ম্মদেশনাকারী বুদ্ধকে এবং তদনুরূপ প্রতিষ্ঠাপিত তাঁহার প্রতিমাকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১৪। বিনয়পিটকে দেশিত ধর্ম্মস্কন্ধ একুশ হাজার, সূত্র-পিটকে দেশিত ধর্ম্মস্কন্ধ একুশ হাজার এবং অভিধর্ম্মপিটকে

দেশিত ধর্ম্মস্কন্ধ বিয়াল্লিশ হাজার। সেই চুরাশি হাজার ধর্ম্মস্কন্ধকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১৫। নর্ম্মদা নদীর তীরে, সত্যবদ্ধগিরিতে, সুমন পর্ব্বতের শিখরে এবং যবনপুরে মহামুনির যে পদচিহ্ন আছে, সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

১৬। মহিযঙ্গনং নাগদীপং কল্যাণিং পদলঞ্ছনং,
দিবাগুহং দীঘবাপিং চেতিযঞ্চ মুতিঙ্গনং।
তিস্সমহাবিহারঞ্চ বোধিং মরিচবট্টিযং,
সোণ্ণমালী মহাচেতিং থূপারামভযাগিরিং
জেতবনং সেলচেতিং তথাকাতারগামকং,
এতে সোলস ঠানানি অহং বন্দামি সব্বদা,
অহং বন্দামি ধাতুযো অহং বন্দামি দূরতো।

১৬। মহিয়ঙ্গনচৈত্য, নাগদ্বীপ চৈত্য, কল্যাণী চৈত্য, সুমন পর্ব্বতে স্থিত শ্রীপদ, দিবাগুহা, দীর্ঘবাপী চৈত্য, মুতি অঙ্গন তিষ্য মহাবিহার, মহাবোধির দক্ষিণ শাখা, মরিচবট্টি, মহা সুবর্ণমালী স্তূপারাম, অভয়গিরি, জেতবন, শৈল ও কাতার গ্রামে স্থিত চৈত্য, এই ষোলটী স্থানের ধাতুচৈত্য সমূহকে আমি সর্ব্বদা দূর হইতে বন্দনা করিতেছি।

১৭। বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সজ্ঘং সুগত-তনুভবা ধাতুযো ধাতুগব্ভং,
লঙ্কাযং জম্বুদীপে তিদসপুরবরে নাগলোকেচ থূপে।
সব্বে বুদ্ধস্স বিম্বে সকল দসদিসে কেসলোমাদি ধাতুং,
বন্দে সব্বেপি বুদ্ধং দসবলতনুজং বোধিচেতিং নমামি।

১৭। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, সুগতের দেহজ ধাতু, চৈত্যস্থিত ধাতু, লঙ্কাদ্বীপে এবং জম্বুদ্বীপে স্থাপিত সমস্ত ধাতুচৈত্য, শ্রেষ্ঠ ত্রিদশপুরের চৈত্য, নাগলোক-চৈত্য, দশদিকে স্থাপিত সমস্ত কেশ, লোমাদি ধাতু, সকল বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি, দশবল বুদ্ধের দেহজাত ধাতু এবং বোধিচৈত্য প্রভৃতিকে আমি বন্দনা করিতেছি।

১। সম্পুণ্ণে দসমাসম্হি বেসাখপুণ্ণমাসিযং,
সম্বুদ্ধো গুরুবারম্হি নিক্খমি মাতু কুচ্ছিতো।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবারে সম্বুদ্ধ মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

(৬) বন্দনা

(১) অচিন্তনীয অচিন্তনীয অপ্পমেয্য অপ্পমেয্য অনপ্পগুণ সংঘাতেন সমন্নাগতঞ্চ, (২) ঞাণঞাণ বিলাসগ্গ ঞাণ অচিন্তনীয, ইদ্ধি ইদ্ধি বিলাসগ্গা ইদ্ধি অচিন্তনীয, রূপ রূপ বিলাসগ্গ রূপ অচিন্তনীয, বাচ বাচ বিলাসগ্গ বাচ অচিন্তনীয়, সঙ্খাতেহি চ চতুব্বিধেহি অচিন্তনীয গুণেহি সমন্নাগতঞ্চ, (৩) পুব্বেনিবাসানুস্সতিঞাণ দিব্ব চক্খুভি-ঞ্ঞাণ আসবক্খযঞাণ সঙ্খতেহি তিবিজ্জহি চ সমন্না গতঞ্চ, (৪) চতুব্বিধ পটিসম্ভিধঞাণেহি চেব চতুবেসারজ্জ-ঞাণেহি চ সমন্নাগতঞ্চ সঙ্খার বিকার লক্খণ নিব্বান পঞ্ঞত্তি সংখাতা পঞ্চবিধ ঞেয়্য মণ্ডলং হত্থামলকং বিয নিরবসেসতো

বিদিতং, (৫) ইন্দ্রিয় পরোপরিয়ত্তঞাণ, আসযানুসযঞাণ, যমক পটিহারিয ঞাণ, মহাকরুণা সমাপত্তি ঞাণ, অনাবরণ ঞাণ সব্বঞ্ঞুত ঞাণ সঙ্খাতেহি ছব্বিধা সাধারণ ঞাণেহি চ সমন্নাগতঞ্চ, (৬) সতি, ধম্মবিচয বিরিয, পীতি, পস্সদ্ধি, উপেক্খা, সমাধি সত্তবিধ বোজ্ঝঙ্গ ভাবনাহি সমন্নাগতঞ্চ, (৭) বিপস্সনা মনোমযীদ্ধি ইদ্ধিবিধ পরচিত্ত বিজানন পুব্বে নিবাসানুস্সতি দিব্বচক্খু দিব্বসোত আসবক্খযকর ঞাণ সঙ্খাতেহি অট্ঠবিজ্জাঞাণেহি সমন্নাগতঞ্চ, (৮) পাতিমোক্খ সংবর সীলং ইন্দ্রিয সংবর সীলং, ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা, জাগরিযানুযোগ, সদ্ধা, হিরি, ওত্তপ্প, বাহুসচ্চ, বিরিযং, সতি পঞ্ঞা, চত্তারি রূপাবচরজ্ঝানানি সঙ্খাতেহি পন্নরস চরণ ধম্মেহি সমন্নাগতঞ্চ, (৯) অট্ঠারসহি আবেণিক গুণেহি সমন্নাগতঞ্চ, (১০) দ্বত্তিংস মহাপুরিস লক্খণেহি সমন্নাগতঞ্চ, (১১) অসীত্যানুব্যঞ্জনেহি সমন্নাগতঞ্চ। (১২) অট্ঠাধিক সত চক্কলক্খনেহি চেব সোল্‌হসাধিক দ্বিসত মঙ্গল লক্খণেহি চ সমন্নাগতঞ্চ। (১৩) পরম গম্ভীর বিচিত্ত নয় পতিমণ্ডিত পটিচ্চসমুপ্পাদ ধম্মে পতিদিবসং সমাপন্ন চতুবীসতি কোটি সত সহস্সমত্ত মহাবজির সমাপত্তি ঞাণং। দেবাতি দেবং, সক্কাতি সক্কং, ব্রহ্মাতি ব্রহ্মং, তিলকেক তিলকং, সক্কসীহং, সমন্ত ভদ্দং, দ্বিপদুত্তমং সব্বঞ্ঞুঞ্চেব তেন সব্বঞ্ঞুনাযেব গোচর ভাবন বস্সেন নিরন্তরং সেবিতং সপরিযত্তিকং নবলোকুত্তর ধম্মঞ্চ, তথেব লোকস্স পুঞ্ঞাক্খেত্তাযমানং সুপ্পটিপটিপন্নতাদি

গুণগণোপসোভিতং বুদ্ধপুত্ত-কল্যাণপুথুজ্জন-সহিতং অট্ঠারিয-পুগ্গল-মহাসঙ্ঘ-রতনঞ্চ অতিসয-গারবাদর-ভত্তিপেমাবন-তোহং কাযবচীমনো-সঙ্খাত-দ্বারত্তযেন সক্কচ্চং পণামামি।

১। ধম্মচক্কং পবত্তেতুং মিগদাযমগা মুনি,
আসল্হ-পুণ্ণচন্দেনযুত্ত অসিত-বাসরে।

"আষাঢ়ী পূর্ণিমাতিথিতে শনিবারে মহামুনি বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্রসূত্র দেশনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।"

(৭) বন্দনা

১। ইতি পি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।*

২। বুদ্ধং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থিমে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু-বরুত্তমং,
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

* ব্যাখ্যাসমূহ প্রথম বন্দনায় পাইবেন

২। আমি বিবিধগুণসম্পন্ন বুদ্ধের আজীবন শরণাগত হইতেছি।

৩। যে সকল বুদ্ধ অতীতে ছিলেন, অনাগতে হইবেন এবং বর্ত্তমানে আছেন—আমি তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতেছি।

৪। আমার অন্য কোন শরণ (আশ্রয়) নাই, বুদ্ধই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ শরণ,—এই সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় মঙ্গল হউক।

৫। পাপমলহীন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের উত্তম পদধূলি মস্তকে লইয়া আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। আমি অজ্ঞান-বশত. কোন দোষ করিয়া থাকিলে, হে বুদ্ধ, আপনি তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

১। স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো ওপনযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।

২। ধম্মং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে ধম্মা অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং।
ধম্মে যো খলিতো দোসো, ধম্মো খমতু তং মমং।

ধম্মঞ্চ "তিবিধং বরং অর্থে—মার্গ, ফল ও নির্ব্বাণ—এই তিন প্রকারে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

১। সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো যদিদং চত্তারি পুরিস-যুগানি, অট্ঠপুরিসপুগ্গলা, এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীযো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা 'তি।

২। সঙ্ঘং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ, যে চ সঙ্ঘা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ যে সঙ্ঘা অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সঙ্ঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জযমঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সঙ্ঘঞ্চ দ্বিবিধোত্তমং।
সঙ্ঘে যো খলিতো দোসো সঙ্ঘো খমতু তং মমং।

সঙ্ঘং চ দ্বিবিধোত্তমং অর্থে—দুই প্রকারের সঙ্ঘ উত্তম—সম্মুতি সংঘ ও পরমার্থ সঙ্ঘ।

১। বুদ্ধা ধম্মা চ পচ্চেকবুদ্ধা সঙ্ঘা চ সামিকা,
দাসো বা হমস্মি মেতেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা।

২। তিসরণং তিলক্খনুপেক্খং নিব্বানমন্তিমং,
বন্দেহং সিরসা নিচ্চং লভামি তিবিধ মহং।

৩। তিসরণঞ্চ সিরে ঠাতু, সিরে ঠাতু তিলক্খণং,
উপেক্খা চ সিরে ঠাতু, নিব্বানং ঠাতুমে সিরে।

৪। বুদ্ধে সকরুণে বন্দে, ধম্মে পচ্চেকসম্বুদ্ধে
সঙ্ঘে চ সিরসা নিচ্চং নমামি তিবিধমহং।

৫। নমামি সত্থুনো বাদপ্পমাদবচনন্তিমং
সব্বেপি চেতিযে বন্দে উপজ্ঝাচরিযে মমং।
মযৃহং পণামতেজেন চিত্তং পাপেহি মুচ্চতং 'তি।

১। বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ আমার প্রভু, আমি তাঁহাদের দাস। তাঁহাদের গুণরাশি আমার মস্তকে সর্ব্বদা স্থিত থাকুক।

২। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম), উপেক্ষা ও অন্তিমে নির্ব্বাণ সুখ লাভ করিব এবং আমি শিরের দ্বারা নিত্য বন্দনা করি। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ ও এই তিন ধর্ম্ম পাইতে আমি প্রার্থনা করি।

৩। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা ও নির্ব্বাণ আমার মস্তকে থাকুক।

৪। মহাকারুণিক বুদ্ধদিগকে, প্রত্যেকবুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘকে নত মস্তকে নিত্য ত্রিবিধ দ্বারে বন্দনা করিতেছি।

৫। বুদ্ধের নির্ব্বাণসংযুক্ত, অপ্রমাদপূর্ণ অন্তিম বাক্যকে আমি বন্দনা করিতেছি। আমি চৈত্য সকলকে, আমার উপাধ্যায় ও আচার্য্যকে নমস্কার করি। আমার প্রণামতেজে পাপ হইতে চিত্ত প্রমুক্ত হউক।

সমস্ত ধাতু চৈত্য বন্দনা

১। বন্দামি চেতিযং সব্বং সব্বট্ঠানেসু পতিট্ঠিতং,
সারীরিক-ধাতুং মহাবোধিং বুদ্ধরূপং সকলং সদা।

"আমি সর্ব্ব স্থানে স্থাপিত সমস্ত চৈত্য বন্দনা করিতেছি। বুদ্ধের শারীরিক ধাতু, মহাবোধি এবং সকল বুদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।"

(১) চীবর প্রত্যবেক্ষণ

১। পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায, উণ্হস্স পটিঘাতায, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ-সম্ফস্সানং পটিঘাতায, যাবদেব হিরিকোপীণ-পটিচ্ছাদনত্থং।

"আমি সজ্ঞানে চিন্তা (বিচার) করিয়া এই চীবর পরিভোগ করিতেছি। ইহা দ্বারা শীতোষ্ণ নিবারণ, ডাঁশ, মশা, বায়ু, রৌদ্র ও সরীসৃপ স্পর্শ (দংশন) নিবারণ করিতে বিশেষত লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনার্থ চীবর পরিধান করিতেছি। (অন্য কোন কারণে নহে।)

পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

২। পটিসঙ্খা যোনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবামি, নেবদ-বায ন মদায ন মণ্ডনায ন বিভূসণায যাবদেব ইমস্স কাযস্স ঠিতিযা যাপনায, বিহিংসু পরতিযা ব্রহ্মচরিযানুগ্গহায, ইতি

পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহঙ্খামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চা 'তি'

"আমি সজ্ঞানে চিন্তা (বিচার) করিয়া পিণ্ডপাত (আহার) গ্রহণ করিতেছি; ইহা ক্রীড়া, মত্ততা, মণ্ডন (ভূষণ) বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে। কেবল মাত্র এই শরীর স্থিত রাখিয়া সুখে জীবন যাপনের জন্য ও ক্ষুধাজনিত ক্লেশ বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের উপকারার্থ এবং পুরাতন বেদনা (উপবাস-জনিত ক্লেশ) বিনাশ করিবার জন্য নূতন বেদনা (অধিক ভোজন-জনিত ক্লেশ) অনুৎপাদনের জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এবং অনবদ্য ও স্বচ্ছন্দবিহারের জন্য (আমি আহার গ্রহণ করিতেছি)।"

শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

৩। পটিসঙ্খা যোনিসো সেনাসনং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায উণ্হস্স পটিঘাতায, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ-সম্ফস্সানং পটিঘাতায, যাবদেব উতু-পরিস্সয-বিনোদনং পটিসল্লানারামত্থং।

"এইটী চীবর প্রত্যবেক্ষণের ন্যায়। যাহা বিশেষত্ব তাহা এই,—শয়নাসন (বিহার, অর্দ্ধযোগাদি।) ঋতু পরিবর্ত্তনজনিত অন্তরায় বিনোদনার্থ ও ধ্যান সুখের জন্য আমি শয়নাসন পরিভোগ করিতেছি।"

ভৈষজ্য প্রত্যবেক্ষণ

৪। পটিসঙ্খা যোনিসো গিলানপচ্চয-ভেসজ্জ-পরিক্খারং

পটিসেবামি, যাবদেব উপ্পন্নানং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায, অব্যাপজ্ঝপরমতাযা 'তি।

"আমি সজ্ঞানে চিন্তা (বিচার) করিয়া রোগপ্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার (রোগীর হিতকর ঔষধ) সেবন করিতেছি। উৎপন্ন বিবিধ ব্যাধিজনিত বেদনাসমূহ প্রতিকার ও নিরোগত্ব প্রাপ্ত হইবার জন্য (ঔষধ সেবন করিতেছি।)"

অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ

১। মযা পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযং চীবরং পরিভুত্তং, তং যাবদেব সীতস্স-পে-পটিচ্ছাদনত্থং। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং চীবরং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতু-মত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পন ইমানি চীবরানি অজিগুচ্ছনীয্যানি ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযানি জাযন্তি।

"আমার দ্বারা অদ্য এই চীবর পরিভুক্ত হইয়াছে, তাহা ··· পরিধান করিতেছি। যেমন লব্ধ চীবর-প্রত্যয়সমূহ ধাতু-মাত্র, এই চীবর উপভোগকারী ব্যক্তিও নিঃসত্ত্ব, নির্জ্জীব ও শূন্য ধাতুমাত্র। এই চীবরগুলি পূর্ব্বে অঘৃণিত ছিল, এই পূতিগন্ধময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণ অতীব ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।"

অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

২। মযা পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযো পিণ্ডপাতো পরিভুত্তো,

সো নেবদাবায-পে-ফাসুবিহারোচা'তি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং পিণ্ডপাতো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনাযং পিণ্ডপাতো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযো জাযতি।

অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

৩। মযা পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযং সেনাসনং পরিভুত্তং, তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায-পে-বিনোদনং পটিসল্লনারামত্থং। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পন ইমানি সেনাসেনানি অজিগুচ্ছনীয্যানি ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযানি জাযন্তি।

ভৈষজ্য প্রত্যবেক্ষণ

৪। মযা পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযো গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো পরিভুত্তো, সো যাবদেব-পে-পরমতাযতি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্ত মেবেতং যদিদং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনাযং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযো জাযতি।

(২) মৈত্রী ভাবনা

অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি। সীমট্ঠসঙ্ঘো অবেরো হোতু, অব্যাপজ্জো হোতু অনীঘো হোতু, সুখী অত্তানং পরিহরতু। মম আরক্খ দেবতা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সীমট্ঠক দেবতা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। ইমস্মিং বিহারে আরক্খ দেবতা পট্ঠায ভুম্মট্ঠ দেবতা, রুক্খট্ঠ দেবতা, আকাসট্ঠ দেবতা, সব্বা দেবতাযো অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্ত'সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। মম মাতাপিতু আচরিযুপজ্ঝাযা ঞাতিমিত্ত সমূহ উপাসকোপাসিকা অম্হাকং চতুপ্পচ্চয দাযকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। অম্হাকং গোচর গামে ইস্সরজনা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। পুরত্থিমায দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায অনুদিসায, দক্খিণায অনুদিসায, পচ্ছিমায অনুদিসায, উত্তরায অনুদিসায, হেট্ঠিমায দিসায, উপরিমায দিসায। সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা সব্বে ভূতা সব্বে পুগ্গলা সব্বে অত্তভাব পরিযাপন্না সব্বা ইত্থিযো সব্বে পুরিসা সব্বে অরিযা সব্বে অনরিযা সব্বে দেবা সব্বে মনুস্সা সব্বে

অমনুস্স সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। দুক্খা মুচ্চন্তু যথালদ্ধ-সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

"আমি অবৈরী হই, ব্যাপাদশূন্য হই, দুঃখহীন হই, এবং নিজে সুখী হইয়া বাস করি। সীমাস্থিত সংঘ অবৈরী হউক, ব্যাপাদশূন্য হউক, দুঃখরহিত হউক, নিজেরা সুখী হইয়া বাস করুক। আমার রক্ষাকারী দেবতা অবৈরী হউক ... সীমাস্থিত দেবতা অবৈরী হউক ... এই বিহারের রক্ষাকারী দেবতা হইতে ভূমিবাসী দেবতা, বৃক্ষবাসী দেবতা, আকাশস্থিত দেবতা ও অপর সমস্ত দেবতা অবৈরী হউক ... আমার মাতাপিতা, আচার্য্য-উপাধ্যায়গণও এবং উপাসক-উপাসিকা সকল অবৈরী হউক ... আমাদের বিচরণ স্থানে ঐশ্বর্য্যশালী জনসমূহ অবৈরী হউক ... সর্ব্ব আত্মভাবাপন্ন (শরীরধারী) সমুদয় স্ত্রী, সমুদয় পুরুষ, সর্ব্ব আর্য্য, সর্ব্ব অনার্য্য, সকল দেবতা, সকল মনুষ্য, সর্ব্ব অমনুষ্য ও সর্ব্ব বিনিপাতিক সত্ত্ব (প্রেত ও নারকীয় প্রাণী ইত্যাদি) শত্রুহীন হউক, বিপদ্‌শূন্য হউক, নীরোগী হউক, সুখী-আত্মা হইয়া বাস করুক, দুঃখমুক্ত হউক, প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক, সকলই নিজ কর্ম্মের ফলভোগী।

১। সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে,—এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।

২। সব্বে সঙ্খারা দুক্খাতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে,—এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।

৩। সব্বে ধম্মা অনত্তাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে,—এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা।

"সকল সংস্কার অনিত্য, ইহা যখন মনুষ্য সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্বদুঃখে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ইহাই বিশুদ্ধি-মার্গ।"

২। দ্বিতীয় গাথার বিশেষার্থ এই-"সকল সংস্কার দুঃখ-জনক।"

৩। ... ... "সকল পদার্থই অনাত্ম।"

১। অপ্পমাদেন ভিক্খবে সম্পাদেথ, বুদ্ধুপ্পাদো দুল্লভো লোকস্মিং, মনুস্সত্তভাবো দুল্লভো, দুল্লভা সদ্ধাসম্পত্তি, পব্বজিত-ভাবো দুল্লভো, সদ্ধম্মসবনং অতি দুল্লভং এবং দিবসে দিবসে ওবদি।

"হে ভিক্ষুগণ, অপ্রমত্ত হইয়া কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। লোকে বুদ্ধের উৎপত্তি দুর্লভ, মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি দুর্লভ, শ্রদ্ধাসম্পত্তি দুর্লভ, প্রব্রজিত হওয়া দুর্লভ এবং সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ অতি দুর্লভ। ভগবান্ বুদ্ধ প্রত্যহ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন।"

২। "হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো, বযধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

"হে ভিক্ষুগণ, এখন তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, সংস্কারসমূহ বিনাশশীল, অতএব অপ্রমত্ত হইয়া কুশল সম্পাদন করিবে।" (বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ।)

১। এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে দেবা অনুমোদন্তু সব্ব-সম্পত্তি-সিদ্ধিযা।

"আমাদের দ্বারা এযাবৎ যে পুণ্যসম্পদ্ সঞ্চিত হইয়াছে, সকল দেবতা সর্ব্বসম্পত্তিদায়ক সেই পুণ্য অনুমোদন করুক।"

২। ইমায ধম্মানুধম্মপটিপত্তিযা বুদ্ধং পূজেমি। ইমায-পে-ধম্মং পূজেমি। ইমায-পে-সঙ্ঘং পূজেমি।

৩। অদ্ধা ইমায পটিপত্তিযা জরা, ব্যাধি মরণম্হা পরি-মুচ্চিস্সামি।

"এই ধর্ম্মানুগত প্রতিপত্তিরদ্বারা (ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা) বুদ্ধকে পূজা করিতেছি। ধর্ম্ম এবং সংঘকেও পূজা করিতেছি।

নিশ্চয় এই প্রতিপত্তির প্রভাবে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে প্রমুক্ত হইব।"

১। জাতিক্খেত্তসঙ্খাতে দসসহস্সচক্কবালেসু আরক্খকা সব্বে দেবা চ, আণক্খেত্তসঙ্খাতে কোটিসতসহস্সেসু চক্কবালেসু আরক্খকা সব্বে দেবা চ, বিসযক্খেত্তসঙ্খাতে অনন্তেসু চক্কবালেসু আরক্খকা সব্বে দেবা চ, মযা সঞ্চিতং ইদং পুঞ্ঞসম্ভারং অনুমোদিত্বা সব্বঞ্ঞুসাসনঞ্চেব পজঞ্চ চিরং রক্খন্তু।

বুদ্ধের জন্মক্ষেত্রভূত দশ সহস্র চক্রবালবাসী রক্ষাকারী দেবতা সকল, আজ্ঞাক্ষেত্রভূত কোটিশত সহস্র চক্রবালবাসী রক্ষাকারী দেবতাসকল এবং বিষয়ক্ষেত্রভূত অনন্ত চক্রবাল-বাসী রক্ষাকারী সর্ব্ব দেবতা মৎকর্ত্তৃক সঞ্চিত এই পুণ্যরাশি অনুমোদন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের শাসন ও জীবমণ্ডলীকে চিরকাল রক্ষা করুন।

সন্ধ্যা বন্দনা সমাপ্ত

(১) বুদ্ধ বন্দনা

১। ইতিপি সো ভগবা অরহং—পে—সত্থা দেব-মনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা ‘তি।

ধর্ম্ম বন্দনা

২। স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো—পে—বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী ‘তি।

সংঘ বন্দনা

৩। সুপ্পটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো—পে—অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা ‘তি।

বুদ্ধের বিশিষ্ট গুণ উল্লেখ করিয়া বন্দনা

১। ইতিপি সো ভগবা অরহং, অরহং বত সো ভগবা, অরহন্তং সরণং গচ্ছামি, অরহন্তং সিরসা নমামি।

২। ইতিপি সো ভগবা সম্মাসম্বুদ্ধো, সম্মাসম্বুদ্ধো বত সো ভগবা, সম্মাসম্বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, সম্মাসম্বুদ্ধং সিরসা নমামি।

৩। ইতিপি সো ভগবা বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো, বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো বত সো ভগবা, বিজ্জাচরণ-সম্পন্নং সরণং গচ্ছামি, বিজ্জাচরণ-সম্পন্নং সিরসা নমামি।

৪। ইতিপি সো ভগবা সুগতো, সুগতো বত সো ভগবা, সুগতং সরণং গচ্ছামি, সুগতং সিরসা নমামি।

৫। ইতিপি সো ভগবা লোকবিদূ, লোকবিদূ বত সো ভগবা, লোকবিদূং সরণং গচ্ছামি, লোকবিদূং সিরসা নমামি।

৬। ইতিপি সো ভগবা অনুত্তরো, অনুত্তরো বত সো ভগবা, অনুত্তরং সরণং গচ্ছামি, অনুত্তরং সিরসা নমামি।

৭। ইতিপি সো ভগবা পুরিসদম্ম-সারথি, পুরিসদম্ম-সারথি বত সো ভগবা, পুরিসদম্ম-সারথিং সরণং গচ্ছামি, পুরিসদম্ম-সারথিং সিরসা নমামি।

৮। ইতিপি সো ভগবা সত্থা দেব-মনুস্সানং, সত্থা দেব-মনুস্সানং বত সো ভগবা, সত্থা দেব-মনুস্সানং সরণং গচ্ছামি, সত্থা দেব-মনুস্সানং সিরসা নমামি।

৯। ইতিপি সো বুদ্ধো ভগবা, বুদ্ধো ভগবা বত সো ভগবা, বুদ্ধ-ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি, বুদ্ধ ভগবন্তং সিরসা নমামি।

১। এই এই কারণে সেই ভগবান্ অর্হৎ, অর্হৎই সেই ভগবান্। আমি (সেই) অর্হতের শরণাগত হইতেছি, অর্হৎকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

২। এই এই কারণে সেই ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধ,

সম্যক্ সম্বুদ্ধই সেই ভগবান্ । আমি (সেই) সম্যক্ সম্বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, সম্যক্ সম্বুদ্ধকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি।

৩। এই এই কারণে সেই বুদ্ধ বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন··· বিদ্যাচরণ সম্পন্নকে···বন্দনা করিতেছি।

৪। এই এই কারণে সেই ভগবান্ সুগত···সুগতকে··· ···বন্দনা করিতেছি।

৫। এই এই কারণে সেই ভগবান্ লোকবিদ্· ·লোক-বিদ্‌কে···বন্দনা করিতেছি।

৬। এই এই কারণে সেই ভগবান্ অনুত্তর···অনুত্তরকে ···বন্দনা করিতেছি।

৭। এই এই কারণে সেই ভগবান্ দম্য পুরুষ-সারথি··· দম্য পুরুষ সারথিকে···বন্দন করিতেছি।

৮। এই এই কারণে সেই ভগবান্ দেব মনুষ্যগণের শাস্তা (শাসনকর্ত্তা)···দেব মনুষ্যগণের শাস্তাকে···বন্দনা করিতেছি।

৯। এই এই কারণে সেই বুদ্ধ-ভগবান্···বুদ্ধ-ভগবানকে ···বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধ প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই পালি বচনসমূহ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(১) মৈত্রী-ভাবনা

১। উদ্ধং যাব ভবগ্গা চ অধো যাব অবীচিতো,
সমন্তা চক্কবালেসু যে সত্তা পঠবীচরা,
অব্যাপজ্জা নিবেরা চ নিদ্দুক্খা চানুপদ্দবা।

২। উদ্ধং যাব...যে সত্তা উদকেচরা,...চানুপদ্দবা।

৩। উদ্ধং যাব...যে সত্তা আকাসেচরা.. চানুপদ্দবা।

১। "উর্দ্ধে ভবাগ্র পর্য্যন্ত অধোভাগে অবীচি (নরক) পর্য্যন্ত এই চক্রবালসমূহে যেই সমস্ত সত্ত্ব পৃথিবীতে বিচরণ (করে,) তাহারা অব্যাপাদ, অবৈরী, দুঃখরহিত ও উপদ্রবশূন্য হউক।"

২। "উর্দ্ধে ভবাগ্র যাবৎ...যেই সমস্ত সত্ত্ব জলে বিচরণ (করে,) তাহারা...উপদ্রবশূন্য হউক।"

৩। "উর্দ্ধে ভবাগ্র পর্য্যন্ত...যেই সমস্ত সত্ত্ব আকাশে বিচরণ (করে,) তাহারা...উপদ্রবশূন্য হউক।"

১। যং পত্তং কুসলং তস্স অনুভাবেন পাণিনো,
সব্বে সদ্ধম্মরাজস্স ঞত্বা ধম্মং সুখাবহং।

২। পাপুনন্তু বিসুদ্ধায় সুখায় পটিপত্তিযা,
অসোকমনুপাযাসং নিব্বানং সুখমুত্তমং।

৩। চিরং তিট্ঠতু সদ্ধম্মো ধম্মে হোন্তু সগারবা,
সব্বাপি সত্তা কালেন সম্মা দেবো পবস্সতু।

৪। যথা রক্খিংসু পোরাণা সুরাজানো তথেবিমং,
রাজা রক্খতু ধম্মেন অত্তনো'ব পজং পজং।

২। মৎ কর্ত্তৃক সঞ্চিত পুণ্যরাশির প্রভাবে সমস্ত প্রাণিগণ বুদ্ধের সুখাবহ সদ্ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া বিশুদ্ধ সুখময় প্রতিপত্তির দ্বারা উত্তম অশোক ও নৈরাশ্যশূন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউক।

৩। সদ্ধর্ম্ম চিরকাল স্থিত থাকুক। সত্ত্বগণ ধর্ম্মের প্রতি গৌরবযুক্ত হউক। দেবগণ উপযুক্ত কালে সম্যক্‌রূপে বর্ষণ করুক।

৪। যেমন পুরাতন ধার্ম্মিক রাজগণ প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন তেমন আমাদের রাজাও নিজের প্রজাগণকে রক্ষা করুক।

১। ইমায ধম্মানুধম্মপটিপত্তিযা বুদ্ধং পূজেমি।

ইমায…… … … ধম্মং পূজেমি।

ইমায .. … … সঙ্ঘং পূজেমি।

অদ্ধা ইমায পটিপত্তিযা জরাব্যাধিমরণম্‌হা পরিমুচ্চিস্সামি।

"এই ধর্ম্মানুধর্ম্ম পালন দ্বারা আমি বুদ্ধকে পূজা করিতেছি। ধর্ম্ম ও সংঘকে পূজা করিতেছি।

সত্যই এই ধর্ম্মপালন দ্বারা আমি জরা, ব্যাধি ও মরণ হইতে প্রমুক্ত হইব।

প্রাতঃ বন্দনা সমাপ্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১) পঞ্চশীল

শীলের অর্থ শীলন বা সমাধান, অর্থাৎ সুশীলতার দ্বারা কায়িককর্ম্ম, বাচনিককর্ম্ম ও মানসিককর্ম্মে সংযম। অথবা শীল অর্থে উপধারণ, অর্থাৎ কুশল ধর্ম্মসমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। মিলিন্দ নাগসেনকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন:—"ভদন্ত, শীলের লক্ষণ কি?" "মহারাজ, শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কুশল ধর্ম্ম, পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, চতুর্বিধ নির্ব্বাণমার্গ, চতুর্বিধ সম্যক্ প্রধান চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান, চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ ইত্যাদি কুশল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই শীল। মহারাজ, নিখিল কুশল ধর্ম্ম শীলকে অবলম্বন করিয়া পরিক্ষীণ হয় না।" "উপমা প্রদান করুন" "যেমন মহারাজ, যে সকল বীজগ্রাম ও ভূতগ্রাম বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে তৎ-সমুদয় পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া থাকে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রকারে উহারা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে, তেমন মহারাজ, যোগী শীল আশ্রয় করিয়া, শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এবং এই পঞ্চ বলের ভাবনা করিয়া থাকেন।"

মহা পরিনির্ব্বাণসূত্রে ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে পুনঃ পুনঃ শীল সম্বন্ধে এ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন:—"ইহা

শীল, ইহা সমাধি এবং ইহা প্রজ্ঞা। শীল প্রবর্দ্ধিত সমাধির মহাফল ; সমাধি প্রবর্দ্ধিত প্রজ্ঞার মহাফল ; প্রজ্ঞা প্রবর্দ্ধিত চিত্ত সম্যক্ প্রকারে আসব হইতে মুক্তি লাভ করে। যথা,—কামাসব ভবাসব ও অবিদ্যাসব"।

সর্ব্ব কুশল কর্ম্মের আদি বা প্রথম করণীয় শীল। পরিশুদ্ধ ভাবে শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপর কুশল কর্ম্ম সকল আরম্ভ করিলে, তাহাতে প্রচুর ফল লাভ হয়।

যথা,—গৃহীর গৃহস্থ শীল (পঞ্চশীল) ও প্রব্রজিতের * প্রব্রজ্যা শীল প্রভৃতি বিশুদ্ধ রাখাই কর্ত্তব্য। যেমন,—"সীলে পতিট্ঠায দিন্নদানং মহফলং হোতি।" শীলে প্রতিষ্ঠিত হইলে (দাতার) প্রদত্ত দান মহাফল দায়ক হয়।

পঞ্চশীল গ্রহণকারী উপাসক বা উপাসিকা ভিক্ষুর নিকট যাইয়া প্রথম ত্রিরত্ন বন্দনা, ক্ষমা প্রার্থনা ও পঞ্চশীল প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষু যথা নিয়মে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল প্রদান করিবেন।

ত্রিরত্ন বন্দনা

১। যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে,
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্ত ঞাণো,
লোকুত্তমো-তং পণমামি বুদ্ধং।

* চতুপরি সুদ্ধি সীলং—চতুপরিশুদ্ধশীল

"যিনি লোকোত্তম ও অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, যিনি শ্রেষ্ঠ বোধি-মূলে উপবিষ্ট হইয়া সসৈন্য মারকে বিজয় করিয়া সম্যক্ সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (আমি) সেই বুদ্ধকে প্রণাম করিতেছি।"

২। অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং,
মোক্খপ্পবেসাযুজুকো ব মগ্গো।
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো
নীয্যানিকো তং পণমামি ধম্মং।

"যেই আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশিষ্ট জনসমূহের মোক্ষপুরে প্রবেশের সোজাপথ, শান্তিকর, শ্রেষ্ঠ এবং নৈর্য্যাণিক ধর্ম্ম, (আমি) সেই ধর্ম্মকে প্রণাম করিতেছি।"

৩। সঙ্ঘো বিসুদ্ধো বরদক্খিণেয্যো,
সন্তিন্দ্রিযো সব্ব-মলপ্পহীণো।
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো
অনাসবো—তং পণমামি সঙ্ঘং।

"বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ দক্ষিণারযোগ্য, শান্তেন্দ্রিয়, সমস্ত পাপ-মলহীন, অনেক প্রকার গুণের দ্বারা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং আসব-ক্ষয়কারী যেই সংঘ, (আমি) সেই সংঘকে প্রণাম করিতেছি।"

ত্রিরত্ন বন্দনা

১। নমামি বুদ্ধং গুণসাগরন্তং,
সত্তা সদা হোন্তু সুখী অবেরা।

কাযো জিগুচ্ছো অসূচি দুগন্ধো,
গচ্ছন্তি সব্বে মরণং অহং চ।

১। "অনন্তগুণের সাগর বুদ্ধকে আমি বন্দনা করিতেছি। সত্ত্বসকল সুখী ও অবৈরী হউক। এই দেহ ঘৃণিত, অশুচি ও দুর্গন্ধযুক্ত, সকল মরিতেছে এবং আমিও মরিব।"

২। নমামি ধম্মং সুগতেন দেসিতং,
সত্তা সদা হোন্তু সুখী অবেরা।
কাযো জিগুচ্ছো অসূচি দুগন্ধো,
গচ্ছন্তি সব্বে মরণং অহং চ।

৩। নমামি সঙ্ঘং মুনিরাজ-সাবকং,
সত্তা সদা হোন্তু সুখী অবেরা।
কাযো জিগুচ্ছো অসূচি দুগন্ধো,
গচ্ছন্তি সব্বে মরণং অহং চ।

২। ৩। সুগত কর্ত্তৃক দেশিত ধর্ম্ম ও মুনিরাজ-শ্রাবক সংঘকে আমি বন্দনা করিতেছি······আমিও মরিব।

ভিক্ষু বন্দনা

১। ওকাস, বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তযেন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে।

"অবকাশ করুন। ভন্তে (আমি) বন্দনা করিতেছি। কায়, বাক্য ও মন এই ত্রিবিধ দ্বারে কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সংঘ বন্দনা

যে বিহারে বা স্থানে অনেক ভিক্ষু বাস করেন, তাঁহাদিগকে এক সঙ্গে বন্দনা করিলে সংঘ বন্দনা কর্‌া হয়।

২। ওকাস, অহং ভন্তে সঙ্ঘং বন্দামি, দ্বারত্তয়েন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে সঙ্ঘো।

"অবকাশ করুন। আমি সংঘকে বন্দনা করিতেছি। ......ভন্তে সংঘ...ক্ষমা করুন।"

(১) ক্ষমা প্রার্থনা

১। তিরতনেসু কাযেন, বাচায মনসাপি চ,
পমাদেন কতং ভন্তে, সব্বং দোসং খমন্তু মে।

২। তেসু কতঞ্জলি কম্মস্সানুভাবেন সব্বদা
অজ্ঝত্তিকা চ বহিদ্ধা, রোগা ছন্নবুতিবিধা।

৩। বত্তিংস কম্মকরণা, পঞ্চবীসতি ভেরবা।
সোলসুপদ্দবা চা পি, দণ্ডং দোসো দসট্ঠ চ।

৪। পঞ্চবেরানি চত্তারো, অপায চ তযোপি চ।
কপ্পা চ ইতি সব্বে'তে বিনস্সন্তু অসেসতো।

৫। ইচ্ছিতং পত্থিতং চা পি, খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু,
দীঘঞ্চ হোতু মে আযু, সংসারে সব্ব জাতীসু।

৬। "অনাগতেহি মেত্তেয্য, সত্থুনো দস্সনং বরং,
সব্বেয্যাকরণং লদ্ধো, নিব্বাণং পাপুনিস্সহং।

"ত্রিরতন কাছে কায়মনোবাক্যে যাহা,
ভ্রমে করিয়াছি পাপ, ক্ষম প্রভু তাহা।
রত্নত্রয়ে নিত্য পূজা, কর্ম্মের প্রভাবে,
অন্তরে বাহিরে রোগ ছিয়ানব্বই ভবে,
বত্রিশ কায়িক শাস্তি, ভয় পঞ্চবিংশ,
উপদ্রব ষোল, দশ দণ্ড, অষ্ট দোষ
পঞ্চবৈরী, চতুর অপায়, কল্পত্রয়,
এ'সব নিঃশেষে যেন সব নষ্ট হয়।
মানসের আশা মম পূরণ সত্বর,
জন্মজন্মান্তরে আয়ু হৌক দীর্ঘতর।
অনাগত বুদ্ধ আর্য্যমৈত্রেয় দর্শন,
তাঁর মুখে ধর্ম্মকথা করিয়া শ্রবণ
অমৃত নির্ব্বাণ-পুর সবার পরম,
অন্তিমে তথায় যেন গতি হয় মম।"

তৎপর গৃহী পঞ্চশীল অথবা অষ্টশীল ভিক্ষুর সমীপে প্রার্থনা করিবেন ঃ—

(১) গৃহী।—"ওকাস," "অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা, সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিযম্পি, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে, ভন্তে।"

"অবকাশ করুন,-ভন্তে, আমি ত্রিশরণ সহিত পঞ্চশীল ধর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার।"

ভিক্ষু বলিবেনঃ—"যমহং বদামি তং বদেহি।"

"আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা বল।" বহুবচনে (বদেথ) বলিতে হইবে।

গৃহী।—"আম ভন্তে!" হাঁ ভদন্ত! বলিয়া সম্মতি দিবেন।

অনন্তর ভিক্ষু বলিলেনঃ—

২। "নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।"

গৃহী এই বন্দনা তিন বার আবৃত্তি করিবার পর ভিক্ষুর মুখে মুখে ত্রিশরণ আবৃত্তি করিবে।

যথা,—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি। দুতিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, দুতিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি, দুতিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি। ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি, ততিযম্পি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ভিক্ষু বলিবেন ঃ—"তিসরণ-গমনং সম্পুণ্ণং।"

গৃহী—"আম ভন্তে।"

নমস্কার ও ত্রিশরণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা

নমো তস্স··· ······ ······সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

এই পালি বাক্যটী বৌদ্ধগণ সাদরে শীলগ্রহণাদি কুশল-কর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

বহু শতকোটি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধগণের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান মহাবোধিদ্রুমমূলে, (বুদ্ধগয়ায়) ভগবান্ তথাগত গৌতমেরও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান এই মহাবোধি মূলে। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর দ্বিতীয় দিনে সাতগির নামক যক্ষ অসুর-গণের অধিপতি রাহু, চারিদিকের অধিপতি চারি লোকপাল দেবতা, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের অধিপতি ইন্দ্র ও সহম্পতি ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া স্তুতি করিতে করিতে নিম্নলিখিত এক একটী শব্দ এক একজন উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়াছিলেন ঃ—

১। সাতগিরো 'নমো' যক্খো 'তস্স' চ অসুরিন্দদো,
'ভগবতো' চ মহারাজ সক্কো চ 'অরহতো' তথা,
'সম্মাসম্বুদ্ধস্স' ব্রহ্মাণো এতে পঞ্চ পতিট্ঠিতা'তি।

এই গাথার "নমো" শব্দটী সাতাগির যক্ষ উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধকে প্রথম প্রণাম করিয়াছিলেন। 'ন' প্রাণিগণকে নরকের পথ হইতে ফিরাইয়া নির্ব্বাণ পুরে প্রবেশ করান বলিয়া 'ন' এবং ত্রিলোকবাসী সত্ত্বগণকে ভয়হীন পরম শান্তিময় স্থান মোক্ষে প্রবেশ করাইয়া থাকেন বলিয়া 'মো' এই বর্ণদ্বয় যোগে "নমো" হইয়াছে।

এই "তস্স" শব্দটী অসুরেন্দ্র রাহু উচ্চারণ করিয়া বুদ্ধকে দ্বিতীয় অভিবাদন করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে পড়িয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বর লাভের দিন হইতে বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ পর্য্যন্ত সতত তৃষ্ণাদি পাপসমূহ বিনাশ করিয়া

আসিতেছেন বলিয়া 'ত' অসত্য ত্যাগ পূর্ব্বক সত্যপ্রিয়, সত্যভাষী ও সারবাদী বলিয়া 'স'। তৃষ্ণার 'ত' ও সত্যের 'স' এই বর্ণদ্বয় যোগে "তস" হইয়াছে ; পরের স দ্বিত্ব হইয়া শব্দটী "তস্স" হইয়াছে।

সাতাগির যক্ষ যাঁহাকে 'নমো' শব্দে নমস্কার করেন, তিনি আমারও নমস্য ভাবিয়া রাহু "তস্স" শব্দ উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিলেন।

"ভগবতো" এই শব্দটী চারিদিকের চারিলোকপাল দেবতা উচ্চারণ করিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন।

"অরহতো" এই শব্দটী দেবরাজ ইন্দ্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তথাগতকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

"সম্মাসম্বুদ্ধস্স" এই শব্দটী সহম্পতিব্রহ্মা আবৃত্তি করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছিলেন। "ভগবতো, অরহতো ও সম্মাসম্বুদ্ধস্স।" এই তিন শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রথম বন্দনায় পাইবেন।

(আমি) সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার করি।

আমি বুদ্ধকে শরণ করিয়া গমন করিতেছি বা বুদ্ধের আশ্রয়ে গমন করিতেছি অথবা বুদ্ধকে আশ্রয়রূপে জানিতেছি। ধর্ম্মও সঙ্ঘের অর্থও এইরূপ হইবে।

ত্রিশরণ-গমন শেষ হইল।

গৃহী—হাঁ, ভদন্ত !

ত্রিশরণ-উৎপত্তি

১। 'কেন কথকদা কস্মা ভাসিতং সরণত্তযং
কস্মাচিধাদিতো বুত্তমবুত্তমপি আদিতো।'

১। কেন ভাসিতং—কাহার দ্বারা এই শরণত্রয় ভাষিত হইয়াছে? ইহা ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক ভাষিত হইয়াছে, অন্য কাহারও দ্বারা ভাষিত হয় নাই।

২। কথ ভাসিতং—কোথায় ভাষিত হইয়াছে? বারাণসী ঋষিপতন মৃগদাবে ভাষিত হইয়াছে।

৩। কদা ভাসিতং? কখন কথিত হইয়াছে? একদা আয়ুষ্মান্ যশপ্রমুখ ৬০জন অর্হৎকে বুদ্ধ আদেশ করিয়াছিলেন; "চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন-হিতায বহুজন-সুখায"—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিত ও সুখার্থ দেশদেশান্তরে বিচরণ কর, একরাস্তা দিয়া দুইজন যাইও না, আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ বিশিষ্ট ধর্ম্ম দেশনা কর, কেবল-পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রকাশ কর।"

৪। কস্মা ভাসিতং?—কেন ভাষিত হইয়াছে? প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান হেতু কথিত হইয়াছে।

৫। কস্মাচিধাদিতো বুত্তং?—কেন ইহা আদিতে উক্ত হইয়াছে? পূর্ব্বাচার্য্যগণ নবাঙ্গ শাস্তা-শাসন ত্রিপিটক হইতে সংগ্রহ করিয়া ক্রমান্বয় স্থাপন ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যে হেতু এই শরণ গমন রূপ মার্গ দিয়া দেব-মনুষ্যগণ উপাসকত্ব লাভ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং বুদ্ধ শাসনে অবতরণ করিয়া থাকেন, তদ্ধেতু বুদ্ধ শাসনে প্রবেশের মার্গস্বরূপ প্রধান উপায় বলিয়া "খুদ্দক পাঠ" গ্রন্থে আদিতে শরণত্রয় স্থাপিত হইয়াছে।

(১) শরণে প্রতিষ্ঠিত

এই জগতে বুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপূজনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দান পাইবার অধিকারী, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি দেবতা, কি ব্রহ্ম অন্য কেহ নাই। এই ত্রিলোকে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন দেবব্রহ্মের পূজ্য লোকোত্তম মহাপুরুষ। তাঁহার প্রতি যাহার অটল ও অচল শ্রদ্ধা এবং দৃঢ় বিশ্বাস সেই ব্যক্তিকেই শরণে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বলা যায়। যে ব্যক্তি শরণে প্রতিষ্ঠিত সে ব্যক্তি কখনও অন্য দেবদেবী প্রভৃতি শরণাপন্ন হইয়া তাহাদিগকে পূজা বা বন্দনা করিবে না। বুদ্ধ-গুণ, ধর্ম্ম-গুণ ও সংঘ-গুণ যাহার হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, সে ব্যক্তি অন্যের গুণেমোহিত হইতেই পারিবে না অথবা মিথ্যাদৃষ্টি পূজাদির বিষয় তাহার অন্তরে স্থানই পাইবে না।

(২) শরণ ভঙ্গের কারণ

কোন উপাসক ও উপাসিকা বুদ্ধের কার্য্যের প্রতি বা তাঁহার কোন গুণের প্রতি কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে

অথবা ত্রিরত্নের কোন বিষয়ে সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের দোষ চিন্তা করিলে, তাহার শরণ মলিন বা অপবিত্র হয়। আর বুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা কি ব্রহ্মা আছে,—বিশ্বাস করিলে অথবা দেবতারা বুদ্ধ অপেক্ষা অধিক গুণশালী বলিয়া চিন্তা করিলে কিংবা বিশ্বাস করিলে তাহারও শরণ ভঙ্গ হয়।

(৩) শরণের শ্রেণী বিভাগ

শরণ দুই প্রকার,—লৌকিক ও লোকোত্তর।

তন্মধ্যে লৌকিক শরণ চারি প্রকারঃ—(১) আত্মত্যাগ শরণ, (২) তৎপরায়ণ শরণ, (৩) শিষ্যভাব প্রাপ্তি শরণ, (৪) প্রণিপাত শরণ। (১) আত্মত্যাগ শরণ—আমি নিজকে ত্রিরত্নের পূজার জন্য উৎসর্গ করিলাম, এইরূপ মনের ভাবকে আত্মত্যাগ শরণ কহে। (২) তৎপরায়ণ শরণ—আমি আজ হইতে বুদ্ধাদি ত্রিরত্নের অন্তর্গত হইলাম; আমি তাঁহাদের হইতে পৃথক্ নহি এবং তাঁহারাও আমা হইতে পৃথক্ নহেন। এইরূপ ভাবকে তৎপরায়ণ শরণ কহে। (৩) শিষ্য-ভাব প্রাপ্তি শরণ—মহাকাশ্যপাদি স্থবিরগণের ন্যায় আমিও অদ্য হইতে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের শিষ্য হইলাম, এইরূপ. চিন্তাকে শিষ্য-ভাব প্রাপ্তি শরণ কহে।

(৪) প্রণিপাত শরণ—অদ্য হইতে আমি বুদ্ধাদি রত্নত্রয়কে নমস্কার বা বন্দনা দ্বারা পূজা করিব; এইরূপ চিন্তাকে প্রণিপাত শরণ কহে।

ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ এইভাবে শরণ লইয়াছিলেন, তিনি "ইতি পি সো ভগবা অরহং" ইত্যাদি বুদ্ধের গুণ শুনিয়া বুদ্ধের প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে না দেখিয়াও ভূমিতে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া "নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" বলিয়া বন্দনা পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন।

২। লোকোত্তর শরণ—স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী প্রভৃতির শরণ লোকোত্তর, তাঁহাদের শরণ কখনও ভঙ্গ হয় না।

(৪) ত্রিশরণ গ্রহণের ফল

বুদ্ধাদি রত্নত্রয়কে গমনে, উপবেশনে ও শয়নে নিত্য স্মরণ থাকিলে ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের যে কোন স্থানে কোন প্রকার ভয় থাকে না। কোন শত্রুর উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না। মৃত্যুর পর শরণাগত ব্যক্তি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(১) যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণংগতো,
রক্খন্তি তং সদা দেবা সমুদ্দে বা থলেপি বা।

"যে ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাগত হইয়া গমন করেন, তাঁহাকে দেবতাগণ সর্ব্বদা সমুদ্রে (জলে) স্থলে সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া থাকেন।"

২। যে কোচি ভোন্তো বুদ্ধং সরণং গতা, ধম্মং সরণং

গতা, সঙ্ঘং সরণং গতা, সীলেসু পরিপূরকারিনো তে কাযস্স ভেদা পরম্মরণা অপ্পেকচ্চে পরনিম্মিত বসবত্তীনং দেবানং সহব্যতং উপপজ্জন্তি; অপ্পেকচ্চে নিম্মাণরতীনং দেবানং সহব্যতং—পে—তুসিতানং দেবানং, যামানং দেবানং, তাবতিংসানং দেবানং, চতুম্মহারাজিকানং দেবানং সহব্যতং উপপজ্জন্তি, যে সব্বনিহীন কায উপপজ্জন্তি তে গন্ধব্ব কায পরিপূরেন্তি।

"যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধের শরণে আশ্রিত হয়, ধর্ম্মের শরণে আশ্রিত হয, সংঘের শরণে আশ্রিত হয় এবং শীল সমূহ পরিপূর্ণকারী হয, তাহারা কায়ভেদে পরলোকে কেহ কেহ পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণের সহ একভাব প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ নির্ম্মাণরতি দেবতাদিগের, কেহ কেহ তুষিত স্বর্গবাসী দেবতাদিগের, কেহ কেহ যাম স্বর্গবাসী দেবতাদিগের, কেহ কেহ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবতাদিগের, কেহ কেহ চতুর্ম্মহারাজিক স্বর্গবাসী দেবতাদিগের সমভাব প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি হীনকায় ধারণ করে, অন্ততঃ সেই সমস্ত ব্যক্তি গন্ধর্ব্ব শরীর পরিপূর্ণ করে, অর্থাৎ গন্ধর্ব্বলোকে জন্ম নিয়া থাকে।"

(১) মন্দবণিক

পুরাকালে লঙ্কাদ্বীপে মহাতীর্থপট্টন নামক একটী নগর ছিল। সেই নগরে শ্রদ্ধাসম্পন্ন বণিক বাস করিতেন। তাঁহার

অস্পরাসদৃশা রূপবতী, গুণবতী ও পতিব্রতা স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া শুভদিনে বাণিজ্যার্থ নৌকারোহণে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই নগরের প্রধান অমাত্য এক দিবস উৎসবোপলক্ষে মহাসমারোহে অলঙ্কৃত নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইলেন, নানালঙ্কারে ভূষিতা চন্দ্রবদনা দাসিগণ সহ বাতায়নে স্থিতা উৎসবদর্শনকারিণী সেই বণিকের স্ত্রীর অপরূপ-রূপলাবণ্য সন্দর্শনে কামাতুর হইয়া সেই অমাত্য নগর প্রদক্ষিণ শেষ না করিয়াই অর্দ্ধ পথ হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে লাভের আশায় বস্ত্রালঙ্কার,-এমন কি সহস্র-সহস্র টাকা প্রদানে এবং বিবিধ প্রকার প্রলোভনে বশীভূত করিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিলেন না।

সে সাধ্বী, শ্রমণ ব্রাহ্মণের নিকট শ্রুতধর্ম্মা, রত্নত্রয়ে শ্রদ্ধাশীলা ও পতিগতপ্রাণা, তাঁহার প্রলোভন পাশে আবদ্ধ না হইয়া নিজ অমূল্য সতীত্ব-রত্ন রক্ষায় যত্নবতী হইলেন। এই শরীর বত্রিশটী অশুচি জিনিষের সমষ্টিমাত্র এবং পরস্ত্রীগমন মহাপাপ-এই বলিয়া সাধ্বী এই দুষ্কার্য্য হইতে অমাত্যকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই কামান্ধ অমাত্য ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অভিমানে, ক্ষোভে ও রোষে তাঁহার পতিকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আমার বশীভূত হইবে, এঁইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিদেশে গত তাঁহার স্বামীকে হত্যা করাইবার জন্য ভূতবৈদ্য সহ এক নিশীথ রাত্রে

আমক শ্মশানে* গমন করিলেন। তথায় সদ্যপরিত্যক্ত এক মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া ভূতবৈদ্য মন্ত্র জপ্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর সেই মৃতশরীরে ভূতাবিষ্ট হইয়া তাহার অভিমুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,-"আমাকে কি করিতে হইবে?" "লও,-এই অসি, নন্দবণিককে এখনই হত্যা করিয়া আইস।" তখন ভূত দন্ত-ওষ্ঠে বিকট ভাব ধারণ করিয়া চোখে ও মুখে অগ্নিশিখা বিকীরণ পূর্ব্বক সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা দলিত করিতে করিতে উৎক্ষিপ্ত তরবারি হস্তে স্বদেশাভিমুখে আগত নন্দবণিকের নৌকার দিকে ধাবিত হইল।

নাবিকগণ সেই ভীষণ আকৃতি দর্শনে মরণভয়ে ভীত হইয়া সকলে একসঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা রোদন করিতেছ কেন?" তাহারা কহিল, "একটী ভয়ঙ্কর ভূত খড়্গ হস্তে তরীর দিকে আসিতেছে।" "যদি তাহা হয়, তোমরা সকলে অপ্রমত্ত হইয়া মৈত্রী ভাবনা কর, আর রত্নত্রয়ের শরণ লও, বিপদের সময় ইহার ন্যায় নিরাপদ ও উত্তম আশ্রয় ইহলোকে আর কিছুই নাই।" বণিকের উপদেশে তাহারা সকলে তাহাই করিল। **"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।"** ইত্যাদি

* যে স্থানে মৃত শরীর দগ্ধ অথবা কবরস্থ না করিয়া ফেলিয়া রাখিত সে স্থানকে আমক শ্মশান বলে।

বলিয়া সকলেই শরণে প্রতিষ্ঠিত হইল। যেমন-দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ড অন্য বৃহৎ পাষাণে ধাক্কা লাগিয়া পশ্চাৎদিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তেমনই সেই ভূত শরণরূপ পাষাণ প্রাকারের প্রভাবে তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং সে শ্মশানে ভূতবৈদ্যের সম্মুখে তরবারি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃতকলেবর হইয়া পড়িয়া রহিল।

পুনর্ব্বার ভূতবৈদ্য মন্ত্র জপ্ করিয়া সেই ভূতকে আহ্বান করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার প্রেরণ করিল। বণিক ও নাবিকগণ বারবার ভূত আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রমত্তভাবে শরণশীলের আশ্রয়ে আশ্রিত হইলেন। কিন্তু বৈদ্যকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রেরিত ভূত বণিক ও নাবিকগদের মৈত্রীভাবনা এবং শরণশীলের প্রভাবে তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল এবং শ্মশানে অবস্থিত অমাত্য ও বৈদ্যের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তথায় মৃত দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। এই অমাত্য একজন গুণবান্ নিরপরাধব্যক্তিকে হত্যা করিতে চেষ্টা করায় স্বয়ং হত হইলেন।

১। বধাযো' পক্কমে সত্তো অদূভিং গুণভাজনং,
বিনাসং যাতি সো সত্তো সিবামচ্চো' ব বাণিজ'ন্তি।

"যেঁ নির্দ্দোষ গুণভাজন জীবকে বধের জন্য উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন শিব-অমাত্য

বণিককে হত্যা করিতে চেষ্টা করায় নিজে হত হইলেন।"

"অহো! ত্রিরত্নের অনুভবের কি গুণ? অমনুষ্যও ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিকে অগ্নিস্কন্ধ প্রাপ্ত মক্ষিকার ন্যায় দূর হইতে পরিবর্জ্জন করে।"

২। তথাগতং বীতরণং চতুমার রণং জযং,
সরণং কো ন গচ্ছেয্য করুণা ভাবিতাসযং।

"নিষ্পাপ চতুর্ম্মারজয়ী করুণ হৃদয় তথাগত বুদ্ধের শরণে কোন্ ব্যক্তির গমন করা উচিত নহে?"

৩। স্বাক্খাতং তেন সদ্ধম্মং সংসারভযভঞ্জকং,
করুণাগুণজং তস্স সরণং কো ন গচ্ছতি।

"সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক করুণাগুণজাত সংসারভয়বিনাশক সদ্ধর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কে সেই সদ্ধর্ম্মের শরণে গমন করেন না?"

৪। পরিপীতামতরসং সদ্ধম্মোদযভাজনং,
সঙ্ঘং পুঞ্ঞকরং কো হি সরণং ন গমিস্সতি।

"অমৃতরসপায়ী সদ্ধর্ম্মোৎপত্তিভাজন পুণ্যের-আকর সংঘকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না?"

অনন্তর বণিক নিরাপদে সহচরগণ সহিত নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার দুষ্কার্য্য করিতে যাইয়া অমাত্য হত হইয়াছেন, এই বিবরণ তাঁহার স্ত্রীর নিকট শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্তে পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুণ্যাংশ প্রদান করিলেন। বণিক ভার্য্যাসহ যাবজ্জীবন

দানময় ও শীলময় কুশল কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া মৃত্যুর পর সপরিবারে দেবলোকে গমন করিলেন।

৫। এবং বিধং যে খলু কামরাগবিপত্তিমূলং পজহেত্বা ধীরা,
করোন্তি পুঞ্ঞানি সুখুদ্রযানি তে বে পভাসন্তি
জনা তিলোকং।

"যে সকল পণ্ডিত এবম্বিধ বিপত্তিমূলক কামরাগ পরিত্যাগ করিয়া সুখের উৎপত্তিভূত পুণ্যকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন, তাঁহারা ত্রিলোক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে পারেন।"

পঞ্চশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫। সুরা-মেরেয-মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং
সমাদিযামি।

১। "প্রাণিহত্যা করিব না," এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। "চুরি বা অদত্তবস্তু গ্রহণ করিব না," এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। "পরস্ত্রীগমন বা ব্যভিচার করিব না," এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। "মিথ্যা কথা বলিব না" এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। "প্রমাদের কারণ

সুরা, মৈরেয় ও মদ্য প্রভৃতি নেশা দ্রব্য সেবন করিব না,” এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

তৎপর ভিক্ষু বলিবেন ঃ—

“তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেহি।”

“ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল ধর্ম্ম সুন্দররূপে সুরক্ষিত করিয়া অপ্রমাদে সম্পাদন কর।” বহু বচনে (সম্পাদেথ) বলিতে হইবে।

গৃহী—“আম ভন্তে।” হাঁ ভদন্ত! বলিবে।

এই যে পঞ্চশীল ধর্ম্ম উক্ত হইল, এই শীল পালনের সুফল কি? বাস্তবিক শীলধর্ম্ম রক্ষার বহুতর সুফল শীলবান্ ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে পাইয়া থাকেন; শীলবান্ স্বাস্থ্যসুখে সুখী হন, দীর্ঘায়ু হন, পুত্রকন্যাদি বহু পরিবারসম্পন্ন হন, ধনবান্ হন, চতুর্দ্দিকে তাহার কীর্ত্তি ও যশঃ বর্দ্ধিত হয়, উপাসকত্ব হইতে চ্যুত হন না এবং মৃত্যুকালেও কোন প্রকার দুঃখ পান না, ইত্যাদি সুখপ্রদ ফল ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

ভগবান্ বুদ্ধ মহানাম শাক্যকে উপদেশ দিতেছেনঃ—

কিত্তাবতানুখো ভন্তে, উপাসকো সীলসম্পন্নো হোতী’তি; যতো খো মহানাম উপাসকো পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, অদিন্নাদানা পটিবিরতো হোতি, কামেসু মিচ্ছাচারা পটিবিরতো হোতি, মুসাবাদা পটিবিরতো হোতি, সুরা-মেরেয-

মজ্জপমাদট্ঠানা পটিবিরতো হোতি। এত্তাবতা খো মহানাম উপাসকো সীলসম্পন্নো হোতী'তি।

"ভন্তে, কি প্রকারে উপাসক শীলসম্পন্ন হয়? মহানাম, যেই হইতে উপাসক প্রাণীহত্যা হইতে প্রতিবিরত হয়, অদত্তদ্রব্য গ্রহণ বা চুরি হইতে প্রতিবিরত হয়, ব্যভিচার হইতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য বলা হইতে প্রতিবিরত হয় ও প্রমাদের কারণ সুরা-মৈরেয় প্রভৃতি পান করা হইতে প্রতিবিরত হয়, সেই হইতেই উপাসক শীলসম্পন্ন হয়।"

(১) শীলের ফল বর্ণনা

একদা ভগবান্ বহু সংখ্যক ভিক্ষু সহ ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে পাটলি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামবাসী উপাসকগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া "আবসথ"* গৃহে অবস্থান কালে উপাসক ও উপাসিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া শীলেরফল, এইরূপ বর্ণনা করেন ঃ—

১। ইধ গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অপ্পমাদাধিকরণং মহন্তং ভোগক্খন্ধং অধিগচ্ছতি, অযং পঠমো আনিসংসো।

২। পুন চ পরং গহপতযো সীলবতো সীলসম্পন্নস্স কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগচ্ছতি। অযং দুতিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায।

---

* ধর্ম্মশালা।

৩। পুন চ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো যঞ্ঞদেব পরিসং উপসঙ্কমতি, যদি খত্তিয-পরিসং, যদি ব্রাহ্মণ-পরিসং, যদি গহপতি-পরিসং, যদি সমণ-পরিসং বিসারদো উপসঙ্কমতি অমঙ্কুভূতো। অযং ততিযো আনিসংসো সীলবতো সীল-সম্পদায।

৪। পুন চ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অসং-মুল্‌হো কালং করোতি। অযং চতুত্থো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায।

৫। পুন চ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো কাযস্স-ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতি। অযং পঞ্চমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায়।

ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আনিসংসা সীলবতো সীল-সম্পদাযা'তি।

১। "হে গৃহপতিগণ, ইহলোকে শীলসম্পন্ন শীলবান্ ব্যক্তি অপ্রমাদবশত প্রচুর ভোগের অধিপতি হয়, শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই প্রথম ফল বা পুরস্কার।"

২। "হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলসম্পন্ন শীলবানের কল্যাণ সুকীর্ত্তি বা সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে অভ্যুত্থিত হয়, অর্থাৎ সুকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই দ্বিতীয় ফল।"

৩। "হে গৃহপতিগণ, যদি শীলসম্পন্ন শীলবান্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চারি পারিষদের

মধ্যে যে কোন পারিষদে যান না কেন নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে গমন করিয়া থাকে। শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই তৃতীয় ফল।”

৪। “হে গৃহপতিগণ, শীলসম্পন্ন শীলবান্ব্যক্তি মুর্চ্ছা-প্রাপ্ত না হইয়া সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই চতুর্থ ফল।”

৫। “হে গৃহপতিগণ, শীলসম্পন্ন শীলবান্ ব্যক্তি দেহাবসানে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই পঞ্চম ফল।”

হে গৃহপতিগণ, শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই পাঁচ প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে।

২। শীলের দ্বিতীয় ফল বর্ণনা

১। সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্ঠা নত্থি যং বিনা,
আনিসংসপরিচ্ছেদং, তস্স সীলস্স কো বদে?

‘শাসনে (এই বুদ্ধ শাসন) যেই শীল ব্যতীত কুলপুত্রগণের প্রতিষ্ঠা নাই, কাহার সাধ্য সেই শীলের সুফলের পরিমাণ বর্ণনা করে।”

২। ন গঙ্গা যমুনা চাপি, সরভূবা সরস্সতি,
নিন্নগা বাচিরবতী, মহী চাপি মহানদী,
সক্কুণন্তি বিসোধেতুং তং মলং ইধ পাণীনং,
বিসোধযতি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং।

“ইহলোকে প্রাণীদের যে পাপ ময়লা গঙ্গা, যমুনা, সরযূ,

সরস্বতী, নিম্নগা অচিরবতী, মহী অথবা মহানদী বিশুদ্ধ করিতে অক্ষম। কিন্তু সত্ত্বদিগের সেই পাপমল একমাত্র শীলজলই পবিত্র করিতে পারে।”

৩। নতং সজলদা বাতা, ন চাপি হরিচন্দনং,
নেব হারা ন মণযো, ন চন্দকিরণঙ্কুরা,
সমযন্তিধ সত্তানং পরিল্‌হং সুরক্খিতং।

“ইহলোকে মেঘপটল পূর্ণ সুশীতল বায়ু, হরিদ্বর্ণ চন্দন, নানাবিধ মণিমুক্তাহারসমূহ অথবা শীতল চন্দ্রকিরণ প্রাণী-দিগের যে দাহ উপশম করিতে পারে না, তাহা অত্যন্ত শীতল সুরক্ষিত এই আর্য্য শীল শান্ত করিতে পারে। ”

৪। সীলগন্ধসমো গন্ধো কুতো নাম ভবিস্সতি,
যো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বাযতি।

“শীলগন্ধের সমান এরূপ সুগন্ধ আর কোথায়? যাহা অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুতে সমান ভাবে প্রবাহিত হয়।”

৫। সগ্গারোহন-সোপানং অঞ্ঞং সীলসমং কুতো,
দ্বারং বা পন নিব্বান নগরস্স পবেসনে?

“এই শীল স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ অথবা নির্ব্বাণ নগরে প্রবেশের দ্বার সরূপ। শীলের সমান আর কি আছে?”

৬। সোভন্তেবং ন রাজানো মুত্তামণিবিভূসিতা,
যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসণ-ভূসিতা।

"শীলরূপ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইয়া যতিগণ (ভিক্ষুগণ) যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন, মুণিমুক্তাবিভূষিত রাজগণও সেরূপ শোভা পান্ না।"

৭। অত্তানুবাদাদিভযং বিদ্ধংসযতি সব্বসো,
জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

"শীলবানদের আত্মনিন্দাদিভয় সর্ব্বপ্রকারে বিধ্বংস করে এবং শীলবানের সর্ব্বদা কীর্ত্তি ও হর্ষ (সন্তোষ) উৎপাদন করে।"

৮। গুণানং মূলভূতস্স দোসানং বলঘাতিনো,
ইতি সীলস্স বিঞ্ঞেয্যং আনিসংসকথামুখন্তি।

"এইরূপে এই শীলগুণ সমূহের মূলস্বরূপ দোষসমূহের শক্তিহননকারী শীলের আনিসংশ জ্ঞাত হইবে।"

৯। সীলেন সুগতিং যন্তি, সীলেন ভোগসম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি, তস্মা সীলং বিসোধযে।

"শীল প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ হয়, নানা প্রকার ভোগসম্পত্তি লাভ হয় এবং নির্ব্বাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য শীলকে বিশুদ্ধরূপে রক্ষা করিবে।"

(৩) শীলের তৃতীয় ফলবর্ণনা

বিশুদ্ধরূপে শীল পালন দ্বারা কি কি ফল লাভ হয়, পুনঃ তাহা শীলবান্ ভিক্ষু নিজ মুখে বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

১। সীলং রক্খেয্য মেধাবী পত্থযানো তযো সুখে,
পসংসা বিত্তলাভঞ্চ পেচ্চ সগ্গে চ মোদনং।

"মেধাবী (জ্ঞানী) ব্যক্তি এই তিন প্রকার সুখ প্রার্থনা করিয়া শীল রক্ষা করিয়া থাকে। যথা,— প্রশংসা, বিত্ত (সম্পত্তি) লাভ এবং মৃত্যুরপর স্বর্গসুখ লাভ।"

২। সীলবা হি বহু মিত্তে সঞ্ঞমেনাধিগচ্ছতি,
দুস্সীলো পন মিত্তেহি ধংসতে পাপমাচরং।

"শীলবান্ সংযম দ্বারা বহুমিত্র লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃশীল ব্যক্তি পাপাচরণ পূর্ব্বক মিত্রগণকেও ধ্বংস করিয়া থাকে এবং পরে নিজেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"

৩। অবণ্ণঞ্চ অকিত্তিঞ্চ দুস্সীলো লভতে নরো,
বণ্ণং কিত্তিং পসংসঞ্চ সদা লভতি সীলবা।

"দুঃশীল ব্যক্তি নিন্দা ও অকীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সুশীল ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রশংসা ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে।"

৪। আদি সীলং পতিট্ঠা চ, কল্যাণানঞ্চ মাতুকং,
পমুখং সব্বধম্মানং, তস্মা সীলং বিসোধযে।

"(সত্ত্ব সমূহের) শীল আদি, প্রতিষ্ঠা বা প্রথম আশ্রয়, (সমস্ত কুশলে কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ।) এবং কল্যাণ কর্ম্মের মাতাসদৃশ। ইহা সকল ধর্ম্মের মুখ স্বরূপ অতএব শীলকে বিশুদ্ধরূপে রক্ষা করিবে।"

৫। বেলা চ সংবরং সীলং, চিত্তস্স অভিভাসনং,
তিত্থঞ্চ সব্ববুদ্ধানং, তস্মা সীলং বিসোধযে।

"শীল চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া উজ্জ্বলতা সম্পাদন

করে। শীল সংযমে সমুদ্রের তীরভূমি তুল্য। শীল সকল বুদ্ধগণের পবিত্র তীর্থস্থান সদৃশ। তজ্জন্য শীল বিশুদ্ধ রাখিবে।"

৬। সীলং বলং অপ্পটিমং, সীলং আয়ুধং উত্তমং,
সীলং আভরণং সেট্‌ঠং, সীলং কবচং অব্ভুতং।

"শীলের বল অপ্রতিহত, শীল উত্তম আয়ুধ (অস্ত্র।) শীল শ্রেষ্ঠ আভরণ, শীল অদ্ভুত রক্ষা কবচের ন্যায়।"

৭। সীলং সেতু মহেসক্কো, সীলগন্ধো অনুত্তরো,
সীলং বিলেপনং সেট্‌ঠং যেন বাতি দিসো দিসং।

"শীল অতি শক্ত সেতু সর্ব্ব-উত্তম গন্ধ, এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বিলেপন, যাহার গন্ধ সকল দিকে প্রবাহিত হয়।"

৮। সীলং সম্বলমেবগ্গং সীলং পাথেয্যমুত্তমং,
সীলং সেট্‌ঠো অতিবাহো, যেন যাতি দিসো দিসং।

"শীল জগতের অগ্রসম্বল, শীল উত্তম পাথেয় এবং শীল অত্যুৎকৃষ্ট বাহন, যাহার দ্বারা সকল দিকে গমন করা যায়।"

৯। ইধেব নিন্দং লভতি পেচ্চাপাযে চ দুম্মনো,
সব্বত্থ দুম্মনো বালো, সীলেসু অসমাহিতো।

"দুঃশীল ইহলোকে নিন্দা লাভ করিয়া থাকে, পরলোকেও নরকে গমন করিয়া মানসিক দুঃখভোগ করে। যে ব্যক্তি শীল পালন করে না সে মূর্খ সর্ব্বত্রই দুঃখভোগ করে।"

১০। ইধেব কিত্তিং লভতি পেচ্চ সগ্গে চ সুম্মনো,
সব্বত্থ সুমনো ধীরো সীলেসু সুসমাহিতো।

"সুশীল ব্যক্তি ইহলোকেও কীর্ত্তিলাভ করে, পরলোকেও স্বর্গে যাইয়া সন্তোষ লাভ করে। যে ব্যক্তি শীল পালন করে সেই সুসংযত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই তুষ্টি লাভ করে।"

১১। সীলমেব ইধ অগ্গং, পঞ্ঞবা পন উত্তমো,
মনুস্সেসু চ দেবেসু সীল পঞ্ঞাণতো জযন্তি।

"ইহলোকে শীলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি উত্তম। মনুষ্য ও দেবতাদের মধ্যে শীল ও প্রজ্ঞা দ্বারা জয় লাভ করিয়া থাকে।"

(২) শীলবান্ তিষ্য

একদা এক ধার্ম্মিক রাজার তিত্তির পাখীর মাংস খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি চিন্তা করিলেন, "যদি আমি তিত্তির মাংস খাইব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করি; তাহা হইলে,—এই নগরের চতুর্দ্দিকে যোজন স্থান ব্যাপী তিত্তিরবংশ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া মাংস ভোজনের বলবতী ইচ্ছা সংবরণ পূর্ব্বক রাজা তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

তদনন্তর তাঁহার কর্ণ-রোগ উৎপন্ন হইল। সুতরাং তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সেবকদের মধ্যে শীল রক্ষাকারী কেহ আছে কি?" "হাঁ

মহারাজ! তিষ্য নামক এক ব্যক্তি অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করেন।" একদিন রাজা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে রাজাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। "তোমার নাম কি তিষ্য?" "হাঁ দেব!" "তাহা হইলে—তোমাকে একটী কাজ দিব,—এখন চলিয়া যাও।" তিষ্য চলিয়া গেলে, অপর এক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "যাও-তিষ্যকে-এই মোরগ বধ করিয়া তিন রকমে রন্ধন পূর্ব্বক আমাকে দিতে বল।" ভৃত্য তাহাই করিল। তখন সে কহিল,—"ওহে, যদি এই মোরগ মৃত হইত, তবে আমি যেরূপ জানি তদ্রূপ পাক্ করিয়া রাজাকে খাইতে দিতাম। আমি প্রাণী হত্যা করিতে পারিব না।" ভৃত্য যাইয়া তাহা রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা পুনঃ মোরগসহ তাহাকে পাঠাইয়া দিলে সে গিয়া তিষ্যকে বলিল,-"রাজ-সেবা কঠিন কাজ এইরূপ করিবে না, শীল ভঙ্গ করিলে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারা যায়।" অতঃপর তিষ্য তাহাকে পুনঃ কহিল, "ওহে, এক জীবনে একবার মাত্র মৃত্যু হয়, দুইবার হয় না, আমি প্রাণী হত্যা করিব না।" ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া রাজাকে আবার নিবেদন করিলেন। এইভাবে তিনবার পাঠাইয়া তাহাকে সম্মত করাইতে না পারায়, রাজা তাহাকে ডাকাইয়া স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভৃত্য রাজাকেও সেইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

অনন্তর রাজা রাজ-পুরুষদিগকে আদেশ দিলেন,—"এই ব্যক্তি রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়াছে, যাও, তাহাকে যূপ-কাষ্ঠে বাঁধিয়া শিরশ্ছেদ কর।" অথচ গোপনে তাহাদিগকে সঙ্কেত করিলেন যে, তাহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক নিয়া যূপ-কাষ্ঠে তাহার মস্তক স্থাপন করাইয়া এই মোরগ তাহার হাতে দিয়া বল, "যদি তুমি রাজার আদেশ মান্য করিতে, তোমার জীবনান্ত হইত না।" অমাত্যগণ তাহাকে বধ্য ভূমিতে নিয়া তাহাই করিল। সে কুক্কুটটি বক্ষে রাখিয়া বলিল, "হে তাতঃ, তোমার জন্য আমার জীবন দিতেছি; তুমি নির্ভয়ে পলায়ন কর।" এই বলিয়া মোরগটিকে ছাড়িয়া দিল। কুক্কুট পক্ষাঘাত পূর্ব্বক আকাশে যাইয়া নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষের শাখান্তরে লুকাইয়া রহিল।

তৎপর রাজা এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, আনন্দিত হইলেন এবং তিষ্যকে তাঁহার নিকট আনাইয়া মনোরম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বলিলেন "তাতঃ, তোমাকে হত্যা করিবার জন্য নহে,—তোমার শীলগুণ পরীক্ষার্থে এইরূপ করিয়াছি।" "আমার যে তিত্তির মাংস খাইবার সাধ হইয়াছে, আজ তিন বৎসর। সুতরাং তুমি ত্রিকোটি * পরিশুদ্ধ তিত্তির পাখীর মাংসদ্বারা আমার সেবা করিতে

* ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ—দিট্‌ঠং—হত্যা করিতে দেখিলে, সুতং—কাহারও নিকট শুনিলে, পরিসঙ্কিত—আমার জন্য হত্যা করিয়াছে সন্দেহ করিলে।

পারিবে কি?" "হাঁ দেব! এইরূপ কাজই আমার।" সে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া নগর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

সেইদিন প্রাতঃকালে এক শিকারীকে তিনটি মৃত তিত্তির পাখী হাতে লইয়া নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুই কাহণ দিয়া কিনিয়া লইল।

তারপর রাজান্তঃপুরে যাইয়া মাংস পাক্ করিয়া রাজার রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক রাজাকে প্রদান করিল। রাজাও তাহা খাইয়া অতিশয় সুখী হইলেন।

কিকীব অণ্ডং, চমরীব ৰালধিং,
পিয়ংব পুত্তং, নয়নংব এককং;
তথেব সীলং অনুরক্খমানকা
সুপেসলা হোথ সদা সগারবতি।

কিকী পক্ষী যেমন অণ্ড (রক্ষা করে,) চমরী, গরু যেমন স্বীয় বালধি (লেজ রক্ষা করে।), মাতা যেমন একমাত্র প্রিয় পুত্র এবং কাণা যেমন এক চক্ষু সযত্নে (রক্ষা করে।) তেমনি শীল অনুক্ষণ রক্ষণপরায়ণ, প্রিয়-শীলব্যক্তিও সদা সগৌরবযুক্ত হও।

(৪) শীলের চতুর্থ ফল বর্ণনা

১। পাণাতিপাতা বেরমণীয়া—অঙ্গপচ্চঙ্গসম্পন্নতা, আরোহপরিণাহ সম্পত্তি, জবসম্পত্তি, সুপ্পতিট্ঠিত পাদতা,

চারুতা, মুদুতা, সুচিতা, সূরতা, মহব্বলতা, বিস্সট্ঠ বচনতা, পভেজ্জপরিসতা, অচ্ছম্ভিতা, অপ্পধংসিতা, পরূপক্কমেন অমরণতা, অনন্তপরিবারতা, সুরূপতা, সুসণ্ঠানতা, অপ্পাবাধতা, অসোকিতা, লোকপ্পিযতা, পিযেহি মনাপেহি সদ্ধিং অবিপ্প-যোগিতা, দীঘাযুকতাতি এবমাদীনি ফলানি।

"প্রাণীহত্যা বিরতির দ্বারা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণতা, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সম্পত্তিযুক্ততা, বেগসম্পন্নতা, সুপ্রতিষ্ঠিত পদতা, চারুতা, মৃদুতা, শুচিতা, শূরতা, মহাবলতা, স্পষ্ট-বাদিতা, অভেদ্যপারিষদযুক্ততা, নির্ভীকতা, ধ্বংসবিহীনতা, পরোপক্রমের দ্বারা মৃত্যুবিহীনতা, অনন্তপরিবারতা, সুরূপ-সম্পন্নতা, সুগঠনযুক্ততা, ব্যাধিহীনতা, শোকবিহীনতা, জন-প্রিয়তা, প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিসহ বিয়োগহীনতা এবং দীর্ঘায়ুসম্পন্নতা সাধিত হয়। প্রাণীহত্যা বিরতির এইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।"

২। অদিন্নাদানা বেরমণীযা—মহদ্ধনতা, পহূতধঞ্ঞতা, অনন্তভোগতা, অনুপ্পন্নভোগুপ্পত্তি, উপ্পন্নভোগ থাবরতা, ইচ্ছিতানং ভোগানং খিপ্পং পটিলাভিতা, রাজচোরুদকগ্গি অপ্পিযদাযাদেহি অসাধারণধন পটিলাভো, লোকুত্তমতা নত্থিকভবস্স অজাননতা, সুখবিহারিতাতি এবমাদীনি।

"অদত্তবস্তু-গ্রহণ বিরতির দ্বারা—মহাঢ্যতা, প্রভূত-ধান্যতা, অনন্তভোগসম্পন্নতা, অলব্ধ সম্পত্তিলাভ ও লব্ধ সম্পত্তির স্থিতিশীলতা, ঈপ্সিতভোগসমূহ শীঘ্র লাভ করা,

রাজা, চোর, অগ্নি, জল ও অপ্রিয় উত্তরাধিকারীর দ্বারা সম্পত্তি নষ্ট না হওয়া, লোকশ্রেষ্ঠতা, যে কোন বস্তুর অভাববিহীনতা এবং সুখবিহার ইত্যাদি লাভ হয়। অদত্তবস্তুগ্রহণ বিরতির এই ফল।”

৩। কামেসুমিচ্ছাচার বেরমণীযা—বিগতপচ্চত্থিকতা, সব্বজন পিযতা, অন্নপানবত্থসযনাদীনং লাভিতা, সুখসযনতা, সুখপটিবুজ্ঝনতা, অপাযভযবিনিম্মুত্ততা, ইত্থীভাব পটিলাভস্সবা নপুংসকত্তপটিলাভস্সবা অভব্বতা, অক্কোধনতা, পচ্চক্খকারিতা, অপতিতক্খন্ধতা, অনধোমুখতা, ইত্থীপুরিসানং অঞ্ঞমঞ্ঞস্পিযতা, পরিপুণ্ণিন্দ্রিযতা, পরিপুণ্ণলক্খণতা, নিরাসঙ্কতা, অপ্পোস্সুক্কতা, সুখবিহারিতা, অকুতোভযতা, পিযবিপ্পযোগাভাবতাতি এবমাদীনি।

“কামে মিথ্যাচরণ বিরতির দ্বারা—শত্রুবিহীনতা, সর্ব্বজনপ্রিয়তা, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও শয়নাদিলাভ, সুখে শয়ন, সুখে জাগ্রত হওয়া, নরকভয় হইতে বিমুক্তি, স্ত্রী ও নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণের অযোগ্যতা, অক্রোধনতা, প্রত্যক্ষকারিতা, উন্নতগ্রীবাসম্পন্নতা, অনধোমুখতা, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর প্রিয়তা, পরিপূর্ণেন্দ্রিয়তা, পরিপূর্ণলক্ষণযুক্ততা, আশঙ্কাশূন্যতা, নিশ্চিন্ততা, সুখবিহিতা, নির্ভীকতা এবং প্রিয়জন বিয়োগবিহীনতা, পরস্ত্রী গমন বিরতির এইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।”

৪। মুসাবাদা বেরমণীযা—বিপ্পসন্নীন্দ্রিযতা, বিস্সট্ঠ-

মধুরভাণীতা, সমসিতসুদ্ধদন্ততা, নাতিথুলতা, নাতিকিসতা, নাতিরস্সতা, নাতিদীঘতা, সুখসম্ফস্সতা, উপ্পলগন্ধমুখতা, সুস্সূসক পরিজনতা, আদেয্যবচনতা, কমলুপ্পলদল সদিস মুদু লোহিত নযনজিব্হাতা, অনুদ্ধততা, অনপনততাতি এবমাদীনি।

"মিথ্যাবাক্য বিরতির দ্বারা—বিশুদ্ধেন্দ্রিয়সম্পন্নতা, স্পষ্টমধুরভাষিতা, সমান এবং পরিশুদ্ধ দন্তবিশিষ্টতা, নাতিস্থূলতা, নাতিক্ষুদ্রতা, নাতিকৃশতা, নাতিদীর্ঘতা, সুখ-সংস্পর্শযুক্ততা, মুখে উৎপলগন্ধ ও পরিজনবর্গের বশতা, গ্রহণযোগ্যবচনবিশিষ্টতা, কমল-উৎপলদল সদৃশ মৃদু রক্তবর্ণ নেত্রজিহ্বাসম্পন্নতা, ঔদ্ধত্যবিহীনতাও স্খলিতবাক্যশূন্যতা। মিথ্যাবাক্য বিরতির এইরূপ ফল লাভ হয়।"

৫। সুরামেরেয মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণীযা—অতীতা-নাগতপচ্চুপন্নেসু কিচ্চ করণীযেসু খিপ্পং পটিবিজাননতা, সদা উপট্ঠিত সতিতা, অনুম্মত্তকতা, ঞাণবন্ততা, অনলসতা, অজলতা, অমত্ততা, অপ্পমত্ততা, অসম্মোহতা, অচ্ছম্ভিতা, অসারম্ভিতা, অনিস্সুকিতা, সচ্চবাদিতা, অপিসুণ ফরুস সম্ফপ্পলাপবাদিতা, রত্তিন্দিবমতন্দিততা, কতঞ্ঞুতা, কতবেদিতা অমচ্ছরিযতা, চাগবন্ততা, সীলবন্ততা, উজুতা, অক্কোধনতা, হিরিমন্ততা, ওত্তাপিতা, উজুদিট্ঠিতা, মহন্ততা মেধাবীতা, পণ্ডিততা, অত্থানত্থকুসলতাতি এবমাদীনি ফলনি।

"সুরা, মৈরেয় ও মৈত্ত প্রভৃতি পান বিরতির দ্বারা

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কৃত্য ও করণীয় বিষয়ে শীঘ্র জ্ঞান লাভ করা, সর্ব্বদা জাগ্রতস্মৃতিশীলতা, অনোন্মত্ততা, জ্ঞানপরায়ণতা, মূর্খতাশূন্যতা, জড়বিহীনতা, মত্ততাহীনতা, অপ্রমত্ততা, অমোহাবিষ্ট, অস্তব্ধতা, নির্ভীকতা, ঈর্ষ্যাবিহীনতা, সত্যবাদিতা, পিশুনবাক্য, পৌরষবাক্য ও সম্প্রলাপবাক্য বিহীনতা, রাত্রি-দিবাতন্দ্রাহীনতা, কৃতজ্ঞতা ও কৃতবেদিতা (উপকারীর উপকার জানা), মাৎসর্য্যশূন্যতা, ত্যাগশীলতা, শীলবন্তুতা, সরলতা, ঋজুচিত্ততা, অক্রোধিতা, পাপের প্রতি লজ্জা ও পাপের প্রতি উৎবেগশীলতা, সম্যক্‌দৃষ্টিসম্পন্নতা, মেধাবিতা, পাণ্ডিত্য এবং অর্থানর্থ বিষয়ে দক্ষতা। সুরাপান বিরতির এইরূপ ফল লাভ হয়।”

(১) শীলভঙ্গের প্রথম দোষ।

১। পাণাতিপাতো ভিক্খবে আসেবিতো ভাবিতো বহুলীকতো নিরয সংবত্তনিকো হোতি, তিরচ্ছান যোনি সংবত্তনিকো হোতি, পেত্তিবিসয সংবত্তনিকো হোতি, যো সব্বলহুসো পাণাতিপাতস্স বিপাকো মনুস্সভূতস্স অপ্পায়ুক সংবত্তনিকো হোতি।

“হে ভিক্ষুগণ, (যদি) প্রাণীহত্যা সেবিত, বর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত হয়, নরকে, তির্য্যক্ যোনিতে ও প্রেত লোকে উৎপন্ন হইতে হয়, প্রাণীহত্যাকারীর ফল অতি সামান্য হইলেও মনুষ্য জন্মে জীব অল্পায়ু হয়।”

২। অদিন্নাদানং ভিক্খবে আসেবিতং, ভাবিতং, বহুলী-কতং নিরয সংবত্তনিকং হোতি, তিরচ্ছান যোনি সংবত্তনিকং হোতি, পেত্তিবিসয সংবত্তনিকং হোতি, যো সব্বলহুসো অদিন্না-দানস্স বিপাকো মনুস্স ভূতস্স মনুস্স দোভগ্গ সংবত্তনিকো হোতি।

"হে ভিক্ষুগণ, (যদি) অদত্তবস্তু গ্রহণ সেবিত, বর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত হয়, নরকে, তির্য্যক্ যোনিতে ও প্রেত লোকে উৎপন্ন হইতে হয়; অদত্তবস্তু গ্রহণের ফল সব চেয়ে লঘু হইলেও মনুষ্য জন্মে মনুষ্যের মধ্যে দুর্ভাগ্য লইয়া জন্ম হয়।"

৩। কামেসু মিচ্ছাচারো ভিক্খবে আসেবিতো, ভাবিতো, বহুলীকতো নিরয সংবত্তনিকো হোতি, তিরচ্ছান যোনি সংবত্তনিকো হোতি, পেত্তিবিসয সংবত্তনিকো হোতি, যো সব্বলহুসো কামেসু মিচ্ছাচারস্স বিপাকো মনুস্সভূতস্স সপত্তবেরং সংবত্তনিকো হোতি।

"হে ভিক্ষুগণ, (যদি) পরস্ত্রীগমন সেবিত, বর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত হয়, নরকে, তির্য্যক্ যোনিতেও প্রেতলোকে উৎপন্ন হইতে হয়; পরস্ত্রী গমনের ফল সব চেয়ে ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য জন্মে সপত্নীবৈরীতা লাভ হয়।"

৪। মুসাবাদো ভিক্খবে আসেবিতো, ভাবিতো, বহুলীকতো নিরয সংবত্তনিকো হোতি, তিরচ্ছান যোনি সংবত্তনিকো হোতি, পেত্তিবিসয সংবত্তনিকো হোতি, যো

সব্বলহুসো মুসাবাদস্স বিপাকো মনুস্সভূতস্স অভূতব্ভক্খান সংবত্তনিকো হোতি।

"হে ভিক্ষুগণ, (যদি) মিথ্যাবাক্য সেবিত, বর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত হয়; নরকে, তির্য্যক্ যোনিতেও প্রেত লোকে উৎপন্ন হইতে হয়; মিথ্যাবাদীর ফল সব চেয়ে ক্ষুদ্র হইলেও মনুষ্য জন্মে মিথ্যা অখ্যাতি লাভ হয়।"

৫। সুরামেরয পানং ভিক্খবে আসেবিতং, ভাবিতং, বহুলীকতং নিরয সংবত্তনিকং হোতি, তিরচ্ছান যোনি সংবত্তনিকং হোতি, পেত্তিবিসয সংবত্তনিকং হোতি, যো সব্বলহুসো সুরামেরেয পানস্স বিপাকো মনুস্সভূতস্স উম্মত্তক সংবত্তনিকো হোতি।

"হে ভিক্ষুগণ, (যদি) সুরামৈরেয় পান সেবিত, বর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত হয়, নরকে, তির্য্যক্ যোনিতে ও প্রেত লোকে উৎপন্ন হইতে হয়; সুরা পায়ীর ফল সকল চেয়ে অল্প হইলেও মনুষ্য জন্মে উন্মত্ত হইতে হয়।"

(২) শীলভঙ্গের দ্বিতীয় দোষ

১। পাণাতিপাতো অসীতি কপ্পানি নিরযে পচ্চিত্বা।
পঞ্চজাতি সতং পেতো, মচ্ছ-নাগ-মিগাদিনং,
মহিংসো, সূনো সিংগ্গালো পাণাতিপাতস্স দোসকো।

"প্রাণী হত্যাকারী আশীকল্প নরকে দগ্ধ হয়। তৎপর চ্যুত হইয়া পাঁচশত জন্ম প্রেতলোকে, মৎস্য, সর্প গো-মহিষ,

কুক্কুর, শৃগাল ও মৃগাদি তির্য্যক্ যোনিতে পাঁচ শতবার করিয়া জন্ম লইয়া থাকে। ইহাই প্রাণীহত্যাকারীর পাপের ফল।”

২। আদিন্নাদানং বীসতি কপ্পানি নিরযে পচিত্বা।
দলি্দ্দো কপণো হোতি বিরূপে বহুপদ্দবো,
নীচকুলেসু জাযতি অদিন্নাদানস্স দোসকো।

“অদত্তবস্তু গ্রহণকারী বিশকল্প নরকে পক্ব হয়। তৎপর তাহা হইতে চ্যুত হইয়া দরিদ্র, দীন, বিরূপ ও বহু উপদ্রব-বিশিষ্ট এবং নীচ কুলসমূহে উৎপন্ন হয়। ইহাই অদত্ত-গ্রহণকারীর পাপের ফল।”

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা তিংস কপ্পানি নিরযে পচ্চিত্বা।
পঞ্চজাতি সতং ইত্থি, পঞ্চজাতি নপুংসকো ;
জেগুচ্ছপটিকুট্ঠো চ, পরদারস্স দোসকো।

“ব্যভিচারী ত্রিশকল্প নরকে পক্ব হয়। তদনন্তর তাহা হইতে চ্যুত হইয়া পাঁচশত জন্ম স্ত্রী, পাঁচশত জন্ম নপুংসক এবং ঘৃণিত কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই পরস্ত্রী গমনকারীর পাপের ফল।

৪। মুসাবাদা তিংস কপ্পানি নিরযে পচ্চিত্বা।
পূতিবাতং মুখাযাতি, যোজনং পরিমণ্ডলং ;
ধম্মং সো ন জানতি, মুসাবাদস্স দোসকো।

“মিথ্যাবাদী ত্রিশকল্প নরকে দগ্ধ হয়। তদনন্তর তাহা হইতে চ্যুত হইয়া যদি মনুষ্য লোকে আসে ; মুখ হইতে

চতুর্দ্দিকে যোজন পরিমিত স্থান দুর্গন্ধময় হয় এবং সেই ব্যক্তি সদ্ধর্ম্ম অজ্ঞাত থাকে। ইহাই মিথ্যাবাদীর পাপের ফল।”

৫। সুরা-মেরায মজ্জপমাদট্ঠান অট্ঠবীসতি কপ্পানি নিরযে পচ্চিত্বা।

পঞ্চ জাতি সতংযক্খো, পঞ্চ জাতি সতং সূনো ;
উম্মত্তকো অনন্তো চ, সুরাপানস্স দোসকো।

“প্রমাদের কারণ সুরা-মৈরেয়-মদ্যপানকারী অষ্টবিংশ কল্প নরকে দগ্ধ হইবার পর তাহা হইতে চ্যুত হয়। পাঁচশত জন্ম যক্ষ, পাঁচশত জন্ম কুকুর ও অনন্তকাল উন্মত্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ইহাই সুরাপানকারীর পাপের ফল।”

(৩) শীলভঙ্গের তৃতীয় দোষ

১। হত্থপদাদিছেজ্জংচ তালনং চ কসাদিহি,
পাণাতিপাতীলাভতি নক্কসপ্পাদুপদ্দবং।
তরুণেব মরণং যাতি সদা পাণহরো নরো,
মাতুকুচ্ছিগতো চা'পি বলো বা যোব্বনে ঠিতো।
সীসক্খি কুচ্ছিরোগো চ বণিকো কচ্ছুকো কিসো,
রোগানমকরো হোতি অতেকিচ্ছো'সধাদিহি।
সদা বিযোগী সোকী চ পুত্তদারেসু ঞাতিসু,
পাণাতিপাতিকো হোতি সদা উব্বিগ্গমানসো'তি।

“প্রাণীহত্যাকারী কুম্ভীর ও সর্পাদি হিংস্রক প্রাণীর উপদ্রব এবং হস্তপদছেদন ও কষাঘাত প্রভৃতি প্রহার লাভ

করে। প্রাণীহন্তা মাতৃকুক্ষিতে, তরুণ কালে এবং পূর্ণযৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঔষধ দ্বারা অচিকিৎস্য শির-রোগ, চক্ষু-রোগ ও ব্রণাদি রোগে অভিভূত থাকে। প্রাণহন্তা সর্ব্বদা স্ত্রীপুত্রাদি মৃত্যুজনিত শোক এবং সতত উৎবিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করে।"

২। দলিদ্দো কপণো হোতি দেহি দেহী'তি যাচকো,
কপালহত্থো ভিক্খন্তো হোতি থেয্যরতো নরো।
দিস্বান মধুরং অন্নপানং বত্থাদিকং সুভং,
গিলন্তলালো অলভন্তো ছিন্নাসো হোতি থেনকো।
পরকম্মরতো হোতি সব্বদা পর পেস্সিকো
পরদত্তু'পজীবন্তো হোতি থেয্যরতো নরোতি।

"চৌর্য্যরত নর দরিদ্র, দীন, দুঃখী ও যাচক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আমাকে দাও, আমাকে দাও বলিয়া যাচ্ঞা করিলেও কিছু পায় না এবং কোন ভগ্নপাত্রাংশ হাতে করিয়া ভিক্ষা করিতে থাকে। চৌর্য্যরত ব্যক্তি মধুর অন্ন-পানীয় ও মনোজ্ঞ বস্ত্রাদি দেখিয়া লোভে মুখ নিঃসৃত লালা গলাধঃকরণ করিতে করিতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। চৌর্য্যরত নর সতত পরকর্ম্মে রত, পর প্রেরক ও পরদত্তভোজী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।"

৩। কুট্ঠং গণ্ডো কিলাসো চ কাসো সাসো'পমারকো,
অতেকিচ্ছো পাপরোগো পীলেতি পারদারীকং।

বিবণ্ণো চ বিরূপো চ বিকটঙ্গো চ দুদ্দসো,
হোতি চম্মাট্ঠিমত্তেহি পেতো 'ব পারদারিকো।

(ই) থিযো ন মুচ্চরে (ই) থিত্তা (ই) থিত্তং যাতি পুমা সদা,
নপুংসকো পণ্ডকো বা হোতি খো পারদারিকো।

"পরদারসেবী অচিকিৎস্য কুষ্ঠ, গণ্ড, শ্বেতকুষ্ঠ, কাস, হাঁপানি ও অপস্মার ইত্যাদি কঠোর কর্ম্মজ ও পাপজ রোগ-সমূহ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। পরস্ত্রীগমনকারী বিবর্ণ, বিরূপ, বিকলাঙ্গ, দুর্নিরীক্ষ্য (প্রিয় মাতাপিতাও তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না)। অস্থি-চর্ম্মসার প্রেততুল্য হয়। যদি স্ত্রী পরপুরুষ গমন করে, সে স্ত্রীত্ব হইতে কখনও মুক্ত হয় না এবং পুরুষ পরস্ত্রী গমন করিলে, সে স্ত্রী, নপুংসক ও পণ্ডক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।"

ইত্থি ন মুঞ্চতি সদা পুন ইত্থিভাবং
নারী সদা ভবতি সো পুরিসো পরত্থ,
যো আচরেয্য পরদারমলঙ্ঘনীযং
ঘোরঞ্চ বিন্দতি সদা ব্যসনং চ 'নেকং।

"যে ব্যক্তি অলঙ্ঘনীয় পরস্ত্রী সেবন করে, সেই পুরুষ জন্মান্তরে সর্ব্বদা নারী হইয়া জন্মধারণ করে। যদি স্ত্রী হইয়া পরপুরুষ সেবন করে, সে স্ত্রীও স্ত্রীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং ধন-বিনাশজনিত, মানবিনাশজনিত দুঃখ এবং নরকে অনেক প্রকার ভীষণ দুঃখ ভোগকরিতে থাকে।"

৪। দন্তোর্ট্ঠমুখ বেকল্লং লালাপগ্ঘরণ, সদা,
বধিরত্তং চ মূগত্তং যাতি সত্তো মুসারতো।
মধুরম্পি সো বদে বাচং তং তু কন্নকঠোরকং,
হোতি সো অপ্পিযো বাচো জন্তুনো অলীকেরতো।
মুখতো বাযতে তস্স দুগ্গন্ধো জাতি জাতিযং,
অলীকং যো ভাসতে বাচং পেচ্চা পাযেসু পচ্চতী'তি

"মিথ্যারত ব্যক্তি দন্তৌষ্ঠ ও মুখ বৈকল্য প্রাপ্ত হয়, সদা মুখ হইতে লালা বিগলিত হয়। অনেক জন্মে বধির ও মূক হইয়া থাকে। সেই মিথ্যাবাদী মধুর বাক্য বলিলেও তাহা শ্রোতার কর্ণে কর্কশ বোধ হয় এবং সে ব্যক্তি সকলের অপ্রিয় হয়। যে মিথ্যাবাদী তাহার মুখ হইতে জন্মে জন্মে দুর্গন্ধ প্রবাহিত হয় এবং দেহাবসানে অপায়ে দগ্ধ হইতে থাকে।"

৫। যো মজ্জং পিবতে জন্তু পমাদট্ঠান সঞ্ঞিনা,
স পচ্চক্খে পরত্থে চ দুক্খং বিন্দতি কক্খলং।
অজানন্তো খিত্তচিত্তো ভবে তং অসুচিং সুচিং,
গরুতবেব অজানন্তো উম্মত্তো সুনখো বিয।
সজনে পরিজনেহেসো অসঞ্ঞতো মহাজল্লো,
দিগম্বরো নীচবুত্তি হোতি পানরতো নরো 'তি।

"যে মানব প্রমাদের কারণভূত মদ্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন করে, সেই দুর্জন ইহকালে প্রত্যক্ষ ও পরকালে নরকে নানা প্রকার দুঃখভোগ করে। সে জন্মে জন্মে ক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া পাগল

কুক্কুরের ন্যায় এ-টী অশুচি ও-টী শুচি তাহার সেই জ্ঞান থাকে না এবং গৌরবান্বিত জনের গৌরব জানে না। এই ব্যক্তি আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলের প্রতি অসংযত এবং জ্ঞানবুদ্ধিহীন হয়, তাহার লজ্জা-ভয়-সংযম দূরীভূত হয়, সংযত জ্ঞান তাঁহার লোপ পায় এবং নেশাসক্ত নর উলঙ্গ ও নীচস্বভাবসম্পন্ন হয়।"

(৩) পঞ্চশীল

যখন কাশ্যপ বুদ্ধ ত্রি-ভবের অবিদ্যা-তিমির বিদলিত করিয়া বিদ্যা-ভাস্কর রূপে উদিত হইয়া ত্রিতাপে পরিতপ্ত জনগণকে নির্ব্বাণামৃত সুধা বিতরণ করিতেছিলেন, তখন পরদ্রব্যাপহারক সহস্র চোর জনপদবাসীদিগকে তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখিয়া পলাইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায়ও তাহারা পশ্চাৎ অনুসৃত হইয়া পলায়নের উপায় না দেখিয়া অনতিদূরে পাষাণোপরি উপবিষ্ট তাপসের নিকট উপস্থিত হইল।

"প্রভো! আমাদের আশ্রয় দিন।" তাহা শুনিয়া, তাপস তাহাদিগকে বলিলেন, "এই সময় তোমাদের শীল ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় নাই।" এই বলিয়া, তিনি তাহাদের সকলকে পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। তাপস তাহাদিগকে শীল গ্রহণ করাইয়া, পুনঃ সকলকেই বলিলেন, "এখন তোমরা শীলবান্, সুতরাং যে কেহ আসিয়া যদি তোমাদিগকে হত্যা করে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না

করিয়া অন্তরে মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।" এই উপদেশ তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। সাধু! বলিয়া, তাহারা সম্মত হইল। তখন জনপদবাসী মনুষ্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চোর সকলকে হত্যা করিল।

তাহারা মৃত্যুর পর গৃহীত পঞ্চশীলের প্রভাবে কামাবচর দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ-দেবপুত্র হইলেন এবং অবশিষ্ট তাঁহার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা ক্রমান্বয়ে ছয় কামস্বর্গের দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে করিতে এক বুদ্ধের শাসনকাল অতিবাহিত করিয়া আমাদের সম্যক্ সম্বুদ্ধের উৎপন্নকালে চ্যুত হইয়া, শ্রাবস্তীর অনতিদূরে কৈবর্ত্ত গ্রামে কৈবর্ত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিল। প্রাপ্তবয়সে তাহারা 'কপিল' মৎস্যকে জালে আবদ্ধ করিয়া জেতবন বিহারে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সমীপে লইয়া আসিল, তৎপর ভগবানের ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া সকলেই অর্হত্ব ফল সম্প্রাপ্ত হইল। তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে—

ঞাতীনঞ্চ পিযো হোতি মিত্তেসু চ বিরোচতি,
কাযস্স ভেদা সুগতিং উপপজ্জতি সীলবা।

"শীলবান্ ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের প্রিয় হন, মিত্রগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ থাকেন এবং দেহাবসানে সুগতি প্রাপ্ত হন।

(৪) শরণ শীল

সুরনরগুরু ভগবান্ বুদ্ধ শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সপ্তশত বণিক বাণিজ্যার্থ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই নৌকা পাল-যোগে মহাসমুদ্র প্রাপ্ত হইলে ভীষণ ঝটিকায় উহার উভয় পার্শ্বে উর্ম্মিবেগে জল উঠিয়া পূর্ণ হইতে লাগিল। যখন নৌকা জলমগ্ন হইতে আরম্ভ করিল, তখন আরোহিগণ মরণভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন এরূপ ভয়ে "আমার কোন প্রতিশরণ আছে কি?" চিন্তা করিতে করিতে নিজ রক্ষিত সুপরিশুদ্ধ শরণশীল দৃষ্টে তাহাতে স্মৃতিমান হইয়া নৌকার উপর যোগরত যোগীর ন্যায় আসনে ভয়শূন্য অন্তরে বসিলেন; অবশিষ্ট লোকেরা তাঁহাকে নির্ভীক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, এই জনসমূহ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া বিবিধ দেবতার সমীপে বিলাপ করিয়া জীবন ভিক্ষা চাহিতেছে। অথচ আপনাকে কোন প্রকার ভয়ে ভীত বলিয়া মনে হইতেছে না কেন?" তাহা শুনিয়া, তিনি কহিলেন, "আমি পোতারোহণ দিবসে সঙ্ঘকে দান দিয়া শরণশীল গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; সেই কারণে আমার কোন ভয় নাই।" "মহাশয়, সেই শরণশীল কি রূপ? তাহা অন্যেরাও গ্রহণ করিতে পারে কি না?" "তাহা সকলেরই গ্রহণীয়।"

এইরূপ বলিলে তাহা হইলে আমাদিগকেও সেই শরণশীল প্রদান করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা শরণশীল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সেই সপ্তশত বণিককে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। প্রথম ভাগ গুল্‌ফ প্রমাণ জলে স্থিত হইয়া শীল গ্রহণ করিলেন, দ্বিতীয় ভাগ জানুপ্রমাণ, তৃতীয় ভাগ নাভি প্রমাণ, পঞ্চম ভাগ বক্ষ-প্রমাণ, ষষ্ঠ ভাগ গলা-প্রমাণ ও সপ্তম ভাগ সমুদ্রজল মুখ-প্রমাণ হইলে, তাঁহাদের শীল দিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, "বর্ত্তমানে তোমাদের অন্য কোন প্রতিশরণ নাই, শীলই একমাত্র প্রতিশরণ; তাহা মনে মনে স্মরণ কর।" সেই সপ্তশত বণিক তথায় কালপ্রাপ্ত হইলে মরণাসন্ন কালে গৃহীত পঞ্চশীলের প্রভাবে ত্রয়স্ত্রিংশ দেব-নগরে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলেই এক স্থানেই বিমানগুলি লাভ করিয়াছিলেন, শীল প্রদানকারী আচার্য্যের শতযোজনোচ্চ স্বর্ণময় বিমান এবং অবশিষ্ট বিমানগুলি তাঁহার বিমান পরিবেষ্টিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্রমশ নীচ হইয়া উত্থিত হইল।

কিন্তু সর্ব্বশেষে শীলগ্রহণকারী ব্যক্তিরা প্রান্তে দ্বাদশ-যোজনোচ্চ বিমানগুলি লাভ করিলেন। তাঁহারা দেবলোকে উৎপত্তিক্ষণেই নিজ নিজ কৃত পুণ্যকর্ম্ম স্মরণ করিয়া "এই আচার্য্যের কৃপায় তাঁহাদের দিব্যসম্পত্তি লাভ হইয়াছে" বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। চলুন, আমরা জগদ্‌গুরু সম্যক্‌ সম্বুদ্ধের নিকট গমন করিব এবং আপন আচার্য্যের গুণ তাঁহার সমীপে

প্রকাশ করিব।" এরূপ মনে করিয়া রাত্রির মধ্যম যামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভো! এই আচার্য্য মৃত্যুর সময় আমাদের এরূপ আশ্রয় হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া আমরা স্বর্গের অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছি, তাঁহার গুণের কথা বিবৃত করিয়া তথাগতকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহারা দেবলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

(১) বিহার দায়ক ও উপাসকের কর্ত্তব্য

উপাসক বলে কেন?

১। যিনি বুদ্ধের উপাসনা করেন, ধর্ম্মের উপাসনা করেন ও সংঘের উপাসনা করেন, তিনি উপাসক বলিয়া কথিত হন। তাঁহাদের শীল কি? প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন, মিথ্যা-কথা ও সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন হইতে বিরত হওয়াই উপাসকের শীল। এই শীলসমূহ উপাসকদের নিত্য পালনীয়। আর অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে বিহারে যাইয়া অষ্টশীল ও দশশীল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

২। কিত্তাবতা নু খো ভন্তে উপাসকো হোতী'তি, যতো খো মহানাম বুদ্ধং সরণংগতো হোতি, ধম্মং সরণংগতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি, সদ্দহতি তথাগতস্স বোধিং, এত্তাবতা খো মহানাম উপাসকো হোতী'তি।

"ভন্তে, কি প্রকারে উপাসক হয়? হে মহানাম, যে হইতে

উপাসক বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সংঘের শরণাগত হন এবং তথাগতের বোধিকে শ্রদ্ধা করেন, হে মহানাম, এই প্রকারে উপাসক হওয়া যায়।”

(২) দশবিধ উপাসক গুণ

দস ইমে মহারাজ, উপাসকস্স উপাসকগুণা, কতমে দস?

“মহারাজ, উপাসকের এই দশ প্রকার উপাসকগুণ আছে। কি কি?”

১। ইধ মহারাজ, উপাসকো সঙ্ঘেন সমানসুখ-দুক্খো হোতি।

“মহারাজ, এই বুদ্ধ-শাসনে উপাসক মাত্রেই সংঘের সহিত সম-সুখ-দুঃখ-ভাগী হন।”

২। ধম্মাধিপতেয্যো হোতি।

“ধর্ম্মকে নিজ অধিপতিরূপে গ্রহণ করেন।”

৩। যথাবলং সংবিভাগরতো হোতি।

“যথাশক্তি সংবিভাগরত, অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুরভাগ অপরকেও দিবার জন্য অনুরাগী হন।”

৪। জিনসাসনং পরিহানিং দিস্বা অভিবড্‌ঢিযো বাযমতি। “জিন বা বুদ্ধ-শাসনের পরিহানি দেখিয়া অভি-বৃদ্ধির বা উন্নতির জন্য উদ্যম শীল হন।”

৫। সম্মাদিট্ঠিকো হোতি, অপগতকোতুহল মঙ্গলিকো। “সম্যক্ দর্শী হন, মাঙ্গলিক বস্তু ব্যবহারে কৌতূহল ত্যাগ করেন।”

৬। জীবিতহেতু 'পি ন অঞ্ঞং সত্থারং উদ্দিসতি।
"প্রাণ গেলে ও অপর শাস্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন না-অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন না।"

৭। কাযিকং বাচসিকং চ 'স্স রক্খিতং হোতি।
"প্রাণীহত্যা চুরি ও পরদার—এই ত্রিবিধ কায়িক, মিথ্যা, বৃথা, কটু ও গল্প করা, এই চারি বাচনিক (অকুশল) কার্য্য হইতে নিজকে রক্ষা করেন।"

৮। সমগ্গারামো হোতি সমগ্গারতো।
"তিনি ঐক্যে আনন্দ অনুভব করেন এবং ঐক্যবিধানে রত হন।"

৯। অনুস্সূকো হোতি, ন চ কুহনবসেন সাসনে চরতি।
"অসূয়াবিহীন হন, কুহক বা প্রবঞ্চনাদ্বারা শাসনে বিচরণ করেন না।"

১০। বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি,

সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি।

"বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাগত হন।"

দস্সনম্পহং ভিক্খবে তেসং ভিক্খূনং বহুকারং বদামি—
"হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি সেই বুদ্ধ শ্রাবকদিগের দর্শনেও বহু-উপকার আছে। "যতো হিতকামেন কুলপুত্তেন-পে-সব্বসম্পত্তীনং লাভী হোতি" যেই মুহূর্ত্তে শাসনের হিতকামী কুলপুত্র গৃহদ্বারে উপস্থিত ভিক্ষু দেখিবে, তখনই দানীয়বস্তু

কিছু থাকিলে দান দিবে, যদি দান দিবার কিছু না থাকে, পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিবে, তাহাও না পারিলে, যোড় হস্তে বন্দনা করিবে, তাহাও সম্ভব না হইলে প্রসন্নচিত্তে ও প্রিয়চক্ষু দ্বারা দর্শন কবিবে। এই দর্শন জনিত পুণ্য দ্বারা তাহার অনেক হাজার জন্মে চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইবে না, পঞ্চবর্ণ পরিপূর্ণ হইবে। রত্নবিমানে বিমুক্ত মণিকবাট সদৃশ হইবে এবং লক্ষকল্প পরিমাণ দেব মনুষ্যলোকে সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারী হইবে।

১১। একদা এক পেচক বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের প্রতি চিত্তপ্রসন্ন করিয়া "কপ্পানি সত সহস্সানি দুগ্গতিং সো ন গচ্ছতি" সে লক্ষকল্প দুর্গতিতে গমন করে নাই। এক সময় ভগবান্ বেদিয়ক পর্ব্বতে ইন্দ্রশাল গুহায় অবস্থান করিবার সময় এক পেচক ভগবানের ভিক্ষাচরণ কালে তাঁহার পাছে পাছে অর্দ্ধরাস্তা অনুগমন করিত এবং ফিরিয়া আসিবার সময় অর্দ্ধপথ যাইয়া আগু বাড়াইয়া লইত। এক দিবস সায়ংকালে সম্যক্ সম্বুদ্ধ ষড়রশ্মি বিকীরণ করিয়া সুসজ্জিত আসনে ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। ঠিক্ সেই ক্ষণে সেই পেচক বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবার অভিপ্রায়ে ডানা প্রসারিত করিয়া মস্তক নীচু করত ভগবান্ বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া অবস্থিত ছিল।

তখন তাহার অনতিদূরে স্থিত এক বৃক্ষদেবতা তাহা

দেখিয়া পেচকের প্রশংসা করিতে করিতে এই গাথা প্রকাশ করিল।

১। উলুককো মণ্ডলক্খিকো বেদিযকে চিরদীঘবাসিকো,
সুখিতো বত কোসিযো অযং কালু্ট্ঠিতং পস্সতি বুদ্ধবরং।

"মণ্ডলাক্ষী পেচক দীর্ঘকাল বেদিয়ক পর্ব্বতে একান্তই সুখে অবস্থান করে, এই পেচক্ বহুকল্পে উৎপন্ন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিতেছে।" ভগবান্ পেচকের ক্রিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। আনন্দ হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পেচকের ভবিষ্য সৌভাগ্য লাভ সম্পর্কে তিনি এই দুইটী গাথা উচ্চারণ করিলেন—

২। মযি চিত্তং পসাদেত্বা ভিক্খু সঙ্ঘে অনুত্তরে,
কপ্পানি সত সহস্সানি দুগ্গতিং সো ন গচ্ছতি।

৩। দেবালোকা চবিত্বান কুসলমূলেন চোদিতো,
ভবিস্সতি অনন্তঞাণো সোমনস্সতিবিস্সুতো।

"অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ এবং আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্নতা হেতু এই পেচক কল্পকাল যাবৎ দুর্গতিতে গমন করিবে না। দেবলোক হইতে চ্যুত: হইয়া কুশলকর্ম্ম প্রভাবে ভবিষ্যতে "সোমনস্স" নামে বিখ্যাত অনন্ত জ্ঞানী পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে।"

১২। অনাথ পিণ্ডিকো'পি বিসাখা'পি মহাউপাসিকা নিবদ্ধং দিবসস্স দ্বেবারে তথাগতস্স উপট্ঠানং গচ্ছন্তি। গচ্ছন্তা চ— "দহরা সামণেরা নো: হত্থে ওলোকেস্সন্তী 'তি তুচ্ছহত্থা নাম

ন গতপুব্বা। পুরেভত্তং গচ্ছন্তা খাদনীযাদীনি গাহাপেত্বা ব গচ্ছন্তি, পচ্ছাভত্তং পঞ্চভেসজ্জানি অট্ঠ চ পানানি। নিবেসনেসু পন তেসং দ্বিন্নং ভিক্খু সহস্সানং নিচ্চ পঞ্ঞত্তানেবাসনানি হোন্তি; অন্নপান ভেসজ্জেসু যো যং ইচ্ছতি তস্স তং যথিচ্ছি তমেব সম্পজ্জতি।

"উপাসক অনাথপিণ্ডিক ও মহোপাসিকা বিশাখা প্রতিদিন দুইবার তথাগত বুদ্ধের সেবার জন্য বিহারে যাইতেন। তাঁহাদের গমন সময়ে শ্রামণেরগণ কিছু পাইবার আশায় আমাদের হস্তের দিকে অবলোকন করিবেন," এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা কোন দিন শূন্য হস্তে বিহারে গমন করিতেন না। প্রাতে খাদ্যদ্রব্যাদি এবং সায়াহ্নে (১) পঞ্চ ভৈষজ্য ও (২) অষ্টপানীয় লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের গৃহেও নিত্য দুই হাজার ভিক্ষুর আসন সজ্জিত থাকিত। অন্ন, পানীয় ও ভৈষজ্য যিনি যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে তাহা যথেচ্ছা প্রদান করিতেন।"

(৩) উপোসথ শীল

(৩) গৃহীর পক্ষে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তাহে এক দিন পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য

---

(১) পঞ্চ ভৈষজ্য—ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড়।

অষ্ট পানীয়—আম, জাম, মৃদ্বিকা (কিশ্‌মিশ্‌), চোছ, মোচ, ফারুশ, শালুক, ও মধুকাপান।

ৰিহারে যাইয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য শীল গ্রহণ ও পালন বা অভ্যাস করা একান্তই কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বিধান করা হয়। কাজেই প্রত্যেক গৃহী বৌদ্ধের উচিত, সপ্তাহে একদিন সংসার জ্বালা নিবৃত্তির জন্য চিন্তা করা "কোথা হইতে এই দুর্লভ মনুষ্য লোকে আসিয়াছি, আবার কোথায় স্রোতমুখে পতিত তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইব।"

যেই দিন অষ্টশীল গ্রহণ করিবেন উহার পূর্ব্ব দিনে দৈনিক সমস্ত কার্য্যাদি শেষ করিয়া বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষুপূজার উপকরণ প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিবেন (বিহারে যাইবার সময় যাহাতে গোলমাল ও তাড়াতাড়ি না হয়।) উপোসথের দিন প্রাতে সকাল সকাল স্নানাদি করিয়া সংগৃহীত উপকরণ হস্তে লইয়া শান্ত ও সংযত মনে ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিতে করিতে বিহারে উপস্থিত হইবেন।

সাধারণত মাসে চারিটী করিয়া গৃহীদের উপোসথ হইয়া থাকে। (১) অমাবস্যা; (২) শুক্লপক্ষের অষ্টমী, (৩) পূর্ণিমা ও (৪) কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। এই উপোসথ দিবসে গৃহী উপাসক ও উপাসিকাদিগকে অষ্টশীল বা ব্রহ্মচর্য্যশীল বিহারে যাইয়া ভিক্ষুর নিকট গ্রহণ ও পালন করিতে ভগবান্ আদেশ করিয়াছেন। তদনন্তর বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষুদিগকে বিবিধ খাদ্য-ভোজ্য ও ব্যবহারোপযোগী বস্তুসমূহ দানের পর নির্জ্জনে বসিয়া কর্ম্মস্থান ভাবনা করিবে; তারপর সময় মত ধর্ম্ম শ্রবণ এবং ধর্ম্মালোচনার দ্বারা দিবারাত্রি যাপন করিবেন।

বিশেষত সঙ্খপাল, ভূরিদত্ত ও চম্পেয়্য নাগরাজাদি জন্মে বোধিসত্ত্বও উপোসথ শীল রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশুদ্ধভাবে একদিবস বা অর্দ্ধদিবস উপোসথ শীল পালন করিলে কি ফল লাভ হয় তাহা পরে উক্ত হইবে।

(৪) অষ্ট শীল অধিষ্ঠান

অহং ভন্তে, অজ্জ ইমঞ্চ দিবসং ইমঞ্চ রত্তিং উপোসথং উপবসামি, অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং সীলং সমাদিযামি।

"ভন্তে, আমি অদ্য দিবারাত্রি উপোসথ শীল উপবাস পালন করিতেছি এবং অষ্টাঙ্গ সমন্বিত শীল গ্রহণ করিতেছি।"

(৫) দিবা বা রাত্রি অধিষ্ঠান

অহং ভন্তে, অজ্জ ইমঞ্চ দিবসং উপোসথং উপবসামি, অট্ঠঙ্গ-সমন্নাগতং সীলং সমাদিযামি।

কেবল একরাত্রি মাত্র পালনের ইচ্ছা হইলে ঃ—

"ইমঞ্চ দিবসং" স্থানে "ইমঞ্চ রত্তিং" বলিতে হইবে।

(৬) অষ্টশীল প্রার্থনা

"ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গ-সমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।" দুতিযম্পি···ততিযম্পি···এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

"অবকাশ করুন, ভন্তে! আমি ত্রিশরণ সহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল প্রার্থনা করিতেছি। ভন্তে, অনুগ্রহ

করিয়া আমাকে অষ্টশীল প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও। তৎপর 'নমো তস্স' আদি ত্রিশরণ সহ অষ্টশীল ভিক্ষুর মুখে মুখে আবৃত্তি করিবে।

(৭) অষ্টশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২। আদিন্নাদানা " " "
৩। অব্রহ্মচরিযা " " "
৪। মুসাবাদা " " "
৫। সুরামেরেযমজ্জপমাদট্ঠানা " "
৬। বিকাল-ভোজনা " " "
৭। নচ্চ-গীত-বাদিত বিসূকদস্সন-মালাগন্ধবিলেপন ধারণ মণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮। উচ্চাসযন-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

১। ১ম শীল ও ২য় শীল পঞ্চ শীলের অনুরূপ।

৩। অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরত হইব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৪। ৪র্থ শীলও পঞ্চ শীলের মত।

৫। ৫ম শীলও " "

৬। বিকাল ভোজন হইতে বিরত হইব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। অর্থাৎ দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে পরদিন অরুণোদয় পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কিছু আহার করিব না এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৭। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও উৎসব-দর্শন এবং ফুলের মালা, চন্দন, আতরাদি সুগন্ধিদ্রব্য লেপন, অলঙ্কারাদি ধারণ, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য শরীর মর্দ্দন, তিলক ধারণ এবং পাউডার ইত্যাদি লাগাইয়া মুখের শোভা বৃদ্ধির কারণ হইতে বিরত হইব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৮। * উচ্চশয্যা বা মহাশয্যায় শয়ন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

অষ্ট শীল গ্রহণ শেষ হইলে ভিক্ষু বলিবেন ঃ—

"তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গসীলং (উপোসথ সীলং) ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেহি।" বহু বচনে "সম্পাদেথ" বলিবেন।

উপাসক ও উপাসিকাগণ "আম ভন্তে !" বলিবে।

৮। স্বয়ং অষ্ট শীল গ্রহণ

অষ্টশীল গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ভিক্ষু না পাইলে বিহার ধাতুচৈত্য ও বোধি বৃক্ষ বা কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পঞ্চাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রথম "নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" বলিবে, তৎপর ত্রিশরণ সহ অষ্টশীল আবৃত্তি করিবে। যাহার পালি বাক্যগুলি মুখস্ত নাই সে নিজ মাতৃ ভাষায়ও বলিতে পারে "আমি অদ্য সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক

* ১২ বুরুলের উচ্চ খাট পালঙ্ক বা চৌকিতে ও রুইভরা গদি, তোষকে শুইব না ও বসিব না।

দেশিত অষ্টাঙ্গ শীল গ্রহণ করিতেছি।" এইরূপ সঙ্কল্প করিলেও অষ্টশীল গ্রহণ করা হইবে।

যদি কোন কারণ বশত প্রাতে ভিক্ষুর সাক্ষাৎ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে অষ্টশালগ্রহণেচ্ছু ভোরবেলা অধিষ্ঠান (সঙ্কল্প) করিয়া থাকিবে। পরে ভিক্ষুর সাক্ষাৎ পাইলে অষ্টশীল গ্রহণ করিবে।

(৯) অষ্টশীল অধিষ্ঠান

অহং ভন্তে, বুদ্ধপঞ্ঞত্তং অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথং অধিট্ঠামি, তং ভগবন্তং পটিপাটিযা পূজেস্সামি।··· দুতিযম্পি··· ততিযম্পি।

ভন্তে, আমি বুদ্ধ দেশিত অষ্টাঙ্গউপোসথ অধিষ্ঠান করিতেছি, সেই ভগবানকে পরিপাটিরূপে পূজা করিব। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও বলিবে।

(১০) উপোসথ তিন প্রকার

(১) গোপাল-উপোসথ (২) নিগ্রন্থ-উপোসথ (৩) আর্য্য উপোসথ।

(১) গোপাল বা গোরক্ষক প্রাতে গৃহস্থের গরু বুঝিয়া লইয়া সমস্ত দিন চরাইয়া আনে এবং সন্ধ্যাকালে গৃহস্থকে গরু ফিরাইয়া দিয়া চিন্তা করে, আজ অমুক অমুক স্থানে গরু চরিয়াছে; অমুক অমুক স্থানে জল পান করিয়াছে, আগামী কল্য অমুক স্থানে চরিবে এবং অমুক স্থানে জল পান করিবে।

সেইরূপ কোন কোন উপোসথ গ্রহণকারী ব্যক্তি ভাবনাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করে—আজ অমুক অমুক খাদ্য-ভোজ্য খাইলাম ও অমুক পানীয় পান করিলাম, আগামী কল্য এই খাদ্য-ভোজ্য খাইব এবং এই পানীয় পান করিব। এইরূপ লোভ-সহগত চিত্তে এবং নানাবিধ গল্প ও গুজব করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। এই ব্যক্তির উপোসথ গোপাল উপোসথ।

(২) নির্গ্রন্থ নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহার তাঁহাদের শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে পূর্ব্বদিকে একা শত যোজনের মধ্যস্থ কোন প্রাণীহত্যা করিবে না। পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও শত যোজনের মধ্যস্থ কোন প্রাণীহত্যা করিবে না। সেইরূপ উপোসথ গ্রহণকারী উপাসক আংশিক ভাবে শীল পালন করে। তাহার উপোসথ নির্গ্রন্থ উপোসথ।

(৩) যে উপাসক বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি ও সঙ্ঘানুস্মৃতি, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা চিত্তের পাপ রাশি বিনাশ করিয়া উপোসথ দিবস ক্ষেপণ করেন, তাঁহার উপোসথ আর্য্য উপোসথ।

(১১) বিশাখা-উপোসথ

ঠানং খো পনেতং বিসাখে বিজ্জতি, যং ইধেকচ্চো ইত্থি ব পুরিসো ব অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথং উপবসিত্বা কাযস্স-ভেদা পরম্মরণা চতুম্মহারাজিকানং দেবানং সহব্যতং উপপ-

জ্জেয্য ; তাবতিংসানং দেবানং, তুসিতানং দেবানং, নিম্মাণ-রতিনং দেবানং, পরনিম্মিতবসবত্তিনং দেবানং, সহব্যক্তং উপপজ্জেয্যাতি।

"বিশাখে, এই শাসনে, এই কারণ বিদ্যমান আছে—যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করেন তাঁহারা দেহাবসানে পরলোকে কেহ কেহ চতুর্ম্মহারাজিক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ যাম স্বর্গে কেহ কেহ তুষিত স্বর্গে কেহ কেহ নির্ম্মাণরতি স্বর্গে কেহ কেহ পরনির্ম্মিত-বসবর্ত্তী স্বর্গে উৎপন্ন হয়।"

(১২) উপোসথ গ্রহণকারী মনে মনে এইরূপ ধারণা করিবেন

১। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণীহত্যা হইতে বিরত থাকেন, কোন প্রাণীকে প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার দণ্ড গ্রহণ বা অস্ত্রধারণ করেন না, প্রাণীহত্যার প্রতি ঘৃণা ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই দিবারাত্রি আমি ও প্রাণীহত্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়াছি। এই সমস্ত কারণে আমি অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। এই সঙ্কল্পে আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

২। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা গ্রহণ করেন না। আমি এই দিবারাত্রি অদত্ত গ্রহণে বিরত থাকিব ; এমন কি, কাহারও অপ্রদত্ত তৃণশলাকাদিও চুরি

করিব না। চুরি হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিরত হইব। এই সঙ্কল্পে আমি অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। কাজেই আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৩। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন অব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী ভাবে জীবনযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা হীন মৈথুন ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকেন। সুতরাং আমি এই দিবারাত্রি অব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালন করিব এবং হীন মৈথুন ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ থাকিব। এই সঙ্কল্পে আমি অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। কাজেই আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৪। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া সত্যবাক্য বলেন, তাঁহারা সকল সময় সকলের প্রতি মিষ্টভাষী হন, কাহাকেও কর্কশ কথা বলেন না। ইহপরকালের অহিতজনক বৃথা কথায় সময় অতিবাহিত করেন না। সুতরাং আমিও অদ্য দিবারাত্রি মিথ্যাবাক্য এবং বৃথা আলাপ পরিত্যাগ করিয়া অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। কাজেই আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৫। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন প্রমাদের কারণ সুরামৈরেয় ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন করেন না। আমিও অদ্য দিবারাত্রি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিব না, এই সঙ্কল্পে আমি অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। ইহাতে আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৬। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন একবেলামাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, কখনও দিবা দ্বিপ্রহরের পর আহার করেন না। আমিও দিবারাত্রি একাহারী হইয়া যাপন করিব, বিকাল ভোজন করিব না। এই সঙ্কল্পে আমি তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতেছি। সুতরাং আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৭। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন নৃত্য, গীত, বাদ্য, উৎসব দর্শন করেন না, মালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ধারণ করেন না, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারাদিও পরিধান করেন না। আমিও আজ দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, উৎসবাদিতে রত হইব না এবং নৃত্য দেখিব না, গান শুনিব না ও কোন প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য অঙ্গে মাখিব না, ফুলের মালা বা অলঙ্কারাদি অঙ্গে ধারণ করিব না। এই সঙ্কল্পে আমি তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতেছি। কাজেই ইহাতে আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

৮। অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চশয্যা ও মহশয্যা পরিত্যাগ করিয়া নীচ শয্যায় তক্তাপোষাদিতে বা তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। আমিও আজ দিবারাত্রি উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ত্যাগ করিয়া নীচ শয্যা, তক্তাপোষাদিতে বা তৃণা-শয্যায় শয়ন করিয়া সময় অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্পে আমি অর্হৎগণকে অনুকরণ করিতেছি। সুতরাং এইরূপে আমার উপোসথও পূর্ণাঙ্গ হইবে।

এইরূপ ভাবনা করিয়া দিবারাত্রি যাপন করিলে আর্য্য

উপোসথ হয়। এইভাবে উপোসথ পালন করিলে দায়ক ও দায়িকা মহাফল লাভ কবিয়া থাকে।

(৫) অৰ্দ্ধ-উপোসথ

মহারাজ উদয়নের রাজত্ব কালে কৌশাম্বী নগরে ঘোষক শ্রেষ্ঠী, কুক্কুট শ্রেষ্ঠী ও পাবারিক শ্রেষ্ঠী নামক তিন জন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহারা দেখিলেন, বর্ষাবাসের কিছু পূর্ব্বে হিমবন্ত হইতে পঞ্চশত জটিল সন্ন্যাসী আসিয়া ভিক্ষান্নের জন্য নগরে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় গৃহে বসাইয়া পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণে বর্ষার চারিমাস তাঁহাদিগকে নগরে বাস করাইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বর্ষান্তে পুনঃ আগামী বর্ষাতেও আসিয়া বর্ষা বাস করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। সেই হইতে তাপসগণও প্রত্যেক বৎসর আটমাস হিমালয়ে অবস্থান করিয়া বর্ষার চারি মাস তাঁহাদের নিকট বাস করিতেন। একদা তাঁহারা হিমালয় হইতে আসিবার সময় অরণ্যপ্রদেশে একটী শাখাপ্রশাখা মণ্ডিত বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় সন্ধ্যাকালে সেই বৃক্ষের তলায় আসিয়া সকলে বসিলেন। তখন প্রধান তাপস চিন্তা করিলেন, "এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাপ্রভাবশালী দেবরাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়াই সম্ভব। যদি তিনি এই তৃষ্ণার্ত্ত ঋষিগণকে

পনীয় জল দান করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সাধুবাদার্হ হইবেন।" দেবতা পরচিত্তবিজানন জ্ঞান দ্বারা জটিলের মনোভাব জানিতে পারিয়া, বৃক্ষভেদ করত সুনির্ম্মল ও সুশী-তল জলধারা বাহির করিয়া দিলেন, তাঁহারা যথারুচি জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পুনঃ তাপস স্নান-জলের জন্য চিন্তা করিলেন, তাহাও সেই দেবতা প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলেন, তাঁহারা তাহাতে ইচ্ছা মত স্নান করিলেন। তৎপর তাপস চিন্তা করিলেন, "যদি এই সময়ে কিছু আহার্য্য পাইতাম" এই চিন্তামাত্রই দেবতা বৃক্ষভেদ করিয়া স্বর্ণপাত্রে দিব্য অন্নব্যঞ্জন প্রদানে পঞ্চশত তাপসকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন।

অনন্তর তাঁহাদের মনে এইরূপ ভাবোদয় হইল। "অহো! এই দেবরাজ পরম দয়ালু, আমাদের চিন্তিত সমস্ত বিষয়ই তখন তখন দান করিলেন। অহো! যদি তাঁহাকে একবার দর্শ-ন করিতে পারিতাম, তবে আমরা সকলে কৃতার্থ হইতাম।" তৎক্ষণাৎ তিনি বৃক্ষ-স্কন্দ বিদীর্ণ করিয়া দর্শন দিলেন। তখন ঋষিগণ দেবতাকে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন; "হে মহামহিম দেবতে! আপনি কি পুণ্য করিয়া ঈদৃশ বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা দয়া করিয়া বলুন।" তিনি নিজকৃত পুণ্যের স্বল্পতা মনে করিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিলেন। "হে আর্য্যগণ! আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" ঋষিগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ

জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারা শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া ঋষিদিগকে আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। "হে ঋষিগণ! পূর্ব্ব জন্মে শ্রাবস্তী নগরে আমি একজন অতি দরিদ্র লোক ছিলাম। এক দিবস চাকুরীর অন্বেষণ করিতে করিতে অনাথপিণ্ডিক নামক মহাশ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তথায় চাকুরী পাইয়া তাঁহার আশ্রয়ে জীবন যাপন করিতেছিলাম। প্রাতে কাঠ কাটিবার জন্য বনে চলিয়া যাইতাম, সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিতাম।"

এক উপোসথ দিবসে অনাথপিণ্ডিক বিহার হইতে বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে উপোসথের কথা কেহ বলিয়াছে কি না?" "কেহ বলে নাই" বলিয়া কহিলে, তিনি আমার জন্য সায়াহ্ন-আহার রন্ধন করিবার আদেশ দিলেন। সেই দিবস শুধু আমার পরিমাণ ভাত ও তদুপযুক্ত ব্যঞ্জন পাক্ করা হইল। আমি সারাদিন বনে কাজ করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিলাম, মুখহাত ধুইয়া ভোজন শালায় গেলে দাসী ভাত বাড়িয়া আনিল, ক্ষুধা পাইলেও সহসা ভোজন না করিয়া একটু পরে খাইব ভাবিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। তখন চিন্তা করিলাম, "এই সময়ে অন্য দিন এই গৃহে ভাত দাও, ব্যঞ্জন দাও, সূপ দাও, খাও-খাও, লও-লও শব্দে মহাকোলাহল পড়িয়া যায়। কিন্তু অদ্য সকলে এত নীরব কেন? কেবল আমার জন্য ভাত বাড়িয়া আনিয়াছে। তবে কি ইহারা

সকলেই খাইয়াছে ?" এই ভাবিয়া-কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, "না-কেহ খায় নাই।" "না-খাওয়ার কারণ কি ?" এই পরিবারের নিয়ম উপোসথ দিনে কেহ সন্ধ্যায় ভোজন করেন না দাস দাসী ও চাকর চাকরাণী প্রভৃতিও সকলেই উপোসথ শীল গ্রহণ করেন, এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও বিকালে কিছুই খায় না। মহাশ্রেষ্ঠী বালকদিগকে মুখ ধোয়াইয়া মুখে চারিপ্রকার ভৈষজ্য দিয়া উপোসথ পালন করান। তাঁহারা ছোট বড় সকলেই সুগন্ধ দীপ জ্বালিয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইয়া দ্বাত্রিংশ অশুচি (কায়গতানুস্মৃতি) ভাবনা করিতেছেন, তোমাকে আজ উপোসথ, এই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; "সে কারণে তোমার ভাত পাক্ করা হইয়াছে, তুমি খাও।" ইহা শুনিয়া আমার চিত্তে বড় দুঃখ হইল, আমার ন্যায় দরিদ্রের আর মুক্তি কোথায় ? এই শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতেও যদি পুণ্যের সুযোগ না পাইলাম, তবে আর কোথায় পাইব ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি এখন উপোসথ শীল গ্রহণ করা যায়, আমারও ইচ্ছা যে তাহা গ্রহণ করি। "ইহা মহাশ্রেষ্ঠী জানেন" "তাহা হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" দাসী যাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এখনও না খাইয়া মুখহাত ধুইয়া উপোসথ অঙ্গসমূহ অধিষ্ঠান করিলে, অর্দ্ধোপোসথের ফল লাভ করিতে পারিবে। আমি তাহা শুনিয়া আর ভাত খাইলাম না। শ্রেষ্ঠীর নিকট যাইয়া যথাবিধি উপোসথ শীল গ্রহণ করিলাম এবং শীলের বিষয় ভাবনা করিতে করিতে

শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু সমস্ত দিন কাজ করায় সায়াহ্নে অনাহারে থাকায় ক্ষুধার্ত্ত শরীরে বায়ু রোগ কুপিত হইয়া উদরে যাতনা দিতে লাগিল, রজ্জু দ্বারা উদর বন্ধন করত যন্ত্রণায় ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। শ্রেষ্ঠী এই কথা শুনিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঘৃত, মধু, নবনীত ও গুড়-এই চারি ভৈষজ্য লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাছা! তোমার কি হইয়াছে?" "প্রভু! আমার কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু রোগ কুপিত হইয়াছে," "তাহা হইলে উঠ এই ভৈষজ্য খাও।" "প্রভু! আপনারা খান।" "বাছা! আমাদের ত রোগ হয় নাই যে, আমরা খাইব? "তোমার অসুখ হইয়াছে; সুতরাং তুমি খাও।" "প্রভু! আপনারা কতবার উপোসথ পালন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও আপনাদের এইরূপ অবস্থা হয় নাই।" হতভাগ্য আমি,-আজ মাত্র উপোসথ পালন করিতে যাইয়া পূর্ণোপোসথ রক্ষা করাও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। অতএব আমার ইচ্ছা,-এই অর্দ্ধো-পোসথ ভগ্ন না হউক। "বাছা! এই রকম করিও না, খাও, এই ভৈষজ্য খাইলে, তোমার ব্রত নষ্ট হইবে না।" বার বার বলা সত্ত্বেও আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম; প্রভাতে পুষ্পমালার ন্যায় ম্লান শরীরে আমার মৃত্যু হইল। রোগপীড়িত অবস্থায় সেই অর্দ্ধোপোসথের ফলে বৃক্ষদেবতা হইয়া এই বটবৃক্ষে জন্ম লইয়াছি। যদি সুস্থ দেহে একদিন পূর্ণোপোসথ পালন করিতে পারিতাম, তবে কিরূপ সুখ ও

ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতাম জানি না। আর যাঁহারা সর্ব্বদা উপোসথ রক্ষা করেন তাঁহাদের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। তৎকারণ বিস্তৃত রূপে আপনাদের কাছে প্রকাশ করিলাম।

"হে ঋষিগণ! সেই পরম ধার্ম্মিক মহাশ্রেষ্ঠীর বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অটল শ্রদ্ধা; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই অর্দ্ধো-পোসথ কর্ম্মের দ্বারা আমি যেই মহাসম্পত্তি লাভ করিয়াছি তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। বাস্তবিক সাধুসঙ্গ যে পরম লাভ, আমিই তাহার সাক্ষী।" তাপসগণ "বুদ্ধ" শব্দ শুনিবা মাত্রই আসন হইতে উঠিয়া যোড়করে দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবতে! সত্যই কি আপনি "বুদ্ধ" বলিতেছেন?" "হাঁ, সত্যসত্যই আমি "বুদ্ধ" বলিতেছি।" তাপসদিগকে এই প্রকার তিনবার "বুদ্ধ" শব্দ শ্রবণ করাইলেন। তাঁহারা প্রীতিপ্রমোদিত মানসে বলিয়া উঠিলেন,

"বুদ্ধো তি ঘোসো পি খো দুল্লভো লোকস্মিন্তি "বুদ্ধো"

এই শব্দটী জগতে দুর্লভ দেবতে! আজ অনেক শত সহস্র কল্পের পর অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃত মাখা কর্ণ-তৃপ্তিকর বুদ্ধ নাম আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম। তৎপর শিষ্যগণ কহিলেন, "গুরুদেব আর বিলম্ব কেন? চলুন,-সুরনরপূজ্য বুদ্ধের শ্রীপাদ পদ্ম দর্শন করিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করি।"

মনোপ্রাণে উপোসথ পালনে যে কি ফল হয়, ইহা তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৬) একোপোসথিকা স্থবিরা

অতীতে যখন ভগবান্ বিপশ্চিৎ সংসার সাগরে ভাসমান্ জীবদিগকে অমৃতের পথ নির্দ্দেশ করিবার মানসে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর্বিভূত হইয়াছিলেন, তখন 'একোপোসথিকা' ভিক্ষুণী বন্ধুমতী নগরে জনৈক ধনীর গৃহে দাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃ-প্রাপ্তির পর পতিগৃহে যাইয়া শ্বশুর-শাশুড়ীদিগকে নিপুণতার সহিত সেবা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তখন বন্ধুমা রাজা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই বিস্তৃত জনবহুল রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি প্রত্যেক উপোসথ দিবসে বিহারে যাইয়া উপোসথ শীল গ্রহণ করিতেন এবং পূর্ব্বাহ্নে দানকার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সায়াহ্নে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। অনন্তর রাজার দেখা-দেখি রাজ্যের প্রজাগণও প্রত্যেক উপোসথ দিনে বিহারে যাইয়া উপোসথ শীল গ্রহণ করিতেন। তাহা দেখিয়া দাসী এইরূপ চিন্তা করিলেন।

"আহা! আমি গত জন্মে দানশীলাদি কোন প্রকার পুণ্যকর্ম্ম করি নাই বলিয়া দরিদ্র দাসী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; যদি ইহজন্মেও কিছুমাত্র পুণ্যধন সঞ্চয় না করি, তবে পর জন্মে কোথায় যাইয়া পড়িব তাহার স্থিরতা নাই। এক্ষণে রাজা ও প্রজা সকলেই উপোসথ শীল গ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং আমিও উপোসথ দিবসে স্বামীর অনুমতি

গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই উপোসথ শীল গ্রহণ করিব।" তিনি স্বামীর নিকট অবকাশ নিয়া এক দিন মাত্র সুপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য শীল পালন করিলেন এবং সেই শীলময় কুশল কর্ম্ম দ্বারা ত্রয়-স্ত্রিংশ দেবলোকে দিব্য সম্পত্তি উপভোগ করিতে করিতে নির্ব্বাণামৃত রসও লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব সময়ে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি বয়ঃস্থা হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত কুশল কর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া 'পটাচারা' স্থবিরার সমীপে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। মার্গফল লাভের জন্য তাঁহাকে প্রথম বিদর্শনভাবনা প্রদান করিলেন, তাহা লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন; স্থবিরা পুনঃ তাঁহার চিত্তাচার জ্ঞাত হইয়া কেবল ধর্ম্ম উপদেশই প্রদান করিলেন এবং সেই উপদেশের দ্বারা প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রব্রজ্যার সুখ অনুভব করিতে করিতে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক চিত্তাবেগে এই উদান গাথাসমূহ স্বয়ং উচ্চারণ করিলেনঃ—

১। নগরে বন্ধুমতিযা বন্ধুমা নাম খত্তিযো
দিবসে পুন্নমাযং সো উপগঞ্ছি উপোসথং।

"বন্ধুমতী নগরে বন্ধুমা নামক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিবার সময় তিনি পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ গ্রহণ করিতেন।"

২। অহং তেন সমযেন কুম্ভদাসী অহুং তহিং,
দিস্বা সরাজকং সেনং এবাহং চিন্তাযিং তদা।

"সেই সময়ে আমি তথায় জল আহরণকারী দাসী ছিলাম, তখন রাজা সহ সৈন্যদিগকে উপোসথ শীল পালন করিতে দেখিয়া, এইরূপ আমি চিন্তা করিয়াছিলাম।"

৩। রাজা'পি রজ্জং ছড্ডেত্বা উপগঞ্ছি উপোসথং,
সফলং বত তং কম্মং, জনকাযো পমোদিতো।

"রাজাও রাজ্য ত্যাগ করিয়া উপোসথ দিনে উপোসথ শীল রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই উপোসথ কর্ম্ম সফল হইয়াছিল এবং প্রজাপুঞ্জও প্রমোদিত হইয়া সেই পথ অনুসরণ করিলেন।"

৪। যোনিসো পচ্চবেক্খিত্বা দুগ্গতঞ্চ দলিদ্দতং,
মানসং সম্পহংসেত্বা উপগঞ্ছি উপোসথং,

"পূর্ব্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম্ম করি নাই; তজ্জন্য ইহজন্মে দুর্গত ও দরিদ্র হইয়াছি, ইহা সজ্ঞানে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া মনকে পুণ্যকর্ম্মে প্রোৎসাহিত করত স্বয়ং উপোসথ শীল গ্রহণ করিয়াছিলাম।"

৫। অহং উপোসথং কত্বা সম্মাসম্বুদ্ধ সাসনে,
তেন কম্মেন সুকতেন তাবতিংসং অগঞ্ছহং,।

৬। তত্থমে সুকতং ব্যম্হং উদ্ধং যোজন মুগ্গতং,
কূটাগার বরূপেতং মহাসযন ভূসিতং।

৫। ৬। "আমি সম্যক্ সম্বুদ্ধের শাসনে উপোসথ রক্ষা করিয়া সেই সুকৃত কর্ম্ম দ্বারা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইলাম এবং তথায় আমি উর্দ্ধে যোজন উত্থিত শৃঙ্গ বিশিষ্ট

নানা প্রকোষ্ঠ বিভক্ত ও চিত্র বিচিত্র শয্যা পরিশোভিত স্বর্গীয় বিমান লাভ করিয়াছিলাম।”

৭। অচ্ছরা সত সহস্সানি উপট্ঠিস্সান্তি মং সদা,
অঞ্ঞেদেবে অতিক্কম্ম অতিরোচামি সব্বদা।

“সর্ব্বদা আমাকে শত সহস্র অস্পরা সেবা করিত; আমার দেহের দীপ্তির দ্বারা অন্য দেবতাদিগকে সর্ব্বদা পরাস্ত করিতাম।”

৮। চতুসট্ঠি দেবরাজূনং মহেসিত্তমকারযিং,
তেসট্ঠি চক্কবত্তীনং মহেসিত্তমকারযিং।

“চৌষট্টিবার আমি দেবরাজদিগের মহিষী এবং তিষট্টিজন চক্রবর্ত্তী রাজারও রাজমহিষী হইয়াছিলাম।”

৯। সুবণ্ণ বণ্ণ হুত্বান সংসরামি ভবাভবে,
সব্বত্থ পবরা হোমি উপবাসস্সিদং ফলং।

“প্রত্যেক ভবে সুবর্ণ বর্ণ হইয়া সঞ্চরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রবরা হইতাম; ইহাই আমার উপোসথ পালনের ফল।”

১৫। হত্থিযানং অস্সযানং রথযানঞ্চ কেবলং,
লভামি সব্বমেবেতং উপবাসস্সিদং ফলং।

“কেবল যে হস্তী যান, অশ্বযান ও রথসমূহ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা নহে; (আমি) অন্য সমস্ত যানও লাভ করিয়াছিলাম; ইহাই আমার উপোসথ রক্ষার ফল।”

১১। সোবণ্ণময়ং রূপিময়ং অথোপি ফলিকাময়ং,
লোহিতঙ্কময়ঞ্চেব সব্বং পটিলভামহং।

"সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, স্ফটিকময় এবং লোহিতময় যান সকলই আমি লাভ করিয়াছিলাম।"

১২। কোসেয্য কম্বলীযানি খোম কপ্পাসিকানি চ,
মহাগ্ঘানি চ তুস্সানি সব্বং পটিলভামহং।

"মহার্ঘ কৌশিক বস্ত্র (রেশমীবস্ত্র) কম্বল, ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্রসমূহ আমি লাভ করিয়াছিলাম; ইহাও আমার উপোসথ পালনের ফল।"

১৩। অন্নং পানং খাদনীযং বত্থ সেনাসনানি চ,
ভোগে চ ঊনতা নত্থি উপবাসস্সিদং ফলং

"অন্ন, পানীয়, খাদ্য, ভোজ্য, বস্ত্র ও শয়নাসন ইত্যাদি ভোগসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিলাম; ইহাও আমার উপোসথ পালনের ফল।"

১৪। বরগন্ধঞ্চ মালঞ্চ চুণ্ণকঞ্চ বিলেপনং,
সব্বমেতং পটিলভে উপবাসস্সিদং ফলং।

"উত্তম গন্ধ, উত্তম মালা, উত্তম চূর্ণ, উত্তম বিলেপন উপোসথ পালনে এই সমস্তই লাভ করিয়াছিলাম।"

১৫। কুটাগারঞ্চ পাসাদং মণ্ডপং হম্মিযং গুহং,
সব্বমেতং পটিলভে উপবাসস্সিদং ফলং।

"উচ্চ শৃঙ্গ গৃহ, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্ম্য ও গুহা এই সমস্তই লাভ করিয়াছিলাম; ইহাও আমার উপোসথ পালনের ফল।"

১৬। জাতিযা সত্তবস্সাহং পব্বজিং অনাগারিযং,
অদ্ধমাসে অসম্পত্তে অরহত্তমপাপুনিং।

"আমি সাত বৎসর বয়সে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলাম; অর্দ্ধমাস বিগত না হইতেই অর্হৎফল সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"

১৭। একনবুতে ইতো কপ্পে যমুপোসথমুপাবসিং,
দুগ্গতিং নাভিজানামি উপবাসস্সিদং ফলং।

"একানব্বই (৯১) কল্পে যে উপোসথ পালন করিয়াছিলাম সেই হইতে দুর্গতি কি প্রকার আমি জানি না; ইহাও আমার উপোসথ পালনের ফল।"

১৮। কিলেসা ঝাপিতা মযহং ভবা সব্বে সমূহতা,
নাগীব বন্ধনং ছেত্বা বিহারমি অনাসবা।

"আমার সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়াছে, ভব সকল সম্যক্ রূপে হত হইয়াছে, হস্তিনীর ন্যায় বন্ধন ছেদন করিয়া তৃষ্ণাশূন্য হইয়া বিহার করিতেছি।"

১৯। সাগতং বত মে আসি বুদ্ধ সেট্ঠস্স সন্তিকে,
* তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

"শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সমীপে আমার আগমন একান্তই সুখময়

১। * জতিস্মর জ্ঞান।
২। সত্বগণের জন্ম ও মৃত্যু জ্ঞান,
৩। তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

হইয়াছে ত্রিবিদ্যা অবগত হইয়াছি, বুদ্ধ শাসনে যাবতীয় করণীয় শেষ হইয়াছে।”

২০। * পটিসম্ভিদা চতস্সো চ বিমোক্খাপি চ অট্ঠিমে,
† ছলভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং তি।

“চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ছয় অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুদ্ধ শাসনে আর করণীয় কিছুই নাই।”

পরিপূর্ণ ভাবে একদিবস উপোসথ শীলরক্ষা করায় আমার এই ফল হইয়াছিল।

(১৩) ছয় দেবলোক ও দেবতাদের আয়ু

(১) চতুর্ম্মহারাজিক (২) তাবতিংস (৩) যাম (৪) তুসিত (৫) নিম্মাণরতি (৬) পরনিম্মিতবসবর্ত্তী।

১। আমাদের ৫০ বৎসরে চতুর্ম্মাহারাজিক দেবগণের এক দিবস। সেইরূপ ৩০ দিনে এক মাস, বারমাসে ১ বৎসর। সেই দিব্য ৫০০ বৎসর “চতুর্ম্মাহারাজিক” দেবগণের আয়ু।

---

* (১) অর্থপ্রতিসম্ভিদা, (২) ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা (৩) নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা ও (৪) প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা।

† ১। ইদ্ধিবিধং—ঋদ্ধিবিধ বা নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা।

২। দিব্বসোতং—দিব্য শ্রোত্র বা দিব্যকর্ণ।

৩। পরচিত্তবিজাননং—পরের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া।

৪। পুব্বেনিবাসনুস্সতি—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ

৫। দিব্বচক্খু—দিব্য চক্ষু

৬। আসবক্খযঞাণং—অর্হত্ব মার্গ জ্ঞান।

অর্থাৎ আমাদের গণনায় ৯০,০০,০০০ নব্বই লক্ষ বৎসর এই চতুর্ম্মাহারাজিক দেবলোকবাসী দেবতাদের আয়ু।

২। আমাদের ১০০ বৎসরে "ত্রয়স্ত্রিংশ" দেবগণের এক দিবস। সেই ৩০ দিনে একমাস, সেই বারমাসে এক বৎসর। এইরূপ এক হাজার বৎসর তাঁহাদের আয়ু। আমাদের গণনায় ৩৬০,০০,০০০ তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর "ত্রয়স্ত্রিংশ" দেবগণের আয়ু।

৩। আমাদের ২০০ বৎসরে "যাম" দেবলোকের এক দিবস। সেই ৩০ দিনে একমাস, সেই বারমাসে একবৎসর। এইরূপ দুই হাজার বৎসর তাঁহাদের আয়ু। আমাদের গণনায় ১৪,৪০,০০,০০০ চৌদ্দ কোটী চল্লিশ লক্ষ বৎসর "যাম" দেবতাদের আয়ু।

৪। আমাদের ৪০০ বৎসরে "তুষিত" দেবলোকের এক দিবস। সেই ৩০ দিনে একমাস, সেই বারমাসে এক বৎসর। এই হিসাবে চারি হাজার বৎসর তাঁহাদের দিব্য আয়ু। আমাদের গণনায় ৫৭,৬০,০০,০০০ সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর "তুষিত" দেবতাদের আয়ু।

৫। আমাদের ৮০০ বৎসর "নির্ম্মাণরতি" দেবলোকের একদিবস। সেই ৩০ দিনে একমাস, সেই বারমাসে এক বৎসর। এই হিসাবে আট হাজার বৎসর এই দেবতাদের আয়ু। আমাদের গণনায় ২৩০,৪০,০০০০০ দুই শত কোটি চল্লিস লক্ষ বৎসর নির্ম্মাণরতি দেবলোকবাসীদের আয়ু।

৬। আমাদের ১৬০০ এক হাজার ছয় শত বৎসর "পর-নির্ম্মিত বশবর্ত্তী" দেবলোকের একদিবস। সেই ৩০ দিনে একমাস সেই বারমাসে এক বৎসর। এই হিসাবে দিব্য ১৬,০০০ ষোল হাজার বৎসর পরনির্ম্মিত বসবর্ত্তী দেবতাদের আয়ু। আমাদের গণনায় ৯২১,৬০,০০,০০০ নয়শ একুশ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর ; এই দেবলোকবাসীদের আয়ু।

হে বিশাখে! যে সকল উপাসক বা উপাসিকা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল বিশুদ্ধ ভাবে পালন করেন ; তাঁহারা উপরোক্ত দেবলোকসমূহে উৎপন্ন হন। তথায় তাঁহারা অতি সুদীর্ঘ কাল অতুল সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই মনুষ্য লোকে সপ্তরতন পরিপূর্ণ অঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি ষোলটী * রাজ্যের রাজত্ব সুখ স্বর্গীয় সুখের তুলনায় ষোল ভাগের এক ভাগও নহে ; অর্থাৎ মনুষ্যলোকের সুখৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বা অতি সামান্য।

(১৪) বিহার সম্মার্জ্জন করার ফল

বিহার, বিহারাঙ্গন, চৈত্যাঙ্গন ও বোধি-অঙ্গন সম্মার্জ্জন করিলে (ঝাঁট দিলে) এবং লেপন করিলে, অনেক পুণ্য হয়।

---

* অঙ্গ, মগধ কাশী, কোশল, বৃজি মল্ল, চৈত্য, বঙ্গ, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বকর্ণ, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ। মাসে চারিটী দিন মাত্র সামান্য ত্যাগও কষ্ট স্বীকার করিয়া উপোসথ শীল পালন করিলে, এইরূপ দীর্ঘকাল যাবত স্বর্গীয় অতুল সুখ পরিভোগ করিতে পারা যায়। সুতরাং এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া এসুযোগ ত্যাগ করা কোন ব্যক্তিরই উচিত নহে।

সম্মাজ্জনি সতং পুঞ্ঞং সহস্সাপি চ লিম্পনে,

পুপ্ফানি সত সহস্সানি দীপ পূজা অসঙ্খিয্যতি।

সম্মার্জ্জন করিলে শতপুণ্য, লেপন করিলে হাজার, পুষ্প পূজায় লক্ষ ও প্রদীপ পূজায় অসংখ্য পুণ্য হয়।

পঞ্চানিসংসা সম্মজ্জনিযা—সকচিত্তং পসীদতি, পরচিত্তং পসীদতি, দেবতা অত্তমনা হোন্তি, পাসাদিক সংবত্তানিকং পুঞ্ঞং উপচিনাতি, কাযস্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতী 'তি।

"সম্মার্জ্জন করিলে,-তাহা দর্শনে স্বকীয় চিত্ত প্রসন্ন হয়, পরচিত্ত প্রসন্ন হয়, দেবতাগণ আনন্দিত হন, প্রসন্নতা জনিত পুণ্যফল সঞ্চিত হয় ও মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

এক দিবস এক বিহারবাসী ভিক্ষু চৈত্যাঙ্গন ও বোধি-অঙ্গন সম্মার্জ্জন করিয়া স্নান করিতে গমন করিয়াছিলেন। এক দেবতা চিন্তা করিলেন,—"এই বিহার প্রস্তুত করা অবধি এইরূপ সম্মার্জ্জন-ব্রত সম্পাদনকারী কোন ভিক্ষু অবস্থান করেন নাই।" এই প্রকার ভিক্ষুর গুণে সন্তুষ্ট হইয়া সে দেবতা পুষ্পতোড়া হাতে লইয়া ফিরিবার রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভিক্ষু ফিরিয়া আসিবার সময় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ গ্রামবাসী?" "ভদন্ত, আমি এ-খানেই বাস করি।" "কিন্তু এই বিহার নির্ম্মাণ কাল পর্য্যন্ত আপনার

স্থায় ব্রতসম্পন্ন ভিক্ষু এখানে বাস করেন নাই। আপনার ব্রতে প্রসন্ন হইয়া, আপনার পূজার জন্য আমি এখানে পুষ্পহস্তে দাঁড়াইয়া আছি। এইরূপ সম্মার্জ্জন করিলে দেবতাগণ প্রসন্ন হন।

(১৫) দেব-বিলোকন

"অট্ঠমিযং ভিক্খবে, পক্খস্স চতুন্নং মহারাজানং অমচ্চা পরিসজ্জা ইমং লোকং অনুবিচরন্তি, কচ্চি বহূ মনুস্সা মনুস্সেসু মত্তেয্যা, পেত্তেয্যা, সামঞ্ঞা-ব্রহ্মঞ্ঞা, কুলে জেট্ঠা-পচাযিনো, উপোসথং উপবসন্তি পুঞ্ঞানি করোন্তী'তি। চতুদ্দসিং ভিক্খবে পক্খস্স চতুন্নং মহারাজানং পুত্তা ইমং লোকং অনুবিচরন্তি। কচ্চি বহু মনুস্স—পে—পুঞ্ঞানি করোন্তী'তি—তদহু ভিক্খবে উপোসথে পন্নরসে চত্তারো মহারাজা সামঞ্ঞেব ইমং লোকং অনুবিচরন্তি। কচ্চি বহুমনুস্সা মনুস্সেসু—পে—পুঞ্ঞানি করোন্তী' তি। "তমেব ভিক্খবে চত্তারো মহারাজা দেবানং তাবতিংসানং সুধম্মাযং সভাযং সন্নিসিন্নানং সন্নিপ-তিতানং আরোচেন্তি, অপ্পকা যে মারিসা মনুস্সা মনুস্সেসু—পে—পুঞ্ঞানি করোন্তী'তি, তেন ভিক্খবে দেবা তাবতিংসা অনত্তমানা হোন্তি দিব্বা বত ভো কাযা পরিহাযিস্সন্তি, পরিপূরিস্সন্তি অসুরা কাযাতি।

তেন ভিক্খবে দেবা তাবতিংসা অত্তমনা হোন্তি দিব্বা বত ভো কাযা পরিপূরিস্সন্তি, পরিহাযিস্সন্তি অসুরা কাযাতি।

"হে ভিক্ষুগণ, পক্ষের অষ্টমী তিথিতে চারি মহারাজার

অমাত্য পারিষদ্ সহ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, শ্রমণ,-ব্রাহ্মণ পূজা এবং কুল জ্যেষ্ঠের (বয়ঃবৃদ্ধ) সম্মান করিতেছে কি না; উপোসথ ব্রত পালন এবং প্রতিজাগরণ উপোসথ পালন করিতেছে কি না; এবং অপর পুণ্যাদি সৎকার্য্য করিতেছে কি না দর্শন করেন।

পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে চারি মহারাজের পুত্রগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া, এই পৃথিবীতে মনুষ্যগণ মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূজা এবং উপোসথাদি পালনে পুণ্যাদি করিতেছে কি না দর্শন করেন।

হে ভিক্ষুগণ, পক্ষের সেই পঞ্চদশী তিথিতে চারিজন মহারাজ স্বয়ং চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া অবলোকন করেন যে মনুষ্যলোকে মনুষ্যগণ মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পূজা ও কুল জ্যেষ্ঠের সম্মান করিতেছে কি না, উপোসথ ও প্রতিজাগরণ উপোসথ রক্ষা করিতেছে কি না এবং পুণ্যকর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করিতেছে কি না। তাঁহারা স্বীয় দেবপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এরূপে পৃথিবী দর্শন করেন। হে ভিক্ষুগণ, সেই চারি জন মহারাজ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদিগের সুধর্ম্মা নামক দেবসভায় উপস্থিত হইয়া একত্রে উপবিষ্ট দেবতা দিগকে এই কথা জ্ঞাপন করেন।

"হে মহাশয়গণ, মনুষ্যলোকে অল্প সংখ্যক মনুষ্যগণ পুণ্য-কর্ম্মাদি সম্পাদন করিতেছে।

হে ভিক্ষুগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবতারা (তাহা শুনিয়া) দুঃখিত হন এবং খেদের সহিত বলেন, নিশ্চয়ই দেবলোক শূন্য হইবে, অসুরলোক পরিপূর্ণ হইবে।

যদি পৃথিবীতে মনুষ্যগণ মাতৃসেবা, পিতৃ সেবা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-পূজা এবং কুলে জ্যেষ্ঠের সম্মান করে, উপোসথ দিনে উপোসথ ব্রত ও প্রতিজাগরণ উপোসথ পালন করে, আরও নানা প্রকার কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করে।

হে ভিক্ষুগণ, সে কারণে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবতাগণ প্রসন্ন মনে বলেন, নিশ্চয়ই দিব্যদেহ পরিপূর্ণ হইবে এবং অসুর লোক শূন্য হইবে।

(১৬) কল্প-কথা

সেয্যথাপি ভিক্খু মহাসেলো পব্বতো যোজনং আযামেন, যোজনং বিত্থারেন, যোজনং উব্বেধেন, অচ্ছিদ্দো, অসুসিরো, একঘনো, তমেনং পুরিসো বস্সসতস্স বস্সসতস্স অচ্চযেন কাসিকেন বত্থেন সকিং সকিং পরিমজ্জেয্য খিপ্পতরং খো সো ভিক্খু মহাসেলো পব্বতো ইমিনা উপক্কমেন পরিক্খযং পরিযাদানং গচ্ছেয্য নত্বেব কপ্পো।

"হে ভিক্ষুগণ, যেমন দৈর্ঘ্যে যোজন, প্রস্থে যোজন ও উচ্চতায় যোজন, অছিদ্র, বিবরশূন্য, ঘন মহা-শিলাময় পর্ব্বত কোন পুরুষ শত বৎসর গতে কাশিক-বস্ত্রদ্বারা এক এক বার পরিমার্জ্জন করে। হে ভিক্ষুগণ,

এই উপক্রম দ্বারা সেই মহাশিলাময় পর্ব্বতও শীঘ্র ক্ষয় ও পর্য্যাবসান প্রাপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু কল্প ক্ষয় হয় না।"

(১) প্রব্রজ্যা প্রদানের বিধান

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ব্যক্তি ভিক্ষুগণের নিত্য প্রয়োজনীয় অষ্ট উপকরণ সহ বিহারে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইবেন।

তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ ৰাসি সুচী চ বন্ধনং,
পরিস্সবনঞ্চ দেমি অট্‌ঠবিধং পরিক্খারং।

অষ্ট উপকরণ যথা—ত্রিচীবর (১) সঙ্ঘাটি, (২) উত্তরাসঙ্গ, (৩) অন্তর্বাস, (পরিধানের কাপড়,) (৪) পাত্র (ভিক্ষাপাত্র,) (৫) ক্ষুর বা ছুরি, (৬) সুঁচ ও সূত্র (৭) কটিবন্ধনী, (৮) পরিশ্রাবণ (জল ছাঁকিবার বস্ত্র খণ্ড)। আর পাদুকা, ছাতি, লাঠি ও বিছানা এই চারিটী সহ মোট দ্বাদশটি উপকরণ হয়, শ্রামণ বা শ্রামণের করাইবার সময় এই ১২টী বস্তু নিশ্চয়ই যোগাড় করিতে হইবে।

প্রব্রজ্যাপ্রদানকারী ভিক্ষুর বয়স দশবৎসর (দশবর্ষা) হওয়া চাই। দশ বৎসরের কম হইলে, সেই ভিক্ষু শ্রামণ করাইতে পারে না। আবার সেই ভিক্ষুর দ্বারা "সরণ-গমনং" (শরণ গমন) স্পষ্ট ও শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। "সরণ গমনেহি সামণেরানং পব্বজ্জংসিদ্ধং"। শরণ গমন দ্বারা শ্রামণদের প্রব্রজ্যা সিদ্ধ হয়। পুনঃ "সামণেরানং পব্বজ্জা পন উভতো সুদ্ধি বট্টতি, নো একতো সুদ্ধিযা।" শ্রামণদের

প্রব্রজ্যা ভিক্ষু ও দীক্ষা গ্রহণকারী উভয়ের পরিশুদ্ধ উচ্চারণের উপর নির্ভর করে, এক পক্ষের শুদ্ধি দ্বারা নহে। অর্থাৎ প্রব্রজ্যা প্রদানকারী এবং দীক্ষা প্রার্থী উভয়েরই ত্রিশরণ পরিশুদ্ধ হওয়া চাই।

এইজন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীর পক্ষে কিছুদিন * পূর্ব্বে বিহারে ভিক্ষুর নিকট যাইয়া শ্রামণদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা করা নিতান্ত উচিত। কারণ দশশীল, ত্রিশরণ, প্রত্যবেক্ষণ ও শৈক্ষ্যাদি শ্রামণদের প্রতিপালণীয় নিয়ম সমূহ সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইলে শীল পালন সহজ হয় এবং প্রব্রজ্যার উদ্দেশ্যও সফল হয়।

(২) প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী উৎকটিক আসনে (সোজা হইয়া) ত্রিচীবরগ্রহণ করিয়া এইরূপ বলিবে ঃ—

ওকাস, অহং ভন্তে, পব্বজ্জং যাচামি,
দুতিযম্পি…ততিযম্পি…বলিতে হইবে

"অবকাশ করুন, ভন্তে, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার।"

* লঙ্কা ও বর্ম্মায় প্রব্রজ্যার্থী কয়েক মাস পূর্ব্বে বিহারে যাইয়া শ্রামণদের রীতিনীতি ও পালি উচ্চারণ শিখিয়া থাকে।

(৩) ভিক্ষুর হস্তে চীবর প্রদান।

সব্বদুক্খ-নিস্সরণ-নিব্বান-সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায। দুতিযম্পি… ততিযম্পি…।

"ভন্তে, এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে অনুকম্পা বিতরণে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এইরূপ বলিয়া ভিক্ষুর হস্তে ত্রিচীবর প্রদান করিবে।"

(৪) ভিক্ষু হইতে চীবর প্রার্থনা

সব্বদুক্খ-নিস্সরণ-নিব্বান-সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায। দুতিযম্পি …ততিযম্পি…।

"ভন্তে, এই কাষায় বস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে অনুকম্পা দানে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এইরূপ বলিয়া ভিক্ষুর হস্ত হইতে ত্রিচীবর গ্রহণ করিবে।"

(৫) অনুলোম ও প্রতিলোম ভাবনা

কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। (ত্বক পঞ্চক)

কেশসমূহ, লোমসমূহ, নখগুলি, দাঁতগুলি, ও ত্বক।

এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোম অশুভ ভাবনা সংক্ষেপে গ্রহণ করিয়া দশশীল প্রার্থনা করিবে।

(৬) প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জা-সামণের-দসসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি...ততিযম্পি...।

"অবকাশ করুন। ভন্তে, আমি ত্রিশরণ সহ প্রব্রজ্যা শ্রামণের দশশীল ধর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছি। ভন্তে, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীল প্রদান করুন।" দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার।

(৭) প্রব্রজ্যাপ্রদানকারী ভিক্ষু বলিবেন

যমহং বদামি তং বদেহি। বহু বচনে "বদেথ" বলিবেন প্রব্রজ্যার্থী—"আম ভন্তে," বলিবে।

তৎপর ভিক্ষু—"নমো তস্স ভগবতো" ইত্যাদি বলিয়া, প্রথম ত্রিশরণ "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি," স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া ত্রি-শরণ প্রদান করিবেন। পুনঃ "বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি, ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি,"
এইনিয়মে 'ম্' সংযোগে স্পষ্ট করিয়া ত্রি-শরণ প্রদান করিবেন।

যেই ভিক্ষুর পালি উচ্চারণ শুদ্ধ সেই ভিক্ষুর দ্বারা শ্রামণের দীক্ষা হওয়া উচিত। প্রব্রজ্যা-প্রার্থীও ভিক্ষুর ন্যায় শুদ্ধভাবে ত্রি-শরণ উচ্চারণ করিবে।

ভিক্ষু—"তিসরণ-গমনং সম্পুণ্ণং" বলিবেন। ইহার পর ভিক্ষু দশশীল প্রদান করিবেন ঃ—

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং।
২। অদিন্নাদানা " "
৩। অব্রহ্মচরিযা " "
৪। মুসাবাদা " "
৫। সুরামেরেয-মজ্জ-প্পমাদট্ঠানা
৬। বিকাল-ভোজনা " "
৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূক-দস্সনা
৮। মালাগন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসণট্ঠানা
৯। উচ্চাসযন-মহাসযনা " "
১০। জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহনা " "

ইমানি দস সিক্খাপদানি সমাদিযামি।

ভিক্ষু-তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজা-সামণের-দসসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।" প্রব্রজিত- "আম ভন্তে" বলিবে।

(৮) উপাধ্যায় গ্রহণ

"উপাজ্ঝাযো মে ভন্তে হোহি"। প্রব্রজিত তিনবার বলিবে। উপাধ্যায়ও "সাধু, সাধু" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। তৎপর চারি "প্রত্যবেক্ষণ" বলিবেন।

এইরূপে নিজ পুত্র, পৌত্র বা অন্য কাহাকেও প্রব্রজিত

করাইয়া, দায়ক ও দায়িকাগণ এত অধিক পুণ্য ফল লাভ করিয়া থাকেন যে, তাহা উপমা ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া যায় না। তজ্জন্য ভগবান্ নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা তাহার ফল প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

কারে বিহারে ইধ জম্বুদীপে,
খেত্তং করিত্বান তযো চ দীপে,
মেরুপ্পমাণম্পি দদেয্য দানং
কলং নগ্ঘন্তি পব্বজিতা'নিসংসং'তি।

"যদি কোন চক্রবর্ত্তী রাজা স্বীয় ঋদ্ধিবলে জম্বুদ্বীপ প্রমাণ বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং সেই বিহারস্থিত ভিক্ষুসংঘের খাদ্যভোজ্যের জন্য পূর্ব্ববিদেহ, অপরগোয়ান ও উত্তরকুরু এই তিন দ্বীপ প্রমাণ ক্ষেত্রে শস্যাদি রোপণ করেন এবং সুমেরু পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ করিয়া চীবরাদি আবশ্যকীয় বস্তু দান করেন, তথাপি একটী ছেলেকে শ্রামণের-দীক্ষা প্রদান করাইলে যত পুণ্য হইবে, পূর্ব্বোক্ত দানের ফল শেষোক্ত দান ফলের ষোল ভাগের একভাগও হইবে না।"

(৯) কুমার প্রশ্ন

(কুমার-পঞ্হং)

১। একনাম কিং? সব্বে সত্তা আহার-ট্ঠিতিকা।

"এক কি? সকল প্রাণী আহার-স্থিতিক' অর্থাৎ আহারের দ্বারা জীবিত থাকে।"

২। দ্বে নাম কিং? নামঞ্চ রূপঞ্চ।

"দুই কি? নাম ও রূপ। নাম বলিভে সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান এই চারিস্কন্ধ এবং রূপ বলিতে রূপস্কন্ধ বুঝায়। নামরূপ একত্রে পঞ্চস্কন্ধ বুঝায়।"

৩। তীনি নাম কিং? তিস্সো বেদনা।

"তিন কি? তিন প্রকার বেদনা। উপরে যে বেদনা স্কন্ধের উল্লেখ করা হইল তাহা তিনভাগে বিভক্ত। যথা—সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।"

৪। চত্তারি নাম কিং? চত্তারি অরিযসচ্চানি।

"চারি কি? চারি আর্য্যসত্য। যথা—(১) দুঃখ-আর্য্য সত্য, (২) দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য, (৩) দুঃখ-নিরোধ-আর্য্য সত্য, (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্যসত্য।"

৫। পঞ্চ নাম কিং? পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।

"পঞ্চ কি? পঞ্চ-উপাদানস্কন্ধ-যথা—রূপ-উপাদানস্কন্ধ, বেদনা-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার-উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান-উপাদানস্কন্ধ।"

৬। ছ নাম কি? ছ অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি।

"ছয় কি? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন। যথা—(১) চক্ষু আয়তন, (২) শ্রোত্র-আয়তন, (৩) ঘ্রাণ-আয়তন, (৪) জিহ্বা-আয়তন, (৫) কায়ায়তন, (৬) মনায়তন।"

৭। সত্ত নাম কিং? সত্তবোজ্ঝঙ্গা।

"সপ্ত কি? সপ্তবোধ্যঙ্গ। যথা—(১) স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ,

(২) ধর্ম্মবিচয, (৩) বীর্য্য, (৪) প্রীতি, (৫) প্রশ্রর্দ্ধি, (৬) সমাধি ও (৭) উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।”

৮। অট্ঠনাম কিং ? অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো।

“অষ্ট কি ? আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্ম (৫) সম্যক্ আজীব, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি, (৮) সম্যক্ সমাধি।”

৯। নব নাম কিং ? নব সত্তাবাসা।

“নয় কি ? নয় সত্তাবাস। প্রাণিগণের নয় প্রকার বাসস্থান। যথা—(১) নানা-কায় নানা-সংজ্ঞা বিশিষ্ট, (২) নানা-কায় এক-সংজ্ঞা, (৩) এক কায় নানা সংজ্ঞা, (৪) এক কায় এক সংজ্ঞা, (৫) অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণ। (৬) অনন্তাকাশ-আয়তন উপগত প্রাণী অর্থাৎ যাহারা রূপ ভব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া “আকাশানন্ত” এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৭)বিজ্ঞানায়তন উপগত প্রাণী অর্থাৎ যাহারা “বিজ্ঞানানন্ত” এই জ্ঞান প্রাপ্ত। (৮) অকিঞ্চনায়তন উপগত প্রাণী, অর্থাৎ যাহারা আকাশ ও বিজ্ঞানাতীত কিছুই নাই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৯) নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন উপগত প্রাণী, অর্থাৎ যাহারা অকিঞ্চন জ্ঞানাতীত সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা প্রাপ্ত সত্ত্বগণ।”

১০। দস নাম কিং ? দস অঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহাতি বুচ্চতি।

"দশ কি ? দশ প্রকার অঙ্গ বা ধর্ম্মের দ্বারা ভূষিত অর্হৎ। দশ প্রকার অঙ্গ যথা—অশৈক্ষ্য সম্যক্ দৃষ্টি, (২) অশৈক্ষ্য সম্যক্ সংকল্প, (৩) অশৈক্ষ্য সম্যক্ বাক্য, (৪) অশৈক্ষ্য সম্যক্ কর্ম্ম, (৫) অশৈক্ষ্য সম্যক্ আজীব, (৬)অশৈক্ষ্য সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) অশৈক্ষ্য সম্যক্ স্মৃতি, (৮) অশৈক্ষ্য সম্যক্ সমাধি, (৯) অশৈক্ষ্য সম্যক্ জ্ঞান, (১০) অশৈক্ষ্য সম্যক্ বিমুক্তি।

সোপাক নামক ভগবানের একজন মহাশ্রাবক সাত বৎসর বয়সে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করেন। তিনি তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এই সকল প্রশ্ন করেন। সোপাক শ্রামণের উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। সপ্তমবৎসর বয়স্ক কুমার কাশ্যপকে এই সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল বলিয়া এখানে "কুমার পঞ্‌হং" নামে লিখিত হইয়াছে।

(১) দশ সুচরিত্র শীল

প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ দসসুচরিতসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি··· ততিযম্পি···।

ইহার অর্থ পঞ্চশীলের ন্যায়।

তৎপর পঞ্চ শীলের ন্যায় "নমস্কার ও ত্রি-শরণ" শেষ করিয়া শীলসমূহ আবৃত্তি করিবেন।

শীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২। অদিন্নাদানা " " "
৩। কামেসু মিচ্ছাচারা " "
৪। মুসাবাদা " " "
৫। পিসুনাবাচা " " "
৬। ফরুসাবাচা " " "
৭। সম্ফপ্পলাপা " " "
৮। অভিজ্ঝা " " "
৯। ব্যাপাদা " " "
১০। মিচ্ছাদিট্ঠিযা " " "

অন্যান্য শীলের অর্থ পঞ্চশীলের ন্যায়।

৫। পিশুন বাক্য, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগাইয়া ভেদ করিয়া দেওয়া; তাহা হইতে বিরত হইব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৬। পৌরুষবাক্য, কর্কশবাক্য, গালি-নিন্দাদির দ্বারা অন্যের মনোকষ্ট দেওয়া, তাহা হইতে বিরত···।

৭। সম্প্রলাপ, অর্থাৎ বৃথা গল্প যাহার দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার কাহারও উপকার নাই সেরূপ আলাপ হইতে বিরত···।

৮। পর সম্পত্তিতে লোভ বা পরশ্রী কাতরতা হইতে বিরত…।

৯। ব্যাপাদ অর্থাৎ দ্বেষ, রোষ, হিংসা বা ক্রোধ হইতে বিরত…।

১০। মিথ্যাদৃষ্টি বিরতি এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

(২) মিথ্যাজীব শমথশীল

প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ মিচ্ছাজীব সমথসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ! তুতিযম্পি… ততিযম্পি…।

"অবকাশ করুন। ভন্তে, আমি ত্রিশরণ সহ মিথ্যাজীব শমথশীল ধর্ম্ম যাচ্ঞা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার।)"

অতঃপর "নমো তস্স ও ত্রিশরণ" ভিক্ষুর মুখে মুখে উচ্চারণের পর শীল গ্রহণ করিবে।

শীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

২। অদিন্নাদানা " " "

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা " "

৪। মুসাবাদা " " "

৫। পিসুনবাচা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৬। ফরুসাবাচা " " "

৭। সম্ফপ্পলাপা " " "

৮। মিচ্ছাজীবা " " "

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাবনা

মৈত্রী ভাবনা

লোকে নিজ পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুর প্রতি যেরূপ ভাব মনে পোষণ করেন, জগতের যাবতীয় জীবের প্রতি সেরূপ ভাব পোষণ করার নামই মৈত্রী ভাবনা। যিনি অন্য প্রাণীর সুখ কামনা করেন তিনি সুখী হন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দ্বেষ বা ক্রোধ অতিদ্রুত মানবের আয়ু হ্রাস করিয়া ফেলে।

যিনি মৈত্রী ভাবনা করেন তিনি—

১। সুখংসুপতি—মৈত্রী ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যান। অপর লোকের ন্যায় নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়মিড় ও প্রলাপ বকেন না।

২। সুখং পটিবুজ্ঝতি—নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় নিরুদ্বেগে জাগরিত হন। যেমন-পদ্মফুল ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তেমন তিনি নিরুদ্বেগে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠেন।

৩। ন পাপকং সুপিনং পস্সতি—অপর লোক নিদ্রার সময় পাপজনক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পায়। কিন্তু তিনি সেরূপ ভীতিজনক স্বপ্ন দেখেন না। দান-ধর্ম্মশ্রবণ ও বুদ্ধপূজাদি শুভ স্বপ্ন দেখেন।

৪। মনুস্সানং পিযো হোতি—তিনি মনুষ্য মাত্রেরই প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইয়া থাকেন। বক্ষের মুক্তাহার ও শির-অলঙ্কার সদৃশ সকলের প্রিয় হন।

৫। অমনুস্সানং পিযো হোতি—তিনি অমনুষ্যগণেরও (যক্ষ, রক্ষ ও প্রেতাদির) প্রিয় হন, (বিশাখ স্থবিরের ন্যায়।)

৬। দেবতা রক্খতি—দেবতা পুত্র সদৃশ সতত তাঁহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন

৭। নস্স অগ্গিং বা বিসং বা সত্থং বা কমতি—মৈত্রী বিহারীর কায়ে অগ্নির তাপ লাগে না, (উত্তরা উপাসিকার ন্যায়), বিষপান করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, (চূলসিব স্থবিরের মত) অথবা শরীরে অস্ত্র প্রবেশ করে না, (সংকিচ্চ শ্রামণেরের ন্যায়)।

৮। তুবট্টং চিত্তং সমাধিযতি—মৈত্রীবিহারীর চিত্ত শাঘ্র সমাধিস্থ হয়।

৯। মুখবণ্ণো বিপ্পসীদতি—মুখের বর্ণ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হয়,

১০। অসংমূল্হো কালং করোতি—মৈত্রীবিহারী মোহ প্রাপ্ত হইয়া মরেন না। সংজ্ঞানে নিদ্রাক্রান্তের ন্যায় কাল প্রাপ্ত হন।

১১। উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো ব্রহ্মলোকমুপপজ্জতি—মৈত্রী ভাবনা দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ হয় না। কিন্তু মৈত্রীবিহারী ইহলোক হইতে চ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন।

ব্রহ্মাগণ নিরন্তর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারি ভাবনায় রত থাকিয়া কাল যাপন করেন। এইজন্য মৈত্রীভাবনাশীল ব্যক্তিকে "ব্রহ্মবিহারী" বলা হয়।

মৈত্রী ভাবনা

অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি। অহং বিয মযহং আচরিযুপজ্ঝাযা মাতাপিতরো হিতসত্তা, মজ্ঝত্তিকসত্তা বেরীসত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু, কম্মস্সকা।

"আমি বৈরীহীন হই, বিপদহীন হই, দুঃখহীন হই, আত্ম সুখে বাস করি, আমার ন্যায় আমার আচার্য্য-উপাধ্যায়গণ, মাতাপিতা, উপকারী প্রাণী, মধ্যস্থ সত্ত্ব, (যিনি উপকারীও নহে অপকারীও নহে) বৈরীহীন হউক, বিপদ-হীন হউক, দুঃখশূন্য হউক, আত্ম সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক ও নিজে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক, এই জগতে যাবতীয় জীব কর্ম্মেরই অধীন।

ইমস্মিং বিহারে, ইমস্মিং গোচরগামে ইমস্মিং নগরে, ইমস্মিং বঙ্গদেসে ইমস্মিং জনপদে, ইমস্মিং জম্বুদ্বীপে, ইমস্মিং পঠবিযং, ইমস্মিং চক্কবালে ইস্সরজনা সীমট্ঠকদেবতা সব্বে সত্তা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

"এই বিহারে, এই গোচর গ্রামে, এই নগরে, এই বঙ্গদেশে, এই জনপদে, এই জম্বুদ্বীপে, এই পৃথিবীতে, এই চক্রবালে ঐশ্বর্য্য সম্পন্নব্যক্তিগণ, সীমাস্থ দেবতাসমূহ ও সমস্ত প্রাণিগণ শত্রুহীন হউক, বিপদ্ শূন্য হউক, নিজ প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক, এই জগতে কর্ম্মই স্বকীয়।"

পুরত্থিমায দিসায, দক্খিণায দিসায, পচ্ছিমায দিসায, উত্তরায দিসায, পুরত্থিমায অনুদিসায, দক্খিণায অনুদিসায, পচ্ছিমায অনুদিসায, উত্তরায অনুদিসায, হেট্ঠিমায দিসায, উপরিমায দিসায, সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূতা সব্বে পুগ্গলা সব্বে অত্তভাব-পরিযাপন্না সব্বা ইত্থিযো সব্বে পুরিসা সব্বে অরিযা সব্বে অনরিযা সব্বে মনুস্সা সব্বে অমনুস্সা সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু অনীঘা হোন্তু সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু, কম্মস্সকা।

"পুর্ব্বদিকে, দক্ষিণদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে, পুর্ব্ব-কোণে, দক্ষিণ কোণে, পশ্চিম কোণে, উত্তর কোণে, নীচের দিকে ও উপরদিকে, সর্ব্বসত্ত্ব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বভূত, সর্ব্বপুদ্গল, (ব্যক্তি) সর্ব্ব দেহধারী, সকল স্ত্রী, সকল পুরুষ, সকল আর্য্য, সকল অনার্য্য, সকল দেবতা, সকল মনুষ্য, সকল অমনুষ্য ও সমুদয় বিনিপাতিক, (প্রেত ও নরকে উৎপন্ন সত্ত্বসমূহ) বৈরীশূন্য হউক, বিপদ্ হীন হউক,...।

পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

"পূর্ব্বদিকে মহাশক্তিশালী দেবতাগণ আছেন; তাঁহারা আমাকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।"

দক্খিণস্মিং দিসাভাগে সন্তিদেবা মহিদ্ধিকা
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

"দক্ষিণদিকে মহাশক্তিশালী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আমাকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।"

পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তিদেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

"পশ্চিমদিকে মহাশক্তিশালী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আমাকে আরোগ্য ও সুখে রাখুন।"

উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

"উত্তরদিকে মহাশক্তিশালী যত দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আমাকে আরোগ্য ও সুখে রাখুন।"

পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো, দক্খিণেন বিরূল্‌হকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো, কুবেরো উত্তরং দিসং।
চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যসস্সীনো,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

"পূর্ব্বদিকে লোকপাল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আছেন, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ ও উত্তরদিকে কুবের আছেন, এই

চারিজন যশঃস্বী মহারাজা লোক পালন করেন; তাঁহারাও আমাকে সর্ব্বদা আরোগ্য ও সুখে রাখুন।”

(৭) কুটুম্বিক বিশাখ

পুরাকালে পটলীপুত্র নগরে বিশাখ নামক এক পরম ধার্ম্মিক কুটুম্বিক (ধনী) বাস করিতেন। তিনি লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, তাম্রপর্ণী দ্বীপে মনোরম চৈত্য, আরাম ও ধর্ম্মশালা সকল সুপ্রতিষ্ঠিত, ভিক্ষুদের কষায় বস্ত্রালোকে আলোকিত, তাঁহাদের পূত অঙ্গ সংলগ্ন ঋষি-বায়ু ইতস্তত প্রবাহিত; ফলত ঐ দ্বীপ দানশীলাদি পুণ্যক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদনের প্রতিরূপ স্থান। তথায় ঋতু অনুকূল। শয়নাসন, পুদ্গল ও ধর্ম্মশ্রবণাদি সর্ব্বত্রই সুলভ। তিনি তাঁহার সঞ্চিত ঐশ্বর্য্যরাশি স্ত্রীপুত্রদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বস্ত্র প্রান্তে একটী মাত্র কার্ষাপণ সঙ্গে লইয়া সংসার বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। তিনি ক্রমশ সমুদ্র তীরে আসিয়া নৌকার অপেক্ষায় ক্রমান্বয়ে একমাস অতিবাহিত করেন। তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিপুণ ছিলেন। এই স্থানে ভাণ্ড কিনিয়া সৎবাণিজ্য দ্বারা সেই মাসের মধ্যেই সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিলেন। তিনি নৌকারোহণে লঙ্কা-দ্বীপে পৌঁছিয়া ক্রমশ মহাবিহারে আসিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। প্রব্রজ্যার্থ সীমায় নীত হইলে, সেই হাজার টাকার থলি সীমার বাহিরে স্থাপন করিলে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ইহা কি ?" "ভন্তে, উহা টাকার থলি।" "উপাসক ! প্রব্রজ্যার কাল হইতে এই টাকার ব্যবহার করিতে পারিবে না ; এখনই ইহার ব্যবস্থা কর।" তৎপর তিনি চিন্তা করিলেন—"বিশাখার প্রব্রজ্যার স্থানে আগত ব্যক্তিরা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া না যাউক।" তিনি সেই হাজার টাকা সীমা প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া দিলেন। তারপর প্রব্রজ্যা গ্রহণে উপসম্পন্ন হইলেন। তিনি পাঁচ বৎসরে দুই মাতৃকা * মুখস্থ করিয়া বর্ষাবাসান্তে নিজ যোগ্য কর্ম্মস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক এক এক বিহারে চারিমাস "সমপ্রবর্ত্তবাসে" বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি চিত্রল পর্ব্বত বিহারে যাইতে যাইতে দ্বিধারাস্তার মুখে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাস্তা কোনটী ?" সেই পর্ব্বতবাসী দেবতা হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে "এইটী বিহার রাস্তা" বলিয়া দেখাইয়া দিলেন। তিনি চিত্রল পর্ব্বত-বিহারে গিয়া, তথায় চারিমাস বাস করিয়া "প্রত্যূষে চলিয়া যাইব" এই চিন্তা করিয়া শয়ন করিলেন। তদনন্তর চংক্রমণ প্রান্তস্থিত 'মনিলা' বৃক্ষ অধিবাসী দেবতা সোপান-ফলকে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" "ভন্তে, আমি মনিলিয়া।" "রোদন করিতেছ কেন ?" "ভন্তে, আপনি চলিয়া যাইবেন, সেইজন্য কাঁদিতেছি।" "আমি এখানে

* ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ

১৮১ পৃঃ হে যৌবন মদমত্ত যুবক, তোমার নশ্বর কান্তি
দেহে জরা আসিতেছে।

বাস করিলে তোমাদের কি উপকার হয় ?" "ভন্তে, আপনি এখানে বাস করিলে অমনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকেন। এক্ষণে আপনি চলিয়া গেলে তাহারা পরস্পর দুর্ব্বাক্য বলিবে ও কলহ করিবে।" স্থবির কহিলেন—"যদি আমি এখানে বাস করি, তবে তোমাদের সুখ বিহার হয় কি ?" "হাঁ ভদন্ত," "তবে ভাল !" বলিয়া তথায় আরও চারিমাস কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বাসান্তে স্থবির পুনরায় চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলে পর দেবতা পুনর্ব্বার সেরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে স্থবির সেই বিহারে বাস করিয়া আয়ু-অন্তে তথায় পরি-নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। মৈত্রীবিহারী অমনুষ্যগণেরও প্রিয় হন।

(১) উপাসক নিত্য প্রত্যবেক্ষণ

উপাসক ও উপাসিকাগণ নিত্য এই ভাবনাটী চিন্তা বা জপ্ করিবেন, ইহার দ্বারা সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং পাপের প্রতিও ঘৃণা উৎপন্ন হয়।

জরাধম্মোম্হি জরং অনতীতো, ব্যাধিধম্মোম্হি ব্যাধিং অনতীতো, মরণ-ধম্মোম্হি মরণং অনতীতো, সব্বেহি মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো, কম্মস্সকোম্হি, কম্মদাযাদো, কম্মযোনি কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদো ভবিস্সামি।

(১) জরাধম্মোম্হি জরং অনতীতো—আমি অনতিক্রমনীয় জরা বা বার্দ্ধক্যধর্ম্মের অধীন। এই জরাধর্ম্ম ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দিনে দিনে ক্রমান্বয়ে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই জরারূপ অনুৎপাটিত শল্য বিদ্ধ হইয়া জর্জ্জরিত করিবে, কোন কালে কেহ জরার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই আমিও পাইব না।

(২) ব্যাধি ধম্মোম্হি ব্যাধিং অনতীতো—আমি অনতিক্রমনীয় ব্যাধি ধর্ম্মের অধীন। অদ্য আরোগ্য আছি বটে, কল্য ব্যাধি-রূপ কৃষ্ণ সর্প দংশনে যৌবন গর্ব্ব ও বল দর্প সমস্তই চূর্ণ হইবেই। এই ব্যাধির হাত হইতে কোন কালে কেহ ত্রাণ পায় নাই আমিও পাইব না।

(৩) মরণধম্মোম্হি মরণং অনতীতো—আমি অনতিক্রম-নীয় মরণধর্ম্মের অধীন। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাকে মরিতে হইবে। মৃত্যুরূপ ব্যাধ উৎপত্তিমাত্রই ধনু হস্তে আমার পেছন লইয়াছে, সুযোগক্ষণে তাহার অব্যর্থ মৃত্যুবাণ সন্ধান করিবে। এই মৃত্যুকে কোন কালে কেহ ফাঁকি দিতে পারে নাই আমিও পারিব না।

সব্বেহি মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো—আমার সমুদয় প্রিয়জন ও মনোহর বস্তু হইতে আমাকে নিশ্চয়ই একদিন পৃথক্ হইতে হইবে অথবা আমাকে এই প্রিয়ধনজনের মায়া নিয়তির আকর্ষণে ছেদন করিতে হইবে। নদীর স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায় প্রিয়স্বজন হইতে

১৮১ পৃঃ আরোগ্যের পর ব্যাধি আক্রমণ করিবে।

চিরবিচ্ছেদ ঘটিবেই। প্রিয়ধনজন আমাকে পরিবৃত করিয়া রাখিতে পারিবে না অথবা আমিও কাহাকেও পরিবৃত করিয়া রাখিতে পারিব না।

কম্মস্সকোম্হি—কর্ম্মই আমার স্বকীয়, অর্থাৎ সকলই নিজ কর্ম্মের বিপাকভোগী। এই সংসারে কর্ম্ম ব্যতীত আপনার কিছূই নাই।

কম্মদাযাদো—কর্ম্মই আমার দায়াদ বা উত্তরাধিকারী। আমি একমাত্র কর্ম্ম ফলের ফলভাগী। আমি আর অন্য কিছূর অধিকারী হইব না।

কম্মযোনি—কর্ম্মই আমার যোনি। সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণের হেতু কর্ম্ম। আমি কর্ম্মের হেতুতে উচ্চ নীচে জন্মিতেছি।

কম্মবন্ধু—কর্ম্মই আমার বন্ধু বা সখা। এই জগতে তুই প্রকারের বন্ধু আছে,-সৎবন্ধু ও অসৎবন্ধু। সৎমিত্র সঙ্গে থাকিলে সুখ এবং অসৎমিত্র সঙ্গে থাকিলে তুঃখ অর্থাৎ সৎবন্ধু স্বর্গে ও অসৎবন্ধু নরকে নিয়া যাইবেই।

কম্মপটিসরণো—কর্ম্মই আমার একমাত্র প্রতিশরণ বা আশ্রয়। আমার অপর কোন আশ্রয় নাই।

যংকম্মং করিস্সামি—যেই কর্ম্ম করিব। কল্যাণং বা পাপকং বা—কল্যাণ বা পাপ (কর্ম্ম করিব।) তস্স দাযাদো—তাহার (সেই কর্ম্মের) উত্তরাধিকারী। ভবিস্সামি—হইব।

এইরূপ ভাবনা যাহার নিত্য স্মৃতি-পথে থাকে, সে কখনও

যৌবনমদে মত্ত, বলমদে মত্ত, জীবনমদে মত্ত ও ধনজন মদে মত্ত হইয়া কোন রকম দুষ্কর্ম্মে রত হইতে পারে না; কাজেই তাহার কুশল কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মে, "যৌবন, বলও ধনজন চিরস্থায়ী নহে" মনে রাখিবেই।

অনিত্য গাথা

১। অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদ বয ধম্মিনো,
উপ্পজিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বূপসমো সুখো।

"সংস্কার ধর্ম্ম সমূহ একান্তই অনিত্য, কারণ উৎপত্তি ও বিলয় স্বভাব। তাহা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাহাদের (সেই সংস্কার ধর্ম্ম সমূহের) উপশম নির্ব্বনেই সুখ পাওয়া যায়।"

২। সব্বে সত্তা মরন্তি চ মরিংসু চ মরিস্সরে,
তথেবাহং মরিস্সামি নত্থি মে এত্থ সংসযো।

"সমস্ত সত্ব মরিতেছে, মরিয়াছিল এবং মরিবে, সেরূপ আমিও (যে) মরিব, ইহাতে আমার সংশয় বা সন্দেহ নাই।"

(১) পঞ্চ-স্কন্ধ ভাবনা

রূপক্খন্ধো অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
বেদনক্খন্ধো অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
সঞ্ঞাক্খন্ধো অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
সঙ্খারক্খন্ধো অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা

১৮১ পৃঃ হে প্রমত্ত মানব, তোমার এই দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে।

বিঞ্ঞাণক্খন্ধো অনিচ্চা-দুক্খ-অনত্তা
ইমেপঞ্চক্খন্ধা অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা।

রূপ-স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
বেদনা-স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
সংজ্ঞা-স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
বিজ্ঞান-স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
এইপঞ্চ-স্কন্ধ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

(২) দ্বাদশ আয়তন ভাবনা

চক্খু-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
সোত-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
ঘাণ-আযতনং অনিচ্চা-দুক্খ-অনত্তা,
জিব্হা-আযতনং অনিচ্চা-দুক্খ-অনত্তা
কায-আযতনং অনিচ্চা-দুক্খ অনত্তা।
মনো-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
রূপ-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা।
সদ্দ-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
গন্ধ-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
রস-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
ফোট্ঠব্ব-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
ধম্ম-আযতনং অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা।

দ্বাদশ আয়তন ভাবনা

চক্ষু-আয়তন (ইন্দ্রিয়) অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম
শ্রোত্র-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
ঘ্রাণ-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
জিহ্বা-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
কায়-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
মন-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
রূপ-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
শব্দ-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
গন্ধ-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
রস-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
স্পর্শ-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
ধর্ম্ম-আয়তন অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

(৩) অষ্টাদশ ধাতু ভাবনা

চক্খু-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
সোত-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
ঘাণ-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
জিব্হা-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
কায-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
মনো-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,

রূপ-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
সদ্দ-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
গন্ধ-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
রস-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
ফোট্ঠব্ব-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
ধম্ম-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা।

চক্ষু-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
শ্রোত্র-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
ঘ্রাণ-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
জিহ্বা-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
কায়-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
মন-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
রূপ-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
শব্দ-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
গন্ধ-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
রস-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
স্পর্শ-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
ধর্ম্ম-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

(৪) **বিজ্ঞান ভাবনা**

চক্খু-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা,
সোত-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা

ঘাণ-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
জিব্‌হা-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ অনত্তা
কায-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ-অনত্তা
মনো-বিঞ্ঞান-ধাতু অনিচ্চ-দুক্খ অনত্তা
সব্বে সঙ্খরা অনিচ্চ-দুক্খ অনত্তা।

চক্ষু-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম।
শ্রোত্র-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
ঘ্রাণ-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
জিহ্বা-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
কায়-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
মন-বিজ্ঞান-ধাতু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।
সমস্ত সংস্কার (পঞ্চ-স্কন্ধ বা নাম রূপ) অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

(১) কায়গতসতি

১। অত্থি ইমস্মিং কাযে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। মংসং, নহারু, অট্ঠি, অট্ঠিমিঞ্জ। বক্কং, হদযং যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং। অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং করিসং। পিত্তং, সেম্‌হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো মেদো। অস্সু, বসা, খেলো, সিঙ্ঘানিকা, লসিকা, মুত্তং। মত্থকে মত্থলুঙ্গন্তি।

এই শরীরে বিদ্যমান্ আছে,—কেশসমূহ, দেহের লোম প্রভৃতি, নখসমূহ, দাঁতগুলি, ত্বক। মাংস, শিরা, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বুক, হৃদয়মাংস বা কলিজা, যকৃত, ক্লোম (কলিজা বেড়ান চামড়া) প্লীহা, ফুস্ফুস্। অন্ত্র (বড় আঁতুড়ি) ছোট আঁতুড়ি, উদর (পক্কাশয়,) বিষ্ঠা, (এই ১৯টী মাটির অংশ।) পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁয, রক্ত, ঘর্ম্ম, মেদ,। অশ্রু, চর্ব্বি, থুথু, লালা, শিখনী, মূত্র ও মস্তকের মগজ ইত্যাদি (এই ১৩টী জলের অংশ।) মোট বত্রিশ প্রকার অশুচি দুর্গন্ধ জিনিষ পরিপূর্ণ এই দেহ।

২। ইমস্মিং কাযে, ইমে কেসা নাম বণ্ণতোপি, গন্ধতোপি সণ্ঠানতোপি, ওকাসতোপি, আসযতোপি, অসুভা, জেগুচ্ছা, পটিকুলা। ইমস্মিং কাযে, ইমে লোমা নাম—পে— পটিকুলা। ইমে নখা নাম—পে—পটিকুলা। ইমে দন্তা নাম—পে—পটিকুলা। অযং তচো নাম—পে—অসুভো জেগুচ্ছো পটিকুলো।

৩। ইদংমংসং নাম—পে—অসুভং জেগুচ্ছং পটিকুলং। ইদং নহারু নাম—পে—পটিকুলং। ইদং অট্ঠি নাম— পে—পটিকুলং। ইদং অট্ঠিমিঞ্জং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং বক্কং নাম—পে—পটিকুলং।

৪। ইদং হদয নাম—পে—পটিকুলং। ইদং যকনং— পে—পটিকুলং। ইদং কিলোমকং নাম—পে—পটিকুলং

ইদং পিহকং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং পপ্ফাসং নাম—পে—পটিকুলং।

৫। ইদং অন্তং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং অন্তগুণং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং উদরিযং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং করিসং নাম—পে—পটিকুলং। ইদং মত্থলুঙ্গং নাম—পে—পটিকুলং।

৬। ইদং পিত্তংনাম—পে—পটিকুলং। ইদং সেম্হং নাম—পে—পটিকুলং। অযং পুব্বো নাম—পে—পটিকুলো। ইদং লোহিতং নাম—পে—পটিকুলং। অযং সেদো নাম—পে—পটিকুলো। অযং মেদো নাম—পে—পটিকুলো।

৭। ইদং অস্সু নাম—পে—পটিকুলং। অযং বসা নাম—পে—পটিকুলা। অযং খেলো নাম—পে—পটিকুলো। অযং সিঙ্ঘানিকা নাম—পে—পটিকুলা। অযং লসিকা নাম—পে—পটিকুলা। ইদং মুত্তং নাম—পে—পটিকুলং।

ইমস্মিং কাযে ইমে কেসা নাম পটিযেক্কো কোট্ঠাসো অচেতনো অব্যাকতো সুঞ্ঞো নিস্সত্তো থদ্ধো পঠবিধাতুয়েব।

(৮) শুক শাবক

এই জগতে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দানময় ও শীলময় কুশল কর্ম্ম যেরূপ নিত্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ভাবনাময় কুশলকর্ম্মও নিত্য স্মৃতির পথে জাগরুক রাখা অতি প্রয়োজনীয়। এই কুশল কর্ম্মের

গুণ এই যে, ইহা স্মৃতিমানকে সত্বর পরম শান্তির পথে লইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কুরুরাজ্যবাসীর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি ঃ—যে দিন ত্রিতাপহারী পরম কারুণিক অনুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধ কুরুরাজ্যবাসীকে গভীর "মহা-সতিপট্ঠান" সূত্র দেশনা করিয়াছিলেন সেদিন হইতে তাঁহারা যে কোন একটি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা চিত্তে ধারণা করিতে পারিতেন এমন কি গৃহবধূ এবং দাসদাসীরাও ঘাটে মাঠে এই ভাবনা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতেন। যদি কোথায়ও দুই চারিজন একত্র হইতেন, পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি কোন্ ভাবনায় মনোনিবেশ করিতেছ?" "আমি কিছুই ভাবনা করি না।" তাহা হইলে, "তোমার জীবনকে ধিক্! দুর্লভ মানবজন্ম লাভ বৃথা, তুমি জীবন্মৃত" ইত্যাদি বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভৎসর্না করিতেন এবং উপদেশ দিতেন, তখন তিনিও স্মৃতিপ্রস্থানের যে কোন একটী ভাবনা শিক্ষা করিয়া নিতেন। যদি বলিতেন, আমি অমুক ভাবনা করিয়া থাকি, তবে তাহাকে সকলে সাধুবাদ দিতেন, "তোমার জীবন সু-জীবন, তুমিই মানবত্বের সার্থকতা সাধন করিতেছ, তোমার জন্যই তথাগত বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইয়াছেন" প্রভৃতি বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতেন। শুধু যে মনুষ্যেরা ভাবনা করিতেন তাহা নহে, তাঁহাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত তির্য্যক্ প্রাণীরাও স্মৃতিপ্রস্থানের বচন মাত্র শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ ভবনিঃসরণের বা নিষ্কৃতির হেতু সঞ্চয়

করিত। কথিত আছে, কুরুরাজ্যে একদল নৃত্য ব্যবসায়ী গ্রাম, নগর, ও রাজধানীতে মহা সমারোহে নৃত্যক্রিয়া দেখাইয়া বিচরণ করিত। কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহারা একটি শুক-শাবক লাভ করে এবং ঐ শুক শাবককে মানুষের বুলি শিক্ষা দেয়। তাহারা ক্রমাগত আসিয়া এক ভিক্ষুণী-আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া ভুলক্রমে শুক-শাবকটী আশ্রমে ফেলিয়া প্রস্থান করে। এক শ্রামণী তাহাকে পাইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল, তাহার নাম রাখিল "বুদ্ধরক্ষিত।" একদিবস সেই আশ্রমের প্রধানা স্থবিরা ভিক্ষুণী তাহাকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুদ্ধরক্ষিত! তোমার কাছে কোন কর্ম্মস্থান ভাবনা আছে কি?" "নাই আর্য্যে!" "বুদ্ধরক্ষিত, প্রব্রজিতদের সঙ্গে ভাবনা বিনা বাস করা উচিত নহে? সুতরাং যে কোন একটী স্মৃতিতে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তুমি দীর্ঘ কর্ম্মস্থান মুখস্থ করিতে পারিবে না, কাজেই তুমি 'অস্থি' এই একটী মাত্র বাক্য ভাবনা করিতে থাক।" তৎপর সেই ভিক্ষুণী সম্যক্‌রূপে অস্থিস্মৃতির মর্ম্ম শুক-সাবককে হৃদয়ঙ্গম করাইবার অভিপ্রায়ে পুনঃ এই গাথা দ্বয়ের দ্বারা উপদেশ প্রদান করিলেন ঃ—

১। পস্স অট্ঠিমযং গেহং নহারু-রজ্জু-বেট্ঠিতং,
সম্মংসমত্তিকালিত্তং তং কেস-তিণ-ছাদিতং।

২। অট্ঠিসঙ্খলিকং পুঞ্জং অসুচিনন্তমক্খিতং,
অন্তোপূতি বহিচিত্তং গূথকুম্ভো'ব পস্সতো।

"হে বুদ্ধরক্ষিত ! এই শরীর স্নায়ুরজ্জু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী অস্থিময় গৃহস্বরূপ দেখ, তাহা মাংসরূপ মৃত্তিকা লিপ্ত এবং কেশরূপ তৃণে আচ্ছাদিত।

এই শরীর অনন্ত অশুচি ম্রক্ষিত অস্থি-শৃঙ্খল পুঞ্জ গঠিত, বাহিরে বিচিত্র, অভ্যন্তরে দুর্গন্ধ বিষ্ঠার ঘটতুল্য।"

স্থবিরা ভিক্ষুণী এই দেহের অসারতা সম্পর্কে এই উপদেশ প্রদান করিলেন এবং শুক-সাবক "সাধু ! সাধু ! আর্য্যে" বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়া "অস্থি, অস্থি" বলিয়া স্বাধ্যায়ন পূর্ব্বক বাস করিতেছিল। তৎপর একদিন প্রাতঃকালে সেই শুক-শাবক তোরণাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রভাতে রৌদ্র সেবন করিতেছিল, তখন একটী শ্যেণ পক্ষী ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। সুতরাং সে কিচি মিচি শব্দ করিয়া উঠিল। শ্রামণিগণ স্থবিরা ভিক্ষুণীকে বলিল, "আর্য্যে ! "বুদ্ধরক্ষিতকে শ্যেন ধরিয়া লইয়া যাইতেছে ; তাহাকে মোচন করিব কি ?" তাঁহার অনুমতিক্রমে শ্রামণিগণ ঢিল ও দণ্ডাদির দ্বারা শ্যেনকে তাড়াইয়া শুক শাবক ছাড়াইয়া আনিয়া স্থবিরার সম্মুখে রাখিলে, স্থবিরা জিজ্ঞাসা করিল, "বুদ্ধরক্ষিত, শ্যেন-কবলে থাকিতে তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে ?" "আর্য্যে ! আমি অন্য

চিন্তা না করিয়া ইহাই চিন্তা করিয়াছিলাম,—এক অস্থিপুঞ্জ অপর অস্থিপুঞ্জকে লইয়া যাইতেছে।"

৩। যথা ইদং তথা এতং যথা এতং তথা ইদং,
সব্বং অট্‌ঠিমযং এতং তথা মঞ্ঞন্তি পণ্ডিতা' তি।

"যেমন ইহা তেমন তাহা, যেমন তাহা তেমন ইহা, সকল দেহই অস্থিময় এই ভাবেই পণ্ডিতেরা বিষয়টী মনে করেন।"

"আর্য্যে! এইরূপে অস্থিরাশিই চিন্তা করিয়াছিলাম।"

"সাধু! সাধু! বুদ্ধরক্ষিত, ইহা তোমার ভবিষ্যৎ ভবের পুণ্যময় হেতু হইবে।" শুক সেই হইতে তাহাতেই মনোনিবেশ করিয়া কালপ্রাপ্তে অনুরাধাপুরে এক ধনবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিল। তথায় তরুণ বয়সে কল্যাণমিত্রগণের (ভিক্ষু-গণের) দর্শন এবং তাঁহাদের সংসর্গে প্রব্রজ্যার প্রতি তাহার চিত্ত নমিত হইল। তিনি পিতামাতার অনুমতি লইয়া ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের সমীপে গৃহীত কর্ম্মস্থান ভাবনা করিতে করিতে আটত্রিশটী কর্ম্মস্থান আলম্বন সমূহের মধ্যে বিশেষত পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্থ অস্থি কর্ম্মস্থানই তাহার চিত্তে উপস্থিত হইল। অনন্তর একদিবস তিনি পূর্ব্বাহ্নে পাত্রচীবর গ্রহণে নগরাভিমুখে ভিক্ষার জন্য গমন করিতেছিলেন; সেই সময়ে জনৈক যুবতী স্ত্রী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে পিত্রালয়ে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় দীর্ঘাবগুণ্ঠনে আপন আনন আবৃত করিয়া পতিগৃহ হইতে বাহির হইয়া গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতে

লাগিল। সেই যুবতী ভিক্ষান্নের জন্য নগরাভিমুখী ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া অল্পমাত্র অবগুণ্ঠন অপনয়ন করিয়া হাঁসিয়া প্রস্থান করিল। তাহার দন্তরাজি দর্শন করিয়া অস্থিপঞ্জর ভাব তাঁহার মনে উদিত হইল এবং তথায় বর্দ্ধিত বিদর্শন ভাবনার প্রভাবে প্রতিসম্ভিদা সহ তিনি অর্হৎফল প্রাপ্ত হইলেন।

৪। তস্সা দন্তট্ঠিকং দিস্বা অট্ঠিসঞ্ঞং উপট্ঠহি,
তং নিমিত্তং বিপস্সন্তো পাপুনি ফলমুত্তমন্তি।

"তাহার দন্তাস্থি দেখিয়া অস্থিসংজ্ঞা উপস্থিত হইল। সেই অস্থি নিমিত্ত ভাবনা করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ মার্গফল লাভ করিলেন।"

অনন্তর সেই অর্হৎ লঙ্কা দ্বীপে অগ্রদাক্ষিণেয় মহা ক্ষীণাসব শ্রাবক রূপে পরিচিত হইয়া পূজিত হইয়াছিলেন। শুকশাবক "অস্থি, অস্থি" বাক্য মাত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে কালক্রমে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া উত্তম আর্য্য মার্গ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিদর্শন ভাবনাই মনুষ্যকে সত্বর উর্দ্ধপথে লইয়া যায়।

(১) অষ্ট মহাস্থান বন্দনা

ভগবান্ বুদ্ধ বোধিদ্রুম মূলে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর সাত সপ্তাহ বুদ্ধগয়ার সাত স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তার পর তথা হইতে যাত্রা করিয়া বারাণসীর সমীপে ঋষিপত্তন মৃগদাবে (বর্ত্তমান সারনাথে) উপস্থিত হন এবং তথায়

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র" দেশনা করেন। সেই সপ্ত মহাস্থান ও বোধিকে এইরূপে বন্দনা করিবে।

(১) পঠমং বোধিপল্লঙ্কং, (২) দুতিযং অনিমিসম্পি চ,
(৩) ততিযং চঙ্কমণং সেট্ঠং, (৪) চতুত্থং রতনঘরং,
(৫) পঞ্চমং অজপালঞ্চ, (৬) মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং,
(৭) সত্তমং রাজাযতনং, বন্দে তং (৮) বোধিপাদপং।

১। বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে যেই বোধিমূলে বজ্রাসনে পূর্ব্বমুখী উপবেশন করিয়া মারবল বিধ্বস্ত পূর্ব্বক বুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; সেই বোধিপর্য্যঙ্ককে প্রথম বন্দনা করিতেছি। (প্রথম সপ্তাহ বুদ্ধ বোধিমূলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।)

২। যে বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৃক্ষের দিকে পলক্ শূন্য নয়নে দেখিতে দেখিতে ধ্যানস্থ হইয়া বিমুক্তিপ্রীতি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে এক সপ্তাহ (দ্বিতীয় সপ্তাহ) অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই "অনিমেষ" স্থানকে দ্বিতীয় বন্দনা করিতেছি।

৩। তৎপর ভগবান্ যে স্থানে চংক্রমণ (পাদচারণ) করিতে করিতে এক সপ্তাহ (তৃতীয় সপ্তাহ) অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই চংক্রমণ স্থানকে তৃতীয় বন্দনা করিতেছি।

৪। ভগবান্ চতুর্থ সপ্তাহ "রত্নগৃহ" নামক স্থানে ধ্যানস্থ হইয়া বিমুক্তিসুখ উপভোগ করিতে করিতে যাপন করিয়াছিলেন। সেই "রত্নগৃহ" স্থানকে চতুর্থ বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধত্ব লাভ।

৫। ভগবান্ তথা হইতে "অজপাল ন্যগ্রোধ" নামক বট-বৃক্ষের নীচে পঞ্চম সপ্তাহ ধ্যানজনিত বিমুক্তিসুখে যাপন করিয়াছিলেন। সেই "অজপাল ন্যগ্রোধ" স্থানকে পঞ্চম বন্দনা করিতেছি।

৬। ভগবান্ "মুচলিন্দ তরুতলে" উপস্থিত হইয়া ষষ্ঠ সপ্তাহ বিমুক্তিসুখ উপভোগ করিতে করিতে ষষ্ঠ সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই "মুচলিন্দ" স্থানকে ষষ্ঠ বন্দনা করিতেছি।

৭। ভগবান্ "রাজায়তন' নামক স্থানে গমন করিয়া ধ্যানজনিত বিমুক্তি সুখে সপ্তম সপ্তাহ যাপন করিয়াছিলেন, সেই "রাজায়তন" স্থানকে সপ্তম বন্দনা করিতেছি।

৮। আর যে বোধিতরু তলে উপবেশন করিয়া বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, যাহা সুরনরপূজ্য জগতের পবিত্র পুণ্যময় স্থানে পরিণত হইয়াছে সেই বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করিতেছি।

(২) বুদ্ধের চীবরাদি ব্যবহৃত বস্তু বন্দনা

১। যে সমস্ত উপকরণ ভগবান্ বুদ্ধ ব্যবহার করিতেন তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর সে সকল উপকরণ কোন্টী কোথায় স্থাপিত হইয়া কোন্ দেশবাসী দ্বারা পূজিত হইতেছে, তাহার বন্দনা—

১। পচ্চত্থং মুকুটপুরে, বন্ধুনামে তিচীবরং,
মধুরায পুরে পত্তং, কুরুনগরে নিসীদনং।

২। পাটলিপুত্ত নগরে করকাযবন্ধনং,
পঞ্চালে' দকসাটিঞ্চ, চম্মখণ্ডঞ্চ কোসলে।

৩। মিথিলায পূরে পত্তধারণী-পরিস্সাবনং,
বাসী-সুচিঘরং চাপি ইন্দপথে পুরুত্তমে।

৪। উপাহনং কুঞ্চিকাচেব থবিকা পি চ সব্বসো,
উসীর ব্রাহ্মণে গামে কতা রতনবিচিত্তা।

৫। জিনেন পরিভুত্তা তা পরিক্খারে চ ধাতুযো
পূজিতো নরদেবেহি সদা বন্দামি মুদ্ধনা।

১। মুকুটপুরে বিছানা, বন্ধুনামক স্থানে ত্রিচীবর, মথুরা পুরে পাত্র, কুরুনগরে আসন।

২। পাটলিপুত্র নগরে কমণ্ডলু ও কোমরবন্ধ, পাঞ্চাল-দেশে স্নানের কাপড়, কোশলে চর্ম্মখণ্ড।

৩। মিথিলা নগরে পাত্রধারণী (ভোজন বের) ও জল ছাঁকনী, বাসী (ক্ষুর) ও সুঁচ রাখিবার আধার

৪। উষীর ব্রাহ্মণ গ্রামে উপাহন (পাদুকা), কুঞ্চিকা ও রত্নখচিত বিচিত্র স্থবিকা।

৫। জিন ব্যবহৃত এই সমস্ত জিনিষও ধাতুসমূহ মনুষ্য ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। আমিও সর্ব্বদা সেই সকল অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

(৩) বোধিদ্রুম রোপণ, প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপনের পুণ্যফল

যো বোধি-রুক্খং রোপেতি, যো চ পব্বজিতো নরো,

যো চ সত্থু-বিম্বকরো ধুবং বুদ্ধো ভবিস্সতি।

"যিনি বোধি বৃক্ষ রোপণ করেন, যিনি প্রব্রজিত হন অথবা যিনি বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপিত করেন, তিনি ধ্রুব সম্যক্ সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধ, এই তিন পদের যে কোন পদ প্রাপ্ত হইবেন।"

(৪) অছিন্ন পুষ্পে বুদ্ধকে পূজা করা

কুসুমং ফুল্লিতং দিস্বা পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং,
বুদ্ধসেট্ঠং সরিত্বান আকাসেচপি পূজযে।

"পুষ্পিত কুসুমের দিকে লক্ষ্য করিয়া যোড়করে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের গুণরাজি স্মরণ পূর্ব্বক আমি আকাশেই (সেই বুদ্ধকে) পূজা করিতেছি।"

(৫) বুদ্ধকে খাদ্য ভোজ্য পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং,
অনুকম্পং উপাদায পটিগণ্হতুমুত্তমং।

"ভদন্ত, আমাদের সুসজ্জিত উত্তম ভোজনে সম্মত হইয়া অনুকম্পা পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।"

(৬) দন্ত ধাতু বন্দনা

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অহু,
একা গান্ধার বিসযে, একাসি পুন সীহলে।
চতস্সো তা মহাদাঠা, নিব্বানরসদীপিকা,
পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুযো।

"একটী দন্ত স্বর্গপুরে, একটী নাগপুরে, একটী গান্ধাররাজ্যে, আর একটী সিংহলদ্বীপে আছে। নির্ব্বাণরস প্রকাশক সেই চারি দন্তধাতু মনুষ্য ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত। আমিও সেই ধাতুসমূহকে বন্দনা করিতেছি।"

(৭) পুষ্প পূজা

নিরোধ-সমাপত্তিতো উট্‌ঠহিত্বা বিয নিসিন্নস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ইমিনা পুপ্ফেন পূজেমি। ইদং পুপ্ফ-পূজং বুদ্ধ পচ্চেক-বুদ্ধ অগ্গসাবক, মহাসাবক, অরহন্তানং সভাবসীলং, অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি।

ইদং পুপ্ফং দানি বণ্ণেনাপি সুবন্নং, গন্ধেনাপি সুগন্ধং, সণ্ঠা নেনাপি সুসণ্ঠাণং, খিপ্পমেব দুব্বণ্ণং, দুগ্গন্ধং, দুস্সণ্ঠানং অনিচ্চতং পাপুনিস্সতি। এবমেব সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা, সব্বে সঙ্খারা দুক্খা, সব্বে ধম্মা-অনত্তাতি। ইমিনা বন্দন-মানন পূজা পটি-পত্যানুভাবেন আসবক্খযো হোতু, সব্বা দুক্খা পমুচ্চতু।

"নিরোধ সমাপত্তি হইতে উঠিয়া উপবিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে এই পুষ্প দ্বারা পূজা করিতেছি। এই পুষ্পপূজা প্রভাবে স্বভাবশীলযুক্ত বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও অর্হৎগণের আমিও (যে) অনুগামী হইব। এই পুষ্প বর্ণে সুবর্ণ, গন্ধে সুগন্ধ, গঠনেও সুগঠিত; কিন্তু শীঘ্র দুর্ব্বর্ণ, দুর্গন্ধ ও দুর্গঠিত হইয়া অনিত্যতা প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ সমুদয় সংস্কার অনিত্য, সর্ব্ব সংস্কার দুঃখপূর্ণ ও সর্ব্ব ধর্ম্ম অনাত্মা। এই বন্দনা, মাননা ও পূজা প্রতিপত্তির প্রভাবে আমার তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়া যাউক। আমার সর্ব্ব প্রকাব দুঃখ বিনষ্ট হউক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১) দান

জগতে সত্যধর্ম্মবিশ্বাসী নরনারীমাত্রের ইহ-পরকালের সুখসমৃদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি দানময় কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করা একান্তই কর্ত্তব্য। কারণ দান ব্যতীত ধন-জন-জীবন যৌবন লাভ করাও অসম্ভব। যেমন, ক্ষেত্রশূন্য ব্যক্তির ফসলের আশা, পাথেয়শূন্য পথিকের যানের আশা নিষ্ফল হয়, তেমন দানহীন ব্যক্তিরও ভোগৈশ্বর্য্যের আশা নিষ্ফল হয়। দানের প্রভাব কিরূপ তাহা সুমন বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। আর এই বুদ্ধের সময়ে, এই জম্বুদ্বীপে যে সকল অমিত ঐশ্বর্য্যশালী (জোতিক, জটিল, উগ্গ, মেণ্ডক ও পুণ্নকাদি) শ্রেষ্ঠীগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রাক্তন দানপ্রভাবে এইরূপ ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বুদ্ধের মহাতপা অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও অর্হৎগণও জন্মে জন্মে দানক্রিয়া সম্পাদনে বিমুখ ছিলেন না। বিশেষত এই গৌতম বুদ্ধ মহাত্যাগী উগ্রতপা সুমেধ তাপস জন্মে দীপঙ্কর সম্যক্ সম্বুদ্ধের পাদ-মূলে, যখন প্রার্থনা মূলক আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণে অধিকতর উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন, "বুদ্ধগণ অব্যর্থবাদী, তাঁহাদের

বাক্য অন্যথা হয় না ; যেমন আকাশে উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের পতন সুনিশ্চিত, জাত সত্ত্বের মরণ, অরুণাগত সূর্য্যের উদয় এবং গুহানিষ্ক্রান্ত সিংহের সিংহনাদ ধ্রুব ও অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ বুদ্ধের বাক্য সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ। আমি ভবিষ্যতে 'বুদ্ধ' হইবই।"

তিনি চিন্তা করিলেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ (বোধিসত্ত্বগণ) কোন্ মহা পথে প্রথম গমন করিয়াছিলেন?" "ত্যাগরূপ মহাপথ" তিনি দিব্যজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে নিজে এই উপদেশ প্রদান করিলেন। "হে সুমেধ, তুমি এই হইতে প্রথম দানপারমিতা পূর্ণ করিবে। যেমন অধোমুখে স্থাপিত জল-কুম্ভ নিঃশেষরূপে জল ত্যাগ করে, প্রত্যাহরণ করে না তেমন ধন, যশঃ, পুত্র-কন্যা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অবলোকন না করিয়া কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট না রাখিয়া, যাচকদিগের ইচ্ছানুরূপ সমস্ত বস্তু ত্যাগ-মুখে বিসর্জ্জনে বোধিমূলে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধ হইতে পারিবে।" এইরূপে চিত্তাগ্রতা পূর্ব্বক, দৃঢ়রূপে দান পারমিতাপূরণে অধিষ্ঠান বা সঙ্কল্প করিলেন। বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপসও দিব্য চক্ষু দ্বারা দশপারমিধর্ম্মের মধ্যে প্রথম দান-পারমিতা দর্শন করিলেন। সুতরাং যে কোন সত্ত্ব সংসারাবর্ত্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা করেন; তাহাকে দান-পারমিতা-পূর্ণ করিতে হইবে।

১। এবঞ্চে ভিক্খবে সত্তা জানেয্যুং দান সংবিভাগস্স

বিপাকং, যথাহং জানামি। ন অদত্বা ভুঞ্জেয্যুং ন চ তেসং অস্স চরিমো আলোপো চরিমং কবলং ততো পি ন অসং-বিভজিত্বা ভুঞ্জেয্যং সচে তেসং পটিগ্গাহকা অস্সু।

'হে ভিক্ষুগণ, যেমন আমি দানের ফল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জানি, তেমন যদি সত্ত্বগণ সংবিভাগের ফল জানে, দান না দিয়া ভোজন করিবে না, (অর্থাৎ যাহা নিজের জন্য স্থাপিত ভোগ্য-বস্তু থাকে, তাহা অন্যকে ভাগ করিয়া দিয়াই ভোজন করিবে।) তাহাদের যে শেষ গ্রাস অবশিষ্ট থাকে, যদি তাহারও প্রতিগ্রাহক থাকে সেই সর্ব্ব শেষ গ্রাস হইতেও বিভাগ করিয়া দিয়াই ভোজন করিবে।

দাতা দানের ফল ইহ লোকেও লাভ করিয়া থাকেন।

২। পঞ্চিমে ভিক্খবে দানে আনিসংসা, কতমে পঞ্চ? বহুনো জনস্স পিযো হোতি, মনাপো, সন্তো সপ্পুরিসো ভজন্তি, কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গচ্ছতি। গিহিধম্মা অনপেতো হোতি, কাযস্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জতি। ইমে খো ভিক্খবে পঞ্চ দানে আনিসংসা তি।

"হে ভিক্ষুগণ, দান দ্বারা (দাতা) এই পাঁচ প্রকার ফল লাভ করেন। সেই পাঁচটী কিরূপ? বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন এবং পণ্ডিত সৎপুরুষগণ (তাঁহার) ভজনা করেন; কল্যাণ জনক কীর্ত্তিশব্দ চতুর্দ্দিকে অভ্যুত্থিত হয়। গৃহীধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন না, মৃত্যুর পর পরলোকে সুগতি স্বর্গ

লোকে উৎপন্ন হন। হে ভিক্ষুগণ, দানে এই পাঁচ প্রকার ফল (দাতা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

(৩) দানং তাণং মনুস্সানং, দানং দুগ্গতিবারণং ;
দানং সগ্গস্স সোপানং, দানং সন্তিকরং পরং।

"দান মনুষ্যদের ত্রাণকারী, দান দ্বারা মানবের দুঃখদৈন্য বারণ হয়। দান স্বর্গের সোপান সদৃশ এবং দান ইহকাল ও পরকালের শান্তিকর সুখ আনয়ন করে।"

দানেন সত্তা তিদিবং বজন্তি, দানেন বিন্দন্তি সিরিং নরেসু।
লভন্তি দানেন সিবং পুরম্পি, দদেয্য তস্মা সততং পদানে'তি।

"দানের দ্বারা সত্ত্বগণ ত্রিদিবে গমন করেন, দানের দ্বারা ইহলোকে ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং সেই দান প্রভাবে শিবপুর (নির্ব্বাণ) প্রাপ্তহন। তজ্জন্য মানব মাত্রেরই শক্তি অনুরূপ দান দেওয়া কর্ত্তব্য।"

(অধুনা যে জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও অনুকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী ইহ জীবনকে ধন্য মনে করিতেছেন, সেই শ্বেত জাতির দান কার্য্য কোন জাতি হইতে পশ্চাৎপদ নহে। যদি তাঁহারা দান বিমুখ হইতেন, তবে এই পৃথিবীর নানা স্থানে রাশি রাশি ধর্ম্ম মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদর কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এত রাশি রাশি টাকা খৃষ্টান মিশনারিগণ কোথায় পান্ বা কাহারা যোগন , ভাবিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীদের হাতে

হাজার হাজার টাকা দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা তাহার দ্বারা স্থানে স্থানে গির্জ্জা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। দানরূপ পুণ্য কর্ম্ম যে প্রত্যেক মানবের করণীয় তাহা বর্ত্তমান জগতের মহাজ্ঞানী স্যার অইজাক নিউটনের" জীবনী পাঠেও অবগত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের জীবন জীবনই নয়।")

(৪) কিত্তাবতা পন ভন্তে, উপাসকো চাগসম্পন্নো হোতী'তি, ইধ মহানাম উপাসকো বিগতমলমচ্ছেরেন চেতসা অগারং অজ্ঝাবসতি মুত্তচাগো পযতপাণী বোস্সগ্গরতো যাচযোগো দানসংবিভাগরতো, এত্তবতা খো মহানাম উপাসকো চাগসম্পন্নো হোতি।

"প্রভো, কি প্রকারে উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়? মহানাম, ইহলোকে উপাসক মাৎসর্য্য-মল চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত করিয়া গৃহবাস করে, লোভমুক্ত হইয়া ত্যাগ করে, দানে পবিত্র হস্ত, সর্ব্বদা বিসর্জ্জনে রত, যাচকগণের যাচ্ঞা পূর্ণ করেন এবং দান বিতরণ কার্য্যে রত হন। এই প্রকারে উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়।"

(১) জ্ঞানী পুরুষের দান

ইহকাল ও পরকাল বিশ্বাস করিয়া দান দেওয়া যে মানব মাত্রেরই উচিত তাহা পূর্ব্বোক্ত উপমা হইতে জ্ঞাত

হওয়া যায়। তবে সৎপুরুষের অনুকরণে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ স্মরণ করিয়া দান দিলে দাতার পুণ্য ফল বর্দ্ধিত হয়।

(১) সদ্ধায দানং দেতি, (২) সক্কচ্চং দানং দেতি, (৩) কালেন দানং দেতি, (৪) সহত্থা দানং দেতি, (৫) অনগ্গহিত-চিত্তো দানং দেতি, (৬) আগমন-দিট্ঠিকো দানং দেতি, (৭) অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্চ দানং দেতি।

"(১) শ্রদ্ধা সহকারে দান দিবে, (২) সাদরে দান দিবে, (৩) উপযুক্ত সময়ে দান দিবে, (৪) স্বহস্তে দান দিবে, (৫) নির্লোভ চিত্তে দান দিবে, (৬) এই কুশল কর্ম্মের ফল লাভ করিব, চিত্তে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া দান দিবে, (৭) আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা না করিয়া দান দিবে।"

(২) "সদ্ধাহি মুলং দানস্স, সদ্ধা মূলাহি সম্পদা।"

দানের মূল শ্রদ্ধা (অর্থাৎ শ্রদ্ধাই দানের মূল।)

লৌকিক ও লোকোত্তর সম্পত্তি শ্রদ্ধামূলক।

"সদ্ধা পুপ্ফং পিলন্ধিত্বা যন্তি সন্তিপুরং ইতো।"

"শ্রদ্ধারূপ পুষ্প কণ্ঠে পরিধান করিয়া ইহলোক হইতে শান্তিপুরে গমন করা যায়।"

(৩) সদ্ধায় দানং দত্বা অড্ঢো চ হোতি মহদ্ধনো, মহাভোগো, অভিরূপো চ হোতি দস্সনীযো পাসাদিকো পরমায বণ্ণপোক্খরতায সমন্নাগতো।

"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান দিয়া দাতা ধনী, মহাসম্পত্তিশালী ও মহাভোগী হইয়া থাকে। সে অত্যন্ত সুন্দর হয়,—লোকে

যতই দেখিবে ততই তাহাদের দেখিবার ইচ্ছা হইবে। সে সকলের প্রিয়দর্শন হয় এবং তাহার দেহের রূপশোভা অতুলনীয় হয়।"

১। সদ্ধায় দিন্নং যং দানং তং বদন্তি মহপ্ফলং,
বিনা সদ্ধায যং দানং ন তং হোতি মহপ্ফলং।

যে শ্রদ্ধার সহিত যেই দান দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা মহা ফল লাভ হয় বলিয়া (সৎপুরুষগণ) বলিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা ব্যতীত দান দিলে তাহাতে মহাফল হয় না।"

(২) সদ্ধায পুব্বঙ্গমং দানং অপ্পকংব'পি যে কতং,
পসন্না তীসু ঠানেসু লভন্তি তিবিধং সুখং।

"চিত্তে শ্রদ্ধা পূর্ব্বগামী করিয়া অল্পমাত্র বস্তু দান করা হইলেও দাতা ত্রিবিধ স্থানে প্রসন্নচিত্তে ত্রিবিধ সুখ লাভ করিয়া থাকে।"

(৩) সুখং মানুসিকং দেতি সগ্গেসু চ পরং সুখং,
ততো চ নিব্বানসুখং সব্বং দানেন লব্ভতি।

মনুষ্যলোকের সুখ, পরকালে স্বর্গীয় সুখ, তদনন্তর নির্ব্বাণ সুখ, এই সর্ব্বপ্রকার সুখ, দান প্রভাবে দাতা লাভ করিয়া থাকে।"

(১) দানে ত্রিবিধ চেতনা

পুব্বেব দানা সুমনো, দানং চিত্তং পসাদযে,
দত্বা চত্তমনো হোতি, এসা পুঞ্ঞস্স সম্পদা'তি।

"দান দিবার পূর্ব্বেই মনে সন্তোষ আনিতে হইবে, দান দিবার সময় প্রসন্নচিত্তে দান দিবে এবং দান দিয়াও আনন্দিত হইবে—ইহাই পুণ্যের সম্পদ্।"

যখন দান করিবার সঙ্কল্প চিত্তে উৎপন্ন হয় তখন হৃষ্টচিত্তে দানীয় বস্তু সংগ্রহ করিবে ; এইরূপ চেতনাকে "পূর্ব্ব চেতনা" কহে। এই চেতনার দ্বারা দাতার পুণ্য বর্দ্ধিত হয়।

তারপর সংগৃহীত দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের বা গ্রহণকারীদের হাতে প্রদানের সময় ক্ষান্তি,মৈত্রী ও করুণা চিত্ত পোষণ করিয়া সৌমনস্য বা সন্তোষ চিত্তে দান করিবে ; এইরূপ চেতনাকে "মোচন চেতনা" কহে। এই চেতনার দ্বারা দাতার পুণ্য বর্দ্ধিত হয়।

তদনন্তর সৌমনস্য চিত্তে দান ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া সর্ব্বদা চিত্তে প্রীতিপ্রমোদ ভাব উৎপাদন পূর্ব্বক চিন্তা করিবে, আমার দ্বারা অমুক সময়ে এই প্রকার ত্যাগ রূপ কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করা হইয়াছে। এইরূপ মনে স্মরণ রাখিবে ; কারণ কুশল কর্ম্মের বিষয় যতই চিন্তা করিবে, ততই পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। এই "চেতনাকে অপর" চেতনা কহে।

(১) পাঁচ প্রকার কালোচিত দান।

পঞ্চিমানি ভিক্খবে কালদানানি। কতমানি পঞ্চ? আগন্তুকস্স দানং দেতি, গমিকস্স দানং দেতি, গিলানস্স দানং দেতি, দুব্ভিক্খে দানং দেতি, যানি তানি নব সস্সানি,

নব ফলানি তানি পঠমং সীলবন্তেসু পতিট্ঠাপেতি, ইমানি খো ভিক্খবে পঞ্চ কাল দানানী 'তি।

"হে ভিক্ষুগণ, কালোচিত দান পাঁচ প্রকার। তাহা কিরূপ?

"(১) আগন্তুক ভিক্ষুকে দান দিবে, (২) বিদেশে গমনশীল ভিক্ষুকে দান দিবে, (৩) রোগপীড়িত ভিক্ষুকে দান দিবে, (৪) দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে ভিক্ষুকে দান দিবে, (৫) নিজ গৃহে বা দেশে কোন নূতন ফল ও নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে, প্রথম শীলবান্ ভিক্ষুকে দান দিবে। এই পঞ্চ কালোচিত দান বলিয়া কথিত হয়।"

এইরূপ কালোচিত দানে দাতার পুণ্যফল অধিক হয়।

প্রতিরূপ দেশের দায়ক দায়িকাগণ ঋতুভেদে দেশে যে কোন নূতন শস্য ও নূতন ফল জন্মে, তাহা প্রথমে বুদ্ধ পূজা এবং ভিক্ষু সংঘের হাতে দান দিয়াই নিজেরা পরিভোগ করেন।

[পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামেও অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাটালের ছোয়াইং (পিণ্ড) দান প্রথা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই উত্তম দান ক্রিয়া দুইটীও উঠিয়া যাইতেছে]

(২) জ্ঞানীর দান

(১) কালে দদন্তি সপ্পঞ্ঞা বদঞ্ঞূ বীতমচ্ছরা,
কালেন দিন্নং অরিযেসু, উজুভূতেসু তাদিসু,
বিপ্পসন্নমনা তস্স বিপুলা হোতি দক্খিণা।

"বদান্য বা দানশীল, মাৎসর্য্যমলহীন ও প্রজ্ঞাবানব্যক্তি যোগ্য কালে দান দিয়া থাকে। কায়, বাক্য ও চিত্তের বক্রতা-হীন তাদৃশ আর্য্যগণকে প্রসন্নমনে (পূর্ব্ব, অপর ও মোচন চেতনা) দান দিলে তাহার দানের ফল বিপুল হয়।"

(৩) সৎপুরুষের পুণ্য লাভ

দাতা দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, অন্য জ্ঞানীব্যক্তি পরিশ্রম ও সাধুবাদ দিয়া পুণ্যাংশ গ্রহণ করেন।

(২) যে তং অনুমোদন্তি বেয্যাবচ্চং করোন্তি বা,
ন তেন দক্খিণা ঊনা তেপি পুঞ্ঞস্স ভাগিনো।

"যাহারা অপরের কুশল কর্ম্মে সন্তোষের সহিত 'সাধু' বলিয়া অনুমোদন করে এবং যাহারা উৎসাহের সহিত কায়িক পরিশ্রম করিয়া দান কার্য্যে সাহায্য করে, তাহারাও পুণ্যের অংশভাগী হয়। তাহাতে দাতার পুণ্য ফল হ্রাস হয় না।"

(৩) তস্মা দদে অপ্পতিবানচিত্তো যত্থ দিন্নংমহপ্ফলং,
পুঞ্ঞানি পরলোকস্মিং পতিট্ঠা হোন্তি পাণীনন্তি।

"সেজন্য লোভ, মাৎসর্য্যাদি মলে মলিন না হইয়া অনুৎকণ্ঠিত চিত্তে দান দিবে। পুণ্য কর্ম্ম সকল পরলোকে প্রাণীদের প্রতিষ্ঠার কারণ হয়।"

(৩) দানীয় বস্তু

অন্নং পানং বত্থং যানং মালাগন্ধবিলেপনং,
সেয্যাবসথপদীপেয্যং দানবত্থু ইমে দসাতি।

(১) অন্ন—আহার্য্য, ভাত, তরকারী, মিঠাই, ফল, পিষ্টকাদি খাদ্য-ভোজ্য-দ্রব্য। (২) পানীয়—জল, সরবৎ, চা, দুধ, ফলের রস ইত্যাদি। (৩) বস্ত্র—ত্রিচীবর, ভিক্ষুর অন্যান্য ব্যবহার্য্য কাপড়, লেপ, কম্বল, প্রভৃতি। (৪) যান—নৌকা, গাড়ী, পাল্‌কি, হাতী, ঘোড়াদি যান। (৫) মালা—ফুলের মালা, অলঙ্কার ওহার প্রভৃতি। (৬) গন্ধ—ধূপ, ধুনা, চন্দন, কর্পূর ও কস্তুরী ইত্যাদি। (৭) বিলেপন—আতর, পমেটম, চন্দন চূর্ণ, ঘষা চন্দন ও সেনেকাদি। (৮) শয্যা—বিছানা, খাট, পালং, তোষক ও বালিশ ইত্যাদি। (৯) আবাস—বিহার, আরাম, প্রাসাদ, কুটাগার, হর্ম্ম্য ও গুহা প্রভৃতি। (১০) প্রদীপ—বাতি, লেম্প ও গ্যাস্‌লাইট্‌ ইত্যাদি। এই দশ প্রকার দানীয় বস্তু।

উক্ত দশ প্রকার দানীয় বস্তু ব্যতীত ভিক্ষু এবং শ্রামণেরের উপযোগী ও আবশ্যকীয় ঔষধ ও ভৈষজ্যাদি নানা রকম ব্যবহার্য্য জিনিষ আছে। তাহাও কালে কালে দান দেওয়া প্রত্যেক উপাসক উপাসিকার কর্ত্তব্য।

(৪) দাতা ত্রিবিধ

দাযকাহি দেয্যধম্মবসেন তিবিধা হোন্তি। দানদাসো, দানসহাযো, দানপতী'তি। তত্থ যো অত্তনা মধুরং ভুঞ্জতি পরেসং অমধুরং দেতি, সো সঙ্খাতস্স দেয্যধম্মস্স দাসো হুত্বা দেতি। যো যং অত্তনা ভুঞ্জতি, তদেব দেতি, সো সহাযো

হুত্বা দেতি। যো পন অত্তনা যেন কেনচি খাদতি, পরেসং মধুরং দেতি, সো, সামি হুত্বা দেতি।

"দায়কের দানীয় বস্তু তিন প্রকার হয়। যেমনঃ— (১) দানদাস, (২) দান সহায়, (৩) দানপতি। যে নিজে সুমধুর খাদ্য ভোগ করে, অন্যকে অমধুর বা কুখাদ্য প্রদান করে, সে দানদাস নামে অভিহিত হয়। যে স্বয়ং যাহা পরিভোগ করে, অন্যকে তাহাই দান করে, সে দান সহায় নামে কথিত হয়। যে নিজে যে কোন প্রকারে খায় অপরকে সুমধুর বা সুখাদ্য প্রদান করে, সে দানপতি (শ্রেষ্ঠ) নামে কথিত হয়। তাহার দানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

(১) মনাপদাযী লভতে মনাপং
অগ্গস্স দাতা লভতে পুনগ্গং,
বরস্স দাতা বরলাভি হোতি
সেট্ঠং দদো সেট্ঠ মুপেতিঠানং।

(২) যো অগ্গদাযী বরদাযী সেট্ঠদাযী চ যো নরো,
দীঘাযু যসবা হোতি যত্থ যত্থুপপজ্জতী'তি।

"মনোরম বস্তু দানকারী দাতা পরলোকে উৎপত্তি স্থানে মনোজ্ঞ বস্তু, মনোজ্ঞ স্থান ও মনোজ্ঞ রূপাদি লাভ করে। অগ্রদানকারী ব্যক্তি অগ্রবস্তু, অগ্র স্থান ও অগ্র রূপ প্রাপ্ত হয়, বড় দানকারী ব্যক্তি বড় বস্তু, বড় স্থান ও উত্তম রূপ লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ দানকারী দাতা শ্রেষ্ঠ বস্তু, শ্রেষ্ঠ স্থান ও শ্রেষ্ঠ রূপ প্রাপ্ত হয়।"

অগ্র, বড় ও শ্রেষ্ঠ দানকারী পরলোকে যে যে স্থানে উৎপন্ন হন, সে সে স্থানে দীর্ঘায়ু ও যশঃস্বী হন।

১। বিচেয্য দানং সুগতপ্পসত্থং,
যে দক্খিণেয্যা ইধ জীব লোকে।
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি,
বীজানি বুত্তানি যথা সুখেত্তে'তি।

"ইহ লোকে যাহারা সুগত প্রশংসিত দক্ষিণার যোগ্যপাত্র প্রজ্ঞার দ্বারা বিচার করিয়া তাহাদিগকে দান দিবে। সুক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায়, ইহাদের হাতে দান দিলে মহাফল হয়।"

২। অন্নং যে দেন্তি মুদিতা দক্খিণেয্যেসু তাদিসু,
তে সমিজ্ঝন্তি সঙ্কপ্পা অনুরুদ্ধো যথা পুরে'তি।

"যাহারা প্রমোদিত চিত্তে তাদৃশ দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তিকে অন্ন দান করে, তাহাদের সঙ্কল্প পূর্ণ হয়। যেমন পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ স্থবিরের পূর্ণ হইয়াছিল।"

৩। পানং যে দেন্তি মুদিতা সীলবন্তেসু ভিক্খুসু,
তে চুতা তিদিবং পত্তা মোদন্তি সুখিনো সদা'তি।

"যাহারা শীলবান্ ভিক্ষুকে প্রীতি চিত্তে পানীয় দান করে, তাহারা এখান হইতে চ্যুত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। তথায় সর্ব্বদা সুখ এবং প্রীতি দ্বারা প্রমোদিত হয়।"

(১) অষ্ট পরিষ্কার দান

যে সময় সুমঙ্গল নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ ধরাতলে অবতীর্ণ

হইয়া সংসারক্লিষ্ট জনগণকে শান্তির অমৃতবাণী শ্রবণ করাইতেছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব উত্তরিয় নামক নগরে স্থরুচি ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল স্থরুচি। তিনি দেবরাজ-নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সপ্তাহ কাল অষ্টোপকরণাদি দান করিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বুদ্ধ তাঁহার মহাদান অনুমোদন করিবার সময় ২০টী গাথায় ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছিলেন।

১। তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি স্থচি কাযবন্ধনং,
পরিসাবনঞ্চ দেতি দাযকো তুট্ঠমানসো,
যুত্তযোগেন সাসনে এবং হি দাতব্বং সদা।

"সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, লৌহ বা মৃন্ময় পাত্র, ক্ষুর, সূচ, কোমরবন্ধ, ও পরিস্রাবণ (জল ছাঁকনি) এই অষ্ট পরিষ্কার (উপকরণ) যে কোন দায়কের পক্ষে তুষ্ট চিত্তে বুদ্ধশাসনে শীলবান ভিক্ষুকে সর্ব্বদা দান দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। যো চ পুরিসো সদ্ধো দেতি অট্ঠ পরিক্খারং,
ভিক্খুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্পসন্নেন চেতসা।

৩। সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ভোগবা চেব ধনবা
সুরূপো হোতি সব্বদা পরিক্খারস্সিদং ফলং।

৪। সো চ এহি ভিক্খু জাতো বিসুদ্ধো বুদ্ধসাসনে,
পাকটো হোতি' নাগতে পরিক্খারস্সিদং ফলং।

"যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ-শাসনে ভিক্ষুকে

অষ্ট উপকরণ দান করে, সে জন্মে জন্মে ভোগবান, ধনবান ও সর্ব্বদা সুরূপ হইয়া থাকে। ইহা অষ্ট পরিষ্কার দানের ফল। ভবিষ্যতে সে স্বয়ং বুদ্ধের সমীপে "এহি ভিক্খু" বুদ্ধের এই আহ্বানে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবরধারী বিশুদ্ধ ভিক্ষু হইয়া বুদ্ধ শাসনে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা অষ্ট পরিষ্কার (উপকরণ) দানের ফল।"

৫। যা চ ইত্থি সদ্ধাযুত্তা দেতি অট্ঠ পরিক্খারং,
ভিক্খুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্পসন্নেন চেতসা।

৬। সা চ ভবে সমুপ্পন্না ভোগবা চেব ধনবা,
সুরূপা হোতি সব্বদা পরিক্খারস্সিদং ফলং।

৭। সা চ লব্ভতি সব্বদা অলঙ্কারঞ্চ রুচিরং,
মহালতা পসাদনং পরিক্খারস্সিদং ফলং।

"যে স্ত্রী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধশাসনে ভিক্ষুকে অষ্ট পরিষ্কার দান করে, সে জগতে ধনবতী, ভোগবতী ও রূপবতী হয় এবং মনোহর অলঙ্কার লাভ করে। মহালতা প্রসাধন নামক মহামূল্য অঙ্গভূষণ লাভ করে। ইহাও অষ্ট উপকরণ দানের ফল।"

৮। যো চ দেতি তিচীবরং সুদ্ধচিত্তেন সাসনে,
সো চ ভবেসু উপ্পন্নো বণ্ণবা হোতি সব্বদা।

৯। সো চ লব্ভতি সব্বদা কপ্পাসিকাদিকং বত্থং,
বিচিত্তঞ্চ মনাপিযং তিচীবরস্সিদং ফলং।

"যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে বুদ্ধশাসনে ত্রি-চীবর দান করে, সে

সর্ব্বদা সুন্দর হইয়া থাকে। সে সর্ব্বদা বিচিত্র মনোরম কার্পাস বস্ত্রাদি লাভ করে। ইহা ত্রি-চীবর দানের ফল।"

১০। যো চ দদতি পত্তঞ্চ সদ্ধায বুদ্ধ সাসনে,
সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ভোগবা হোতি সব্বদা।

১১। সো চ লব্ভতি ভাজনে নানাফলমনাপিযে,
সুবণ্ণাদিমযা সদা পত্তদানস্সিদং ফলং।

"যে ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষাপাত্র দান করে, সে জগতে সর্ব্বদা ভোগশালী হয় এবং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর সুবর্ণময় থালা, ঘটি, বাটি ও বাসন ইত্যাদি লাভ করে। ইহা পাত্র দানের ফল।"

১২। যো চ দদাতি বাসিঞ্চ পীতিযা জিনসাসনে,
সো চ ভবে সংসরন্তো পুঞ্ঞবা হোতি সব্বদা।

১৩। সো চ বিসারদো সদা কঙ্খচ্ছেদো নরানঞ্চ
পঞ্ঞায পাকটো হোতি বাসিদানস্সিদং ফলং।

"যে ব্যক্তি প্রীতি চিত্তে জিন-শাসনে ক্ষুর দান করে সে ব্যক্তি জন্মে জন্মে পুণ্যবান হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া লোকদের সন্দেহ ছেদন করে ও প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহা ক্ষুর দানের ফল।"

১৪। যো চ দদাতি সুচিঞ্চ ভিক্খুনো জিনসাসনে,
সো চ লোকে সমুপ্পন্নো ছেকতরো হোতি সদা।

১৫। সো চ তিক্খপঞ্ঞো সদা অত্থধম্মেসু কোবিদো,
সিপ্পেসু পাকটো হোতি সুচি দানস্সিদং ফলং।

"যে ব্যক্তি জিন-শাসনে ভিক্ষুকে সূচ দান করে, সে পৃথিবীতে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সে তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ও অর্থধর্ম্মে সুপণ্ডিত এবং শিল্পেও প্রসিদ্ধ শিল্পী হইয়া থাকে।"

১৬। যো চ দেতি কাযবন্ধনং পব্বজিতস্স সাসনে,
সো চ দীঘাযুকো হোতি দেবেসু মানুসে সদা।

১৭। সো চ ভবেসু জাযন্তো নরদেবেহি রক্খিতো,
সব্বদা পূজিতো হোতি কাযবন্ধনস্সিদং ফলং।

"যে বক্তি (কোমরবন্ধ) বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিতকে দান করে, সে দেব ও মনুষ্যলোকে দীর্ঘায়ু হয়। সর্ব্বদা দেবমনুষ্যগণ তাহাকে রক্ষা করে এবং সর্ব্বদা সে পূজা পাইয়া থাকে। ইহা কায়বন্ধ দানের ফল।

১৮। যো দেতি পরিসাবনং বিপ্পসন্নেন চেতসা,
সংসারে সংসরন্তো সুদ্ধকাযো হোতি সদা।

১৯। সো চ লোকে জাযমানো অরোগো নিব্ভযো সদা,
পাপেতি বিসুদ্ধো হোতি পরিসাবনস্সিদং ফলং।

"যে বক্তি প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষুকে পরিস্রাবণ (জল ছাঁকনি) দান করে, সে জন্মে জন্মে বিশুদ্ধকায় হইয়া থাকে। সে নীরোগ নির্ভয় ও নিষ্পাপ হয়। ইহাও পরিস্রাবণ দানের ফল।"

২০। তস্মাহি পণ্ডিতো নরো সম্পস্সং সুখমত্তনো,
দদে অট্ঠ পরিক্খারং যুত্তযোগস্স সব্বদা।

"সে কারণে পণ্ডিতব্যক্তি নিজের সুখের সম্ভাবনা আছে দেখিয়া শীলবান্ ভিক্ষুকে নিত্য অষ্ট পরিষ্কার দান করেন।"

(১) অল্পদানে অধিক পুণ্য

দশ প্রকার দানীয় বস্তু, অষ্টপরিষ্কার, অষ্ট পানীয়, পঞ্চ ভৈষজ্য ও ভিক্ষুদের অন্যান্য ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যসমূহ শ্রদ্ধা-চিত্তে সংঘ * উদ্দেশ্যে দান দেওয়া প্রত্যেক দায়ক-দায়িকার একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ কিঞ্চিন্মাত্র দানেও মহা পুণ্য হয়।

" ভবিস্সন্তি খো পনানন্দ অনাগতমদ্ধানং গোত্রভূনো কাসাবকণ্ঠা দুস্সীলা পাপধম্মা, তেসু দুস্সীলেসু সঙ্ঘং উদ্দিস্স দানং দস্সন্তি, তদাপহং আনন্দ সঙ্ঘগতং দক্খিণং অসঙ্খেয্যং

* বুদ্ধিমান দায়কগণ বিচার করিয়া সুক্ষেত্রে দান দিবে। সংঘগত দান অতি বিশুদ্ধ দান এবং অল্প দানে মহা পুণ্য হয়। কিন্তু যেই সেই ভিক্ষুদের হাতে সংঘদান দিলে মহা ফল হয় না। কারণ, যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘিক দানের রীতি নীতি ও বিভাগ বিনয় মতে জানে না তাহারা অজ্ঞতার দরুণ ভিক্ষু ধর্ম্ম হইতে নিজেকে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। তজ্জন্য তথাগত বুদ্ধের আদেশ মতে বিচার করিয়া সংঘ দান দিবে।

সংঘদানের দ্রব্য উপস্থিত ভিক্ষু সংঘ ছাড়া অন্য কেহ বিভাগ করিতে পারে না। কাজেই যে কোন দায়ক এই জিনিষটা অমুক ভিক্ষুকে দাও বলিয়া বলা বিনয়নীতি-বিরুদ্ধ। যদি কোন ভিক্ষু সংঘিক বস্তু নিতে চায়, সংঘ হইতে যাজ্ঞা করিয়া নিতে পারেন; তাহাও উপস্থিত ভিক্ষু শ্রামণগণ অনুমতি দিলে।

অপ্পমেয্যং বদামি। নত্বেবাহং আনন্দ, কেনচি পরিযাযেন সঙ্ঘগতায দক্খিণায পটিপুগ্গলিকং দানং মহপ্ফলতরং বদামি।"

"হে আনন্দ! ভবিষ্যতে কষায় বস্ত্র গলায় ধারণ করিয়া বিচরণকারী দুঃশীল, পাপী ও নামমাত্র ভিক্ষুর প্রাদুর্ভাব হইবে। হে আনন্দ, তখনও আর্য্যসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া দান দিলে, সে দক্ষিণার ফল অসংখ্য অপরিমিত হইবে। কিন্তু সংঘকে ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিশেষকে দান আমি মহাফলতর বলিয়া বলিতে পারি না।

(২) সাত প্রকার সংঘ দান

বুদ্ধপমুখে উভতোসঙ্ঘে দানং দেতি অযং পঠমা সঙ্ঘগতা দক্খিণা। তথাগতে পরিনিব্বুতে উভতো সঙ্ঘে দানং দেতি অযং দুতিযা সঙ্ঘগতা দক্খিণা। ভিক্খুসঙ্ঘে দানং দেতি অযং ততিযা সঙ্ঘগতা দক্খিণা। ভিক্খুণীসঙ্ঘে দানং দেতি অযং চতুত্থী সঙ্ঘগতা দক্খিণা। এত্তকা মে ভিক্খু ভিক্খুণীযো চ সঙ্ঘতো উদ্দিস্সথাতি দানং দেতি অযং পঞ্চমী সঙ্ঘগতা দক্খিণা। এত্তকা মে ভিক্খুসঙ্ঘতো উদ্দিস্সথাতি দানং দেতি অযং ছট্ঠা সঙ্ঘগতা দক্খিণা। এত্তিকা মে ভিক্খুণীযো সঙ্ঘতো উদ্দিস্সথাতি দানং দেতি অযং সত্তমী সঙ্ঘগতা দক্খিণা।

"বুদ্ধপ্রমুখ উভয় সংঘে (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘে) দান দেয়, —ইহা প্রথম সংঘগত দক্ষিণা। তথাগত বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর উভয় সংঘে দান দেয়,—ইহা দ্বিতীয় সংঘগত দক্ষিণা।

ভিক্ষু সংঘে দান দেয়,—ইহা তৃতীয় সংঘগত দক্ষিণা। ভিক্ষুণী সংঘে দান দেয়,—ইহা চতুর্থ সংঘগত দক্ষিণা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নিমন্ত্রণ করিয়া দান দেয়,—ইহা পঞ্চম সংঘগত দক্ষিণা। ভিক্ষুসংঘ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু সংঘ নিমন্ত্রণ করিয়া দান দেয়,—ইহা ষষ্ঠ সংঘগত দক্ষিণা। ভিক্ষুণীসংঘ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষুণী সংঘ নিমন্ত্রণ করিয়া দান দেয়,—ইহা সপ্তম সংঘগত দক্ষিণা।"

(৩) সঙ্ঘদান উৎসর্গ

প্রথম বাক্য দ্বারা এই সংঘদান উৎসর্গ মন্ত্র বলিবে, পরে জল ঢালিয়া পুণ্যানুমোদন (ইদং বো ঞাতীনং হোতু) ইত্যাদি বলিবে।

সপরিক্খারং ইমং ভিক্খং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেমা 'তি (তিন বার।)

"সউপকরণ এই ভিক্ষা ভিক্ষু সংঘকে দিতেছি।"

(১) অর্থনীতি।

একেন ভোগে ভুঞ্জেয্য দ্বীহি কম্মং পযোজযে,
চতুত্থঞ্চ নিধাপেয্য আপদাসু ভবিস্সতীতি।

"যাহা আয় বা লাভ করিবে, "তথাগত বুদ্ধের উপদেশ মতে তাহা চারি ভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার এক ভাগ পরিভোগ করিবে, দুই ভাগ কৃষিবাণিজ্যার্থ

নিযুক্ত করিবে, চতুর্থ ভাগ বিপদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে যাহাতে উহা আপদকালে কাজে আইসে।” কারণ, গৃহী মাত্রেরই চিরকাল সমান যায় না। যখন বিপদ হইবে; তখন উদ্ধার করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। যাহা পরিভোগের জন্য রাখিবে তাহাও দুই ভাগ করিবে, একভাগ পরিভোগ করিবে এবং অন্য ভাগ দান করিবে।

(১) পুণ্যকর্ম্মের উদ্দেশ্য

কেহ মৃত জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদের হিতার্থী হইয়া দান ও শীলাদি পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। আর কেহ পরলোকে নিজের সুখার্থী হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বুদ্ধ-পূজা, ধর্ম্ম-পূজা, সঙ্ঘ পূজা, দান ও শীলাদি কুশল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

বস্তুত সেই কুশল কার্য্যের অংশ পরলোক গত জ্ঞাতি প্রেতদিগকে দিয়া ভবিষ্যৎ জন্মের ইচ্ছানুরূপ সুখৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করা সমীচীন। যেমন, বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ ও অশোকাদি নৃপতিরা করিয়াছিলেন। প্রার্থনা করা যে কর্ত্তব্য তাহা নিম্ন লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারিবেন।

যস্স হি পঞ্চধম্মা (১) অত্থি ন পত্থনা তস্স গতি অনিবদ্ধা, যস্স পত্থনা অত্থি ন পঞ্চ ধম্মা; তস্সপি গতি অনিবদ্ধা ব। যেসং

(১) পঞ্চধর্ম্ম সদ্ধা, সীল, সুত, চাগ, পঞ্‌ঞা, সদ্ধাতা পঞ্চধম্মা অত্থি

উভযমত্থি তেসং গতি নিবদ্ধা। যথা হি আকাসে খিত্তদণ্ডো অগ্গেন বা মজ্ঝেন বা মূলেন বা নিপতিস্সতীতি নিযমো নত্থি। এবং সত্তানং পটিসন্ধিগহণং অনিযতং। তস্মা কুসলং কম্মং কত্বা একস্মিং ঠানে পত্থনা কাতুং বট্টতি।

“যাহার পঞ্চধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, অথচ প্রার্থনা নাই, তাহার গতি অনিবদ্ধ (অনিশ্চিত), যাহার প্রার্থনা আছে, অথচ পঞ্চ-ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই, তাহারও গতি অনিশ্চিত। যাহাদের উভয় বিদ্যমান আছে তাহাদের গতি নিবদ্ধ (নিশ্চিত)। যেমন আকাশে উৎক্ষিপ্ত দণ্ডের অগ্রভাগ, মধ্যভাগ বা মূল ভাগ ভূমিতে পতিত হইবে, স্থিরতা নাই, তেমন, সত্ত্বদের প্রতিসন্ধি গ্রহণের নিয়ম নাই ‘তজ্জন্য কুশল কর্ম্ম করিয়া যে কোন একটী স্থানে প্রার্থনা করা উচিৎ।’

(২) পুণ্যানুমোদন ও প্রার্থনা

১। ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতযো।

২। উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

৩। যথা বারিবহা পূরা পারিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

৪। এত্তাবতা চ অমেমিহ সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে দেবানুমোদন্তু সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিযা।
সব্বে সত্তানুমোদন্তু ” ”
সব্বে ভূতানুমোদন্তু ” ”

৫। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং।
" " " দেসনং।
" " " মং পরং।

৬। ইমেন পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বাল সমাগমো,
সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান-পত্তিযা।

৭। ইমিনা বন্দনা মানন পূজা পটিপত্যানুভাবেন আসবক্খযো হোতু, সব্বদুক্খা বিনস্সন্তু।

"এই পুণ্য কর্ম্মের ফল আমার জ্ঞাতিগণের হউক এবং দুঃখপ্রাপ্ত জ্ঞাতিগণ সুখী হউক।"

২য় ও ৩য় গাথার অর্থ তিরোকুড্ড সূত্রে দেখ।

৪র্থ গাথার অর্থ সুপুব্বহ্ন সূত্রে দেখ।

(৫) আকাশস্থিত ও ভূমিস্থিত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতা ও নাগগণ, সেই পুণ্য অনুমোদন করিয়া চিরকাল লোক শাসন রক্ষা করুন।

" " বুদ্ধের ধর্ম্ম দেশনা রক্ষা করুন।
" " আমাকে ও পরকে রক্ষা করুন।

৬। এই পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যাবৎ নির্ব্বাণ লাভ না করি তাবৎ মূর্খ লোকের সহিত আমার মিলন না হউক এবং সৎলোকের সহিত মিলন হউক।

৭। এই বন্দনা মানন ও পূজা প্রতিপত্তির অনুভাবে

আমার কামাদি আসব বিনষ্ট হউক, আমার সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট হউক।

(৮) বসুন্ধরা সাক্ষী

সদেব ভূমি বসুন্ধরে! মযহং ইদানি কত কুসল কম্মানি তুম্হে জানাথ তস্মা তুম্হেব ইমেসং কুসল কম্মানং সক্খিণী ভবথ তিট্ঠথ।

"হে দেবগণ ও বসুন্ধরে! আমার কৃত কুশল কর্ম্ম-সমূহ আপনারা জ্ঞাত হউন, আপনারা এই কুশল কর্ম্মের সাক্ষী থাকুন।"

(৯) সুমনা

যখন সম্যক্ সম্বুদ্ধ কাশ্যপ জগতে উৎপন্ন হইয়া ত্রিতাপ-দগ্ধ প্রাণী সকলকে শান্তির অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিতে-ছিলেন, তখন দুইজন গৃহী বন্ধু সংসার মায়া মরীচিকাবৎ মনে করিয়া নিবৃত্তি লাভের আশায় কাশ্যপ বুদ্ধের শান্তিময় পদতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন (১) শরণীয় ধর্ম্ম (সরণীয ধম্ম) অপর (২) ভোজনব্রত (ভত্তগ্গবতং) পূরণ করিতেন। একদিবস প্রথম ভিক্ষু দ্বিতীয়

(১) সরণীয় ধম্ম—শীলবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিবার উদ্দেশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত দান গ্রহণ করা।

(২) ভত্তগ্গবতং—অল্পেচ্ছাবশতঃ নিজ প্রয়োজন পরিমাণ মাত্র প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা।

ভিক্ষুকে বলিলেন, "অদাতার লভ্য কিছুমাত্র ফল নাই, নিজের লব্ধ বস্তু অন্যকে দান না করিয়া উপভোগ করা উচিত নহে।" দ্বিতীয় ভিক্ষু কহিলেন, "আপনি কি জানেন না যে, দাতার শ্রদ্ধা প্রদত্ত দানীয় বস্তু নষ্ট করা উচিত নহে? আপনার প্রয়োজন পরিমাণ মাত্র গ্রহণ করা সমীচীন।" তাঁহারা উভয়ে আপন গৃহীত প্রতিপত্তি ধর্ম্ম পালন করিয়া মৃত্যুর পর কামাবচর দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। তথায় প্রথম ভিক্ষু দ্বিতীয় ভিক্ষুকে পঞ্চধর্ম্ম দ্বারা পরাজয় করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে দেব ও মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক বুদ্ধান্তর কাল অতিবাহিত করেন। তৎপর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে তাঁহারা উভয়ে শ্রাবস্তী নগরীতে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিলেন, কোশল রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রথম ভিক্ষু এবং তাঁহার দাসীর গর্ভে দ্বিতীয় ভিক্ষু জন্ম ধারণ করিলেন। তাঁহারা এক দিনেই ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের নামকরণ উৎসব দিবসে স্নানান্তে শ্রীপ্রকোষ্ঠে রাখিয়া উভয়ের পিতামাতা বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তখন প্রথম ভিক্ষু জাতিস্মর জ্ঞান দ্বারা চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া রাজকীয় শয্যায় শায়িত এবং অলঙ্কৃত প্রকোষ্ঠ দর্শন করত কোন রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অবগত হইলেন।

তিনি চিন্তা করিলেন,—"কি কর্ম্ম করিয়া এই শ্রীসৌভাগ্যযুক্ত রাজকুলে উৎপন্ন হইয়াছি?" সেই জন্মের "সরণীয়

ধৰ্ম্ম” আচরণের ফলে বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। পুনঃ চিন্তা করিলেন, “সেই জন্মে আমার জনৈক বন্ধু ছিলেন, তিনি এখন কোথায়?” তাঁহাকে নীচে শায়িত দেখিলেন। “বন্ধুবর, আমার উপদেশ গ্রহণ না করায় তোমার এই দুর্গতি।”

অনন্তর সেই দাসীপুত্র রাজপুত্রকে বলিলেন, “বন্ধো, আপনার চিত্তে কি ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলুন”। “আমার সম্পত্তি দেখুন, আমি শ্বেতবিতানের নিম্নে স্বর্ণ পালঙ্কে শায়িত, আর আপনি নীচ মঞ্চে কঠিন আস্তরণের উপর শায়িত।” “আপনি কিজন্য এ অভিমান করিতেছেন? বংশ শলাকা দ্বারা কৃত মঞ্চ ও সুবর্ণ পরিবেষ্টিত মঞ্চ এই সমস্তই কি পৃথিবী ধাতু নহে?” তাঁহারা উভয়ে এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছিলেন।

এমন সময় রাজকুমারী সুমনা “আমার ভ্রাতাদের নিকট কেহ নাই,” এই মনে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন প্রকোষ্ঠ অভ্যন্তরে ‘ধাতু’ এই শব্দ শুনিয়া চিন্তা করিলেন, ইহা গৃহের বাহিরের শব্দ নহে। আমার কণিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রমণ দেবপুত্র হইবে। যদি আমার মাতাপিতাকে এ কথা জানাই তাহা হইলে অমনুষ্য মনে করিয়া তাঁহা-দিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। সুতরাং এই বিষয় অন্য কাহাকেও না বলিয়া দেবমনুষ্যদিগের সন্দেহ ভঞ্জনকারী ভগবান গৌতমকেই জিজ্ঞাসা করিব।” এই ধারণা করিয়া পরদিন প্রাতে ভোজন সমাপনান্তে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত

হইয়া নিবেদন করিলেন। "পিতঃ! আমি তথাগত বুদ্ধকে পূজা করিতে যাইব।" রাজা কন্যার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পঞ্চশত রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। . .

গৌতম বুদ্ধের সময় তিন জন পুণ্যবতী কুমারী জম্বুদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কুশল কর্ম্মের প্রভাব এই ছিল যে, কোন দিকে গমনাগমন কালে তাঁহারা নিজ নিজ পিতা হইতে পাঁচশত সজ্জিত রথ লাভ করিতেন। যথা—বিম্বসার-দুহিতা চুন্দি রাজকুমারী, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর তনয়া বিশাখা ও রাজা প্রসেনজিতের কন্যা এই সুমনা রাজকুমারী। সুমনা দাসদাসী পরিবৃতা, গন্ধমালা ও দানীয়বস্তু লইয়া রথারহোণে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক রাজ-কুমারী সুমনা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রভো! ইহলোকে দুইজন শ্রাবক সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সমান শীলবান্ ও সমান প্রজ্ঞাবান্, কিন্তু একজন দাতা ও একজন অদাতা,—যদি তাঁহারা উভয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা কি দেবলোকে এক অবস্থা লাভ করিবেন, না-ভিন্ন অবস্থা?" "সুমনে! যিনি দাতা তিনি অদাতাকে দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশঃ ও দিব্য-আধিপত্য—এই পঞ্চ বিষয়ে পরাজয় করেন।" অনন্তর সুমনা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভদন্ত, যদি

তাঁহারা দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করেন,—তাঁহারা উভয়ে কি এক অবস্থা লাভ করিবেন, না-ভিন্ন অবস্থা?” “সুমনে, যিনি দাতা তিনি অদাতাকে মনুষ্যলোকেও মনুষ্য-আয়ুঃ, মনুষ্য-বর্ণ মনুষ্য-সুখ, মনুষ্য-যশঃ ও মনুষ্য-আধিপত্য এই পঞ্চবিষয়ে পরাভূত করেন।”

“ভদন্ত, যদি তাঁহারা উভয়ে আগার হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজিত হন, তবে তাঁহারা কি এক অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, না-ভিন্ন অবস্থা?” “সুমনে, যিনি দাতা তিনি অদাতা প্রব্রজিতকে এই পঞ্চবিধ কারণে পরাজয় করেন, যাচ্ঞা করিলে বহুপাত্র, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও রোগের ঔষধ প্রত্যয় প্রভৃতি প্রচুর লাভ করেন, অথবা যাচ্ঞা না করিলেও এই সমস্ত বস্তু প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন।

“সতীর্থগণ প্রীতিজনক কায়িক, বাচনিক ও আন্তরিক ব্যবহার করেন, কোন প্রকার অপ্রীতিকর ও কর্কশ ব্যবহার করেন না। যদি কেহ তাঁহার জন্য কোন উপহার আনেন তাহাও মনোরম উপহার।”

“ভদন্ত, যদি তাঁহারা উভয়ে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন, তাঁহাদের অবস্থা কি এক প্রকার হইবে, না পৃথক হইবে?” “সুমনে, অর্হত্ত্ব ফলে কিছুমাত্র ভিন্ন অবস্থা হয়, আমি সে কথা বলিব না। যে হেতু এই বিমুক্তি-বিমুক্তিই বটে।”

“ভদন্ত, যদি তাহা হয়, সর্ব্বদা দান করাই কর্ত্তব্য। স্বকৃত পুণ্যকর্ম্ম দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে নিজ উপকারে

আসে। যদি সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া প্রব্রজিত হইলেও স্বকীয় পুণ্যকর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকে, তবে দাতা যে কোন স্থানে যাউক না কেন, তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য তাঁহাকে সাহায্য করিবেই করিবে।"

"এই রূপই সুমনে! এই রূপই বটে! দানাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পুণ্যাত্মা দেবলোকে দিব্য-সুখ, মনুষ্য-লোকে মনুষ্য-সুখ ও প্রব্রজিতের প্রব্রজ্যা-সুখ লাভ করিবেই।"

তৎপর ভগবন্ এই কথা বলিয়া পুনঃ নিম্ন গাথাসমূহ প্রকাশ করিলেন ঃ—

১। যথা'পি চন্দো বিমলো—গচ্ছং আকাসধাতুযা,
সব্বে তারাগণে লোকে—আভায অতিরোচতি।
তথেব সীলসম্পন্নো—সদ্ধো পুরিসপুগ্গলো,
সব্বে মচ্ছরিনো লোকে—চাগেন অতিরোচতি।
যথাপি মেঘো থনযং—বিজ্জুমালী সতক্ককূ,
থলং নিন্নঞ্চ পূরেতি—অভিবস্সং বসুন্ধরং।
এবং দস্সনসম্পন্নো—সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো
মচ্ছরিযং অধিগণ্হাতি—পঞ্চট্ঠানেহি পণ্ডিতো।
আযুনা যসসা চেব বণ্ণেন চ সুখেন চ,
সবে ভোগপরিব্বূল্হো—পেচ্চ সগ্গে পমোদতীতি।

১। যেমন নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র তারাগণকে স্বীয় আভা দ্বারা নিষ্প্রভ করিয়া দীপ্তি দানে আকাশ-পথে গমন করে

তেমন শীলসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাৰান্ পুরুষ সমুদয় কৃপণ লোক হইতে দানের দ্বারা অতিশয় দীপ্তি পাইতে থাকে।

২। সঞ্চরমান-বিদ্যুৎমালা পরিশোভিত ইতস্ততঃ উত্থিত শতশৃঙ্গ মেঘপটল গর্জ্জন পূর্ব্বক বর্ষণ করিতে করিতে বসুন্ধরার উচ্চ-নীচ স্থান যেমন পরিপূর্ণ করে, তেমন স্রোতাপন্ন সম্যক্ সম্বুদ্ধ শ্রাবক পঞ্চ বিষয়ে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে পরাজয় করেন।

৩। তিনি ইহলোকে দান দ্বারা আয়ু, যশঃ, বর্ণ, সুখ, আধিপত্য এবং পরলোকে স্বর্গে অত্যধিক সুখ ও সন্তুষ্টি লাভ করেন।

ভগবান্ ইহা বিবৃত করিলে রাজ-কুমারী সুমনা প্রসন্ন মনে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(১) তিরোকুড্ড-সুত্তং

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধি- সিংঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগন্ত্বান সকংঘরং।

("প্রেতযোনি প্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির ঘরে) বা নিজ গৃহে আসিয়া প্রাচীরের বাহিরে, গৃহ কোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া স্থিত হয়, অথবা তিন রাস্তার বা চারি রাস্তার সংযোগ স্থলে আসিয়া স্থিত হয়।"

২। পহূতে অন্নপানম্হি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চযা।

"প্রচুর অন্ন, পানীয়, খাদ্য ও ভোজ্য উপস্থিত বা সংগৃহীত থাকিলেও সেই সত্ত্বগণের পাপ কর্ম্মের ফলে কেহ তাহাদিগকে স্মরণ করে না।

৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিযং পানভোজনং।

"যাহারা অনুকম্পাশীল জ্ঞাতি তাহারা উপযুক্ত কালে মৃত জ্ঞাতিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শুচি ও উত্তম পানভোজন প্রদান করে।"

৪। 'ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখীতা হোন্তু ঞাতযো'
তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা ঞাতিপেতা সমাগতা।

"এই পুণ্য জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। এইরূপে পুণ্যানুমোদন করিলে, সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ স্বয়ং আগমন করিয়া তথায় একত্রিত হয়।"

৫। পহূতে অন্নপানম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে,
"চিরং জীবন্তু নো ঞাতী যেসং হেতু লভামসে।"

"প্রচুর অন্নপানীয় সাদরে অনুমোদন করে; যাহাদের দ্বারা (এই সম্পত্তি) পাইলাম আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরকাল জীবিত থাকুক।"

৬। অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দাযকা চ অনিপ্ফলা,
নহি তত্থ কসী অত্থি, গোরক্খেত্থঞ্চ ন বিজ্জতি।

৭। বণিজ্জা তাদিসী নত্থি, হিরঞ্ঞেন কযাক্কযং,
ইতো দিন্নেন যাপেন্তি, পেতা কালকতা তহিং।

"আমাদিগকে পূজা * করা হইল, দায়কের দানের ফল নিষ্ফল নহে। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গোপালন নাই, তাদৃশ বাণিজ্য ও হিরণ্যাদি বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়ও নাই। এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা প্রেতগণ তথায় (প্রেতপুরে) কালযাপন করে মাত্র।"

৮। উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

"কোন উন্নত স্থানে জল বা বৃষ্টিজল পড়িলে যেমন তাহা নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয় তাহা প্রেতদিগের নিকট নীত হয়।"

৯। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।

"জলপূর্ণ বারিপ্রবাহ যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয় তাহা প্রেতদের নিকটই নীত হয়।"

১০। অদাসি মে অকাসি মে ঞাতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্খিণং দজ্জা পুব্বে কতং অনুস্সরং।

* প্রেতলোকে উৎপন্ন সত্ত্বের সম্পত্তি লাভের এবং দানাদি কুশল কর্ম্ম করিবার কোন উপায় নাই। কাজেই তাহার জ্ঞাতিগণ তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম্মাংশ প্রদান করে, তাহাই লাভ করে।

"জীবিত থাকিতে তাহারা আমাকে কত কিছু দিয়াছিল এবং আমার কত উপকার করিয়াছিল, তাহারা আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও সখা" এইরূপে পূর্ব্বোপকার অনুস্মরণ করিয়া প্রেতদের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্রাদি দান দেওয়া কর্ত্তব্য।"

১১। নহি রুণ্নং বা সোকো বা যাচঞ্ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানমথায এবং তিট্ঠন্তি ঞাতযো।

"মৃতের জন্য রোদন, শোক, কিংবা বিলাপ করিলে তাহাতে প্রেতদের কোন উপকার হয় না।"

(রোদন, অশ্রুপাত শারীরিক ক্লেশ; শোক অনুশোচনা মানসিক ক্লেশ, পরিদেবন, বিলাপ বাচনিক ক্লেশ অথবা কোথায় আমার একমাত্র প্রিয় মনোজ্ঞ পুত্র ইত্যাদি বলিয়া শিরে ও বক্ষে করাঘাত দ্বারা মৃতের কোন উপকার হয় না। কেবল তাহারা নিজে কষ্ট পায় মাত্র।)

এইরূপে মগধরাজের প্রদত্ত দান যে সার্থক হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ পুনঃ এই গাথা বলিবেন।

১২। অযঞ্চ খো দক্খিণা দিন্না সঙ্ঘম্হি সুপতিট্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতাযস্স ঠানসো উপকপ্পতি।

"এই যে দক্ষিণা বা দান দেওয়া গেল, তাহা পুণ্যক্ষেত্র সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা (পরলোকগত জ্ঞাতিগণের) দীর্ঘকাল হিতসাধন করিবে। তাহা তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল।"

১৩। সো ঞাতিধম্মো চ অযং নিদস্সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা।
বলঞ্চ ভিক্খূনং অনুপ্পদিন্নং
তুম্হেহি পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকং।

"(এই পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা) জ্ঞাতিধর্ম্ম প্রদর্শন করা হইল, জ্ঞাতিপ্রেতদিগকে উত্তম পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণকে শক্তি দান করা হইল এবং দাতাও প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিলেন।"

(১০) তিরোকুড্ড সুত্তের উৎপত্তি

এই সময় হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্ব্বে কাশী নগরীতে জয়সেন রাজার অগ্রমহিষী সিরিমার গর্ভে "ফুস্স" নামে জনৈক সম্যক্ সম্বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়োপ্রাপ্তে রাজ্য, ধন, পিতা, স্ত্রী ও পুত্র ইত্যাদির বন্ধন ছেদন করিয়া ক্রমশঃ বোধিমূলে যাইয়া সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ করেন। তিনি পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতার নিকট নির্ব্বাণা-মৃতধর্ম্ম উপদেশ করেন। রাজা চিন্তা করিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধ, কণিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক ও পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক, "সুতরাং আমারই বুদ্ধ, আমারই ধর্ম্ম, আমারই সংঘই।" সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার বলিয়া রাজা তিনবার উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন, এবং শাস্তার পায়ে নমিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, যে কিছু দিন জীবিত থাকিব অপর কাহারও

গৃহদ্বারে ভিক্ষার জন্য যাইবেন না।” আমিই প্রত্যহ আপ-নাকে চারি প্রত্যয় দিয়া পূজা করিব। বুদ্ধ তাঁহার নিমন্ত্রণে সম্মত হইলেন। রাজার আরও তিনপুত্র ছিলেন। তাঁহারা কোন দিন বুদ্ধপূজার সুযোগ পান্ নাই। তাঁহারা চিন্তা করিলেন, “শুধু এক জনের জন্য নহে, জগতের কল্যাণের হেতু তথাগত বুদ্ধের উৎপত্তি।” আমাদের পিতা কাহাকেও বুদ্ধ-পূজার অবকাশ দিতেছেন না। যাহাতে বুদ্ধকে পূজা করিতে পারি এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। তৎপর তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সীমান্ত প্রদেশে কৃত্রিম বিদ্রোহ উৎপাদন পূর্ব্বক রাজাকে সেই সংবাদ জানাইলেন। রাজা অশান্তির সংবাদ শুনিয়া পুত্রত্রয়কে বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সহজে শান্তি স্থাপন করিয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বৎসগণ, তোমাদিগকে বর দিব, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর।” “পিতঃ! আমরা অন্য বর চাই না, ভগবান্‌কে সেবা করিতে ইচ্ছা করি।” “ইহা ব্যতীব অন্য বর লও।” “আমাদের অন্য বরে প্রয়োজন নাই।” “তাহা হইলে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও।” তাঁহারা সাত বৎসর যাচ্ঞা করিলেন। রাজা অস্বীকার করিলে ক্রমে কমাইতে কমাইতে বর্ষা তিন মাসের জন্য বুদ্ধকে সেবা করিতে যাচ্ঞা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা রাজার অনুমতি পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন,

"প্রভো, আমরা ভগবান্‌কে তিনমাস পূজা করিতে ইচ্ছুক। প্রভো, আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হউন।" ভগবান্ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপর তাঁহারা তাঁহাদের জনপদে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিলেন, "বিহারাদি যাবতীয় বুদ্ধ পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত কর। এই তিন মাস আমরা ভগবান্‌কে পূজা করিব।"

সেই জনপদবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ লোভপরায়ণ ছিল। তাহারা দানীয়বস্তু পুত্রকন্যাদিগকে খাইতে দিত এবং স্বয়ং খাইয়া দানের বিবিধ অন্তরায় ঘটাইতে লাগিল। বর্ষা-বাসান্তে প্রবারণার পর রাজপুত্রগণ বুদ্ধকে মহাপূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে অগ্রগামী করিয়া পিতৃ সমীপে আগমন করিলেন। যথাসময়ে ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। রাজা ও রাজ পারিষদ্ সহ রাজপুত্রগণ, জনপদে নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ ও ভাণ্ডারী ক্রমান্বয়ে কাল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গেলেন। পাপিগণ নরকে গমন করিল। তাহাদের এই দুই দল লোক স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরকে ঘুরিতে ঘুরিতে বিরানব্বই কল্প অতিবাহিত করিল। এই ভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় সেই পাপিগণ প্রেতলোকে জন্ম গ্রহণ করিল। তখন মনুষ্যগণ দান দিয়া স্ব স্ব জ্ঞাতি প্রেতের উদ্দেশ্যে পুণ্যানুমোদন করিতেছে এবং তাহারাও পুণ্য লাভ করিয়া সুখী হইতেছে।

অনন্তর এই প্রেতগণও তাহা দেখিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের সমীপে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভো, আমরা এইরূপ

সম্পত্তি কখন লাভ করিব ?” “এখন পাইবে না। ভবিষ্যতে গৌতম নামক বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইবেন, সে সময় বিম্বিসার নামক রাজা হইবেন, বিরানব্বই কল্প পূর্ব্বে তিনি তোমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। তিনি বুদ্ধকে দান দিয়া তোমাদিগকে পুণ্যাংশ প্রদান করিবেন। তখন পুণ্যলাভ করিবে।”

বুদ্ধ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, সেই প্রেতগণ মনে করিল, “আগামী কল্যই পাইব।” এক বুদ্ধান্তর কাল গতে আমাদের এই গৌতম বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হইলেন। সেই রাজপুত্র ত্রিসহস্র যোদ্ধার সহিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া মগধদেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া গয়াশীর্ষে সন্ন্যাসীরূপে বাস করিতেছিলেন। জনপদে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, মগধরাজ বিম্বিসার, ভাণ্ডাররক্ষক গৃহপতিপুত্র বিশাখ শ্রেষ্ঠী ও স্ত্রী ধর্ম্মদিন্না শ্রেষ্ঠীকন্যা হইয়াছিল।

অবশিষ্ট অনুচরগণ রাজপরিবারে জন্মিয়াছিল। আমাদের ভগবান্ বোধি-জ্ঞান লাভ করিয়া বারাণসীতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন এবং সহস্র শিষ্যাদি সহ তিনজন জটিল সন্ন্যাসীকে তাঁহার ধর্ম্ম দীক্ষিত করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ রাজগৃহে গমন করিলে প্রথম দিনে বার অযুত ব্রাহ্মণ গৃহপতির সহিত রাজা বিম্বিসার স্রোতাপন্ন হইলেন। পরদিন রাজা সশিষ্য বুদ্ধকে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ

করিলেন। ভগবান্ রাজ-প্রাসাদে গিয়া রাজার মহাদান গ্রহণ করিলেন।

সেই প্রেতগণ চিন্তা করিল, এখন রাজা আমাদিগকে দানের পুণ্যাংশ প্রদান করিবেন এই আশায় সকলে একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু রাজা দান দিয়া ভগবানের বিহার কোথায় হইবে ভাবিতে ভাবিতে পুণ্যানু-মোদন ভুলিয়া গেলেন। প্রেতগণ নিরাশ হইয়া রাত্রে রাজান্তঃপুরে গিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া রাত্রি প্রভাত হইলে বুদ্ধের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ কহিলেন, "মহারাজ, ভীত হইবেন না। আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।" তাহারা আপনার পুরাতন চুরাশী হাজার জ্ঞাতি ভিক্ষুসংঘ উপলক্ষে আনীত দানীয়বস্তু আত্মসাৎ করিয়া প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল আপনারই দানের পুণ্যাংশের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে। বুদ্ধকে দান দিয়া আমাদিগকে পুণ্যাংশ প্রদান করিবে। আপনি গত কল্য তাহা না করায়, তাহারা নিরাশ হইয়া, এইরূপ করিতেছে।" তিনি বলিলেন, "প্রভো, যদি এখন দেওয়া যায়, লাভ করিবে কি?" "হাঁ, মহারাজ!" "তাহা হইলে, প্রভো, অদ্য আমার গৃহে পুনঃ দান গ্রহণ করিতে সম্মত হউন! তাহাদিগকে পুণ্যাংশ দান করিব।" ভগবান্ মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া মহাদান প্রস্তুত করিলেন এবং

ভিক্ষুসংঘ সহ বুদ্ধ রাজান্তঃপুরে সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন।

"এই দুঃখ পুর্ণ স্থান হইতে আজই মুক্ত হইব," সেই প্রেতগণ এই চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্ত কেহ প্রাচীরের বাহিরে, কেহ দরজার পার্শ্বে, কেহ চৌমাথা রাস্তায়, কেহ চৌকাট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া প্রতীক্ষা করিল। বুদ্ধ ঋদ্ধি বলে প্রেতদিগকে রাজার দৃষ্টিগোচর করিলেন।

"ইহা আমার জ্ঞাতিদের হউক"—বলিয়া রাজা জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিলে, প্রেতগণ তৎক্ষণাৎ পদ্মপুষ্পপরিপূর্ণ স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন পুষ্করিণী লাভ করিল। তাহারা তাহাতে স্নান ও জলপান করিয়া সুখ ও প্রীতি লাভ করিল। তাহাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট অবসানে স্বর্ণদেহ উৎপন্ন হইল। তারপর রাজা যবাগূ, খাদ্যভোজ্য, লেহ্য, পেয়া, বস্ত্র, শয়ন, আসন ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু দান দিয়া উৎসর্গ করিলেন। তাহারা তখন দিব্য যবাগূ খাদ্য ভোজ্য দিব্য বস্ত্র, দিব্য শয়নাসন, ও দিব্য প্রাসাদ লাভ করিল।

অতঃপর প্রেতগণ সুখী ও আনন্দিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

পুনরায় ভগবান্ ঋদ্ধিপ্রভাবে প্রেতগণের দিব্যসম্পত্তি রাজাকে দেখাইলেন। ভগবান দান অনুমোদন করিতে গিয়া "তিরোকুড্ড সুত্ত" উপদেশ প্রদান

(২) নিধিকণ্ড-সুত্তং

১। নিধিং নিধেতি* পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে †
অত্থে কিচ্চে সমুপন্নে অত্থায মে ভবিস্সতি।

"বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহা আমার উপকারে আসিবে, এই মনে করিয়া লোকে অতিশয় গভীর গর্ত্তে ধন পুতিয়া রাখে।"

২। রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্সবা,
ইণস্সবা পমোক্খায দুব্ভিক্খে আপদাসু বা,
এতদত্থায লোকস্মিং নিধি নাম নিধীযতি।

"রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন বা ঋণ হইতে মুক্তির

* বর্ত্তমানে লোকে ব্যাঙ্ক বা সেভিং ব্যাঙ্ক নিরাপদ স্থান মনে করিয়া টাকা জমা রাখে। কিন্তু প্রাচীন কালে তাহা ছিল না। কাজেই তাহারা ঘরের মেজে, পুকুর পাড়ে, পর্ব্বতে বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে বৃক্ষ ও পাষাণাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সোনা রূপা ও টাকা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত, কেহ কেহ তাম্রপটে লিখিয়া রাখিত, অমুক জায়গায় এত পরিমাণ ধন আছে। দীর্ঘদিন ধন পড়িয়া থাকিলে ভূত প্রেত ও যক্ষাদি অপদেবতা তাহাতে আশ্রয় করে। বর্ত্তমানে মাটি খণন করিবার সময় কেহ কেহ ঐ ধন পাইয়া থাকে, সেই ধনকে মাইট বা মাটির ধন বলে।

† ওদকন্তিকে শব্দে দুই অর্থ হইতে পারে—জল উঠে এরূপ গভীর গর্ত্তে বা জলস্পর্শী গর্ত্তে, জলের ধারে, নদীর কিনারায় বা পুকুর পাড়ে।

জন্য কিংবা দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য আপদবিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে,—এই উদ্দেশ্যে লোকে ধন পুতিয়া রাখে।”

৩। তাব সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্‌স তং উপকপ্পতি।

“কিন্তু সেইরূপ গভীর (উদকস্পর্শী) গর্ত্তে ধন উত্তমরূপে পুতিয়া রাখিলেও ইহার সকলটা সকল সময় তাহার (ধনাধিকারীর) কাজে আসে না।”

৪। নিধি বা ঠানা চবতি, সঞ্‌ঞাবস্‌স বিমুয্‌হতি,
নাগা বা আপনামেন্তি, যক্‌খা বাপি হরন্তি তং।
অপ্পিযা বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্‌সতো,
যদা পুঞ্‌ঞক্‌খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্‌সতি।

“কারণ গুপ্তধন স্থানচ্যুত হইতে পারে, চিহ্নিত স্থান ভুলিয়া যাইতে পারে, নাগেরা স্থানান্তরিত করিতে পারে, যক্ষেরা হরণ করিতে পারে কিংবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী অজ্ঞাতে তুলিয়া নিতে পারে। বিশেষত যখন পুণ্যক্ষয় হয়, তখন উহার সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।”

৫। যস্‌স দানেন সীলেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্‌স বা,
চেতিযম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্‌গলে অতিথীসু বা
মাতরি পিতরি বাপি অথ জেট্‌ঠম্হি ভাতরি,
এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতমাদায গচ্ছতি।

"স্ত্রী কিংবা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমের দ্বারা যে পুণ্যরূপ ধন সঞ্চিত হয়, সেই ধন এবং চৈত্য প্রতিষ্ঠা, সংঘ, পুদ্গল, অতিথি, মাতা, পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভরণপোষণ ও সেবাশুশ্রূষা কল্লে যে ধন ব্যয়িত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে সুনিহিত, অজেয় এবং অনুগামী ধন। পার্থিব সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই ধন লইয়াই মানব পরলোকে গমন করে।"

৬। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি যো নিধি অনুগামিকো।

"এই ধনে অপরের অধিকার নাই, এই ধন চোরে চুরি করিতে পারে না। যে পুণ্যধন মানবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, জ্ঞানী-ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।"

৭। এস দেবমনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

"এই ধন দেব মনুষ্যগণের সকল বাঞ্ছাপূর্ণকারী তাহারা যাহা যাহা পাইতে অভিলাষ করে সমস্তই ইহা দ্বারা লাভ করিতে পারে।"

৮। সুবণ্ণতা সুসরতা সুসণ্ঠান সুরূপতা,
অধিপচ্চপরিবারা সব্বমেতেন লব্ভতি।

"সুবর্ণতা, সুস্বরতা, সুসংস্থান (অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ততা,) সুরূপতা, আধিপত্য ও পরিবারসম্পদ সমস্তই ইহা দ্বারা লাভ করা হয়।"

৯। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তিসুখং পিযং,
দেবরজ্জং'পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

"প্রাদেশিক রাজৈশ্বর্য্য, রাজচক্রবর্ত্তীর সুখ, স্বর্গের ইন্দ্রত্ব সুখ সমস্তই ইহা দ্বারা লাভ করা যায়।"

১০। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

"মনুষ্যলোকসম্পত্তি, দেবলোকের যেই প্রীতি এবং যাহা নির্ব্বাণ সম্পত্তি সমস্তই ইহা দ্বারা লাভ করা যায়।"

১১। মিত্তসম্পদং আগম্ম যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তি বসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

"মিত্রসম্পদ লাভ করিয়া যিনি জ্ঞানপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করেন তাঁহার বিদ্যাবিমুক্তি ও চিত্তের বশীভাব সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।"

১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

"চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টবিমোক্ষ, শ্রাবকপারমী বা অর্হত্ব, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব ও সম্যক্ সম্বোধি সমস্তই ইহা দ্বারা লাভ করা যায়।"

১৩। এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতং।

"এই পুণ্যসম্পদগুলি এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, এই-জন্য ধীর ও বিজ্ঞব্যক্তিরা কৃতাপুণ্যতা প্রশংসা করেন।"

(১১) নিধিকণ্ড সুত্তের উৎপত্তি

শ্রাবস্তী নগরে এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি অতি শ্রদ্ধাবান ও ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং মাৎসর্য্যাদি মলহীন হইয়া সতত দানচেতনায় গৃহে বাস করিতেন। একদা তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিতেছিলেন। সেই সময় কোশল-রাজের অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি শ্রেষ্ঠীকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সে গিয়া রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, তখন শ্রেষ্ঠী কহিল, "তুমি এখন যাও, আমি পরে আসিব, আমি নিধি নিহিত করিতেছি।"

ভগবান্ ভোজন সমাপ্ত করিয়া দানানুমোদন প্রসঙ্গে পারমার্থিক অর্থে নিধি কাহাকে বলে এবং কিরূপে নিধি সুনিহিত করা সম্ভব তদ্বিষয়ে এই উপদেশ প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১) পরিত্রাণ প্রার্থনা

১। বিপত্তি পটিৰাহায, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিযা।
সব্বদুক্‌খ বিনাসায, সব্বভয বিনাসায॥

২। সব্বরোগ বিনাসায, ভবে দীঘাযু দাযকং।
চিত্তং উজুং করিত্বান, পরিত্তং ব্রূথ মঙ্গল॥

১। সমস্ত বিপত্তিদূর করিবার জন্য ও সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি সিদ্ধি বা লাভের জন্য, সর্ব্ব দুঃখ ও ভয় বিনাশের জন্য,

২। সর্ব্বরোগের বিনাশ হইবার জন্য চিত্তকে ঋজু করিয়া সংসারে জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু দায়ক মঙ্গল পরিত্রাণ পাঠ করুন।

দেবতা আমন্ত্রণ

৩। সমন্তচক্কবালেসু, অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা;
সদ্ধম্মং মুনিরাজস্স সুণন্তু সগ্‌গমোক্‌খদং।
ধম্ম-সবণ-কালো, অযং ভদ্দন্তা। (৩ বার)

"সমস্ত চক্রবালবাসী দেবতাগণ' এখানে আগমন করুন। মুনিরাজ বুদ্ধের স্বর্গমোক্ষপ্রদ সত্যধর্ম্ম শ্রবণ করুন। হে ভদন্তগণ, ধর্ম্ম শুনিবার এই উপযুক্ত কাল।"

১। দেবতা—সম্মুতিদেব, উপ্পত্তিদেব ও বিসুদ্ধি দেব—এই তিন প্রকার দেবতা। রাজগণ সম্মতিদেব, স্বর্গ ও ভূমিবাসী দেবগণ উৎপত্তি-দেব এবং অর্হৎগণ বিশুদ্ধি-দেব, এখানে উৎপত্তি-দেবগণই অভিপ্রেত।

বিশেষ দেবতা আহ্বান

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

৪। যে সন্তা সন্তাচিত্ত তিসরণ-সরণা এত্থ লোকন্তরে বা,
ভুম্মা ভুম্মা চ দেবা গুণগণ গহণ ব্যাবতা সব্বকালং

৫। এতে আযন্তু দেবা বরকনকমযে মেরুরাজে বসন্তো,
সন্তো সন্তোসহেতুং মুনিবর বচনং সোতুমগ্গং সমগ্গং।

"এখানে বা লোকান্তরে ও আকাশবাসী এবং সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ সুমেরু পর্ব্বতবাসী শান্ত দেবতাগণ এবং শান্তচিত্ত, ত্রিশরণাগত ও সতত পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত যে সকল দেবতা আছেন, সেই সমস্ত দেবতা পরম-সন্তোষ হেতু বুদ্ধ-বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করুন।"

দেবতাগণকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা

৬। সব্বেসু চক্কবালেসু যক্খা দেবা চ ব্রাহ্মণো ;
যং অম্হেহি কতং পুঞ্ঞং সব্বসম্পত্তি সাধকং,

৭। সব্বে তং অনুমোদিত্বা, সমগ্গা সাসনেরতা,
পমাদরহিতা হোন্তু, আরক্খাসু বিসেসতো।

"সর্ব্ব সম্পত্তিসাধক যে পুণ্য আমাদের দ্বারা কৃত হইয়াছে, সমুদয় চক্রবালবাসী দেবতা, যক্ষ ও ব্রহ্মগণ তাহা অনুমোদন করিয়া একতাবদ্ধ ও শাসনে রত হউন, বিশেষত রক্ষা কার্য্যে সতর্ক হউন।"

শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

৮। সাসনস্স চ লোকস্স বুড্‌ঢী ভবতু সব্বদা,
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ, দেবা রক্‌খন্তু সব্বদা।

৯। সদ্ধিং হোন্তু সুখী সব্বে, পরিবারেহি অত্তনো,
অনীঘা সুমনা হোন্তু, সহ সব্বেহি ঞাতীভি।

"ধর্ম্ম ও জগতের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হউক। দেবতাগণ ধর্ম্ম এবং জগতকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকলে নিজ নিজ পরিবার ও জ্ঞাতিদের সহিত শারীরিক এবং মানসিক সুখী ও দুঃখহীন হউক।"

দেবতাদের সমীপে রক্ষা প্রার্থনা

১০। রাজাতো বা, চোরতো বা, মনুস্‌সতো বা, অমনুস্‌সতো বা আগ্‌গিতো বা, উদকতো বা, পিসাচতো বা, খাণুকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্‌খত্ততো বা, জনপদরোগতো বা, অসদ্ধম্মতো বা, অসন্দিট্‌ঠিতো বা, অপ্পুরিসতো বা, চণ্ড হত্থী-অস্‌স মিগ-গোণ কুক্কুর অহি-বিচ্ছিক-মণিসপ্প-দাপি- অচ্ছ-তরচ্ছ-সূকর-মহিংস-যক্‌খ রক্‌খ-সাদীহি নানাভযতো বা, নানারোগতো বা, নানা উপদ্দবতো বা, আরক্‌খং গণ্‌হন্তু দেবতা।

"রাজা, চোর, মনুষ্য, অমনুষ্য, অগ্নি, জল, পিশাচ, স্থাণু, কণ্টক, নক্ষত্র, বিসূচিকা, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তি, অসৎপুরুষ, উন্মত্ত হস্তী, অশ্ব, হরিণ, গরু, কুক্কুর, ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক, মণিধরসর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরক্ষু, শূকর, মহিষ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে,

নানাবিধ ভয়, নানাবিধ রোগ, এবং নানাবিধ উপদ্রব হইতে দেবতাগণ রক্ষা করুন।”

(১) মঙ্গল সুত্তং

(নিদানং)

১১। যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তযিংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্‌ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং।

১২। দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপ-বিনাসনং,
সব্বলোক-হিতত্থায মঙ্গলং তং ভণাম হে।

“বার বৎসর পর্য্যন্ত দেবতা ও মনুষ্যগণ চিন্তা করিয়া যেই মঙ্গল জানিতে পারে নাই, সর্ব্বপাপবিনাশক সেই আট ত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেবাদিদেব বুদ্ধকর্ত্তৃক সকল লোকের হিতের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই মঙ্গল আমরা পাঠ করিতেছি।”

সুত্তং

এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেত-বনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথখো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্‌ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা, ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি।

১। বহুদেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তযুং।
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গল মুত্তমং।

২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৩। পতিরূপ দেসবাসো চ, পুব্বে চ কত পুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৪। বহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযো চ সুসিক্‌খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৫। মাতা-পিতু উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৬। দানঞ্চ ধম্ম চরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৭। অরতি বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৮। গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্‌ঠি চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্ম সবণং, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

৯। খন্তী চ সোবচস্‌সতা, সমণানঞ্চ দস্‌সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্‌সনং,
নিব্বান সচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১১। ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং।

১২। এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গল মুত্তমন্তি।

অনুবাদ

আয়ুষ্মান্ আনন্দ বলিতেছেন,—আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরের সমীপে জেতবনে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আরামে (বিহারে) বাস করিতেছিলেন। তখন জনৈক দেবতা রাত্রির মধ্যযামে স্বকীয় দেহ-প্রভায় সমস্ত জেতবন প্রভান্বিত করিয়া, যেখানে ভগবান্, সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে (একপার্শ্বে) দণ্ডায়মান হইয়া সেই দেবতা ভগবানকে গাথা যোগে নিবেদন করিলন ঃ—

১। বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গল বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। (কিন্তু কেহই তাহা অবগত হইতে পারেন নাই।) অতএব আপনি সুরনরগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেই উত্তম মঙ্গল কি বলুন।

২। ভগবান বলিলেন,—হে দেবপুত্র, অসতের সেবা না করা, সঙ্গ না করা ; পণ্ডিতদিগের এবং সাধুগণের সেবা ও সঙ্গ করা ; পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৩। যে দেশে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ,—এই ত্রিরত্নের মহিমা প্রচারিত আছে, যেখানে দান-শীলাদি কুশল কর্ম্ম নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে পারা যায়, সেইরূপ দেশে বাস করা ; অতীত জন্মে কৃত দান-শীলাদি পুণ্যদ্বারা ইহজন্মে দুঃশীলতা, অশ্রদ্ধা ও কৃপণতাদি ত্যাগ করিয়া শীল-শ্রদ্ধাদি পুণ্য-কর্ম্মে আপনাকে সম্যকরূপে নিযুক্ত করা,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৪। সূত্র-বিনয়াদি বহু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বহুশ্রুত হওয়া

অন্য প্রাণীর দুঃখ বিরহিত এবং অকুশল বর্জ্জিত মণিকার স্বর্ণকার শিল্প প্রভৃতি সৎব্যবসায়ে* (রত থাকা ;) কায়-বাক্য সংযত করিয়া এবং ধর্ম্মভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষাদ্বারা সুশিক্ষিত, সুভাষিত যে কোন বাক্য আছে,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৫। বন্দন, মানন, পূজন, পদধৌত ও সেবাদি দ্বারা মাতা-পিতার উপস্থান (সেবা) ; মাতা-পিতা পুত্রের বহু উপকারী, সুতরাং প্রাণপাত করিয়াও তাঁহাদের সেবা করিবেই। তাঁহাদের সেবা না করিলে স্বর্গ-মোক্ষ লাভের পথ রুদ্ধ। যোগ্য কালে স্ত্রী-পুত্রকে বস্ত্রালঙ্কার দান এবং সদুপদেশ দানে শীলাদি গ্রহণ করাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপকার করা। পাপকর্ম্মবিরহিত কৃষি ও সৎবাণিজ্য ইত্যাদি নিরাকুল কর্ম্ম,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৬। ভোজ্য বসনাদি আমিষ দান ও ধর্ম্ম দানাদি নিরামিষ দান (সব্ব দানং ধম্ম দানং জিনতি—ধর্ম্মদান, সর্ব্ব দানকে পরাজয় করে।) দেওয়া ; দশ কুশল-কর্ম্ম পথাদি ধর্ম্মাচরণ (করা)। মাতৃ পক্ষে ও পিতৃ পক্ষে যাবত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিদের† উপকার করা ; ইহকাল ও পরকালের দোষশূন্য এবং বুধগণ প্রশংসিত নিরবদ্য কর্ম্ম (করা,)—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

* মৎস্য, মাংস, বিষ, অস্ত্র, সুরা প্রভৃতি—এইপঞ্চ বাণিজ্য বর্জ্জন করিবে।

† জ্ঞাতি বলিলে, মাতৃকুলের সাত পুরুষ এবং পিতৃকুলের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি।

৭। লোভ, হিংসা ও মিথ্যাদৃষ্টি এই তিনটী মানসিক পাপ, প্রাণী হত্যা, চুরি ও পরদার গমন কায়িক পাপ, এই সমস্ত অকুশল হইতে নিবৃত্তি; মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা এই চারিটি বাচনিক পাপ, বিবিধ অনর্থকর মদ্যপান না করা, ঐহিক, পারত্রিক হিত ও সুখপ্রদ কুশল ধর্ম্ম অপ্রমত্তভাবে সম্পাদন করা,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৮। বুদ্ধাদি রত্নত্রয়কে ও মাতাপিতাদি গুরুজনকে বন্দনা, মানা ও পূজাদি বশত গৌরবান্বিত ব্যক্তিদিগকে গৌরব করা। তাঁহাদের নিকট মান, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতাদি প্রদর্শন না করিয়া সতত বিনীত (থাকা), যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সন্তুষ্ট (থাকা), উপকার অল্প হউক বা বেশী হউক, তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার (করা,) যে সময় কামবিতর্কাদি চিত্তে প্রবল হয় তাহা দূর করিবার জন্য কালে ধর্ম্ম শ্রবণ করা,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৯। ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা. শ্রমণদিগের দর্শন, যথাকালে ধর্ম্মালোচনা (করা,)—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১০। লোভ ইত্যাদি অকুশল ধর্ম্মকে তপ্ত করে বলিয়া তপঃ বা বীর্য্য বলে। মৈথুন বিরতি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের পথ এই সত্যসমূহ দর্শন করা এবং পরমপদ নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করা,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১১। (লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ

ও দুঃখ এই আট প্রকার) লোক ধর্ম্ম দ্বারা যাঁহার চিত্ত স্পৃষ্ট হইয়া কম্পিত হয় না ; এবং প্রিয় বিয়োগে ও অপ্রিয় সংযোগে যাঁহার চিত্ত শোকগ্রস্ত হন না ; শোকবিরহিত, বিরজ ও ক্ষেমপদ নির্ব্বাণ,—ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১২। হে দেবপুত্র, এইরূপ মঙ্গল কার্য্যসমুহ সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র পরাভূত না হইয়া থাকে, ইহপরকালে সর্ব্বত্রই স্বস্তি লাভ করে। অতএব ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া অবধারণ কর।

(২) রতন

(নিদানং)

পণিধানতো পট্ঠায তথাগতস্স দস পারমিযো দস উপ-পারমিযো দস পরমত্থপারমিযোতি সমতিংস পারমিযো, পঞ্চ মহাপরিচ্চাগে, লোকত্থচরিযং ঞাতত্থ চরিযং বুদ্ধত্থচরিযন্তি তিস্সো চরিযাযো ; পচ্ছিমভবে গব্ভোক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্খমনং পধানচরিযং, বোধিপল্লঙ্কে মারবিজযং সব্বঞ্ঞুতা ঞাণ পটিবেধং ধম্মচক্কপবত্তনং নবলোকুত্তর ধম্মেতি সব্বেপিমে বুদ্ধ গুণে আবজ্জেত্বা বেসালিযা তীসু পাকারন্তরেসু তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্মা আনন্দথেরো বিয কারুঞ্ঞ চিত্তং উপট্ঠপেত্বা।

১। কোটিসতসহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা
যস্সণম্পটিগ্গণ্হন্তি যঞ্চ বেসালিযা পুরে

২। রোগামনুস্স-দুব্ভিক্খ-সম্ভূতন্তিবিধং ভযং
খিপ্পমন্তরধাপেসি পরিত্তং তং ভণামহে।

অনুবাদ

ভগবান্ বুদ্ধ অমরাবতী নগরে সুমেধ তাপস জন্মে দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে পতিত হইয়া বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা হইতে আরম্ভ করিয়া, তথাগতের (দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা) দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা, দশ পরমার্থ* পারমিতা ভেদে মোট ত্রিশটি পারমিতা ; পঞ্চমহাদান, জগতের হিতাচরণ, জ্ঞাতিগণের হিতাচরণ ও বুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাচরণ এই ত্রিবিধ আচরণ, অন্তিম জন্মে মাতৃগর্ভে প্রবেশ, জন্ম, সংসার ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, বোধি-পর্য্যঙ্কে মার বিজয়, সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ, ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন ও মার্গস্থ ফলস্থভেদে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ ও নির্ব্বাণ এই নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম্মাদি,—এই সকল বুদ্ধ গুণাবলী স্মরণ করিয়া বৈশালী নগরের প্রাচীরত্রয়ের মধ্যে ত্রিযামরাত্রিতে পরিত্রাণ পাঠক আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরের ন্যায় করুণার্দ্র চিত্তে আমরা—

১। কোটি শত সহস্র চক্রবালবাসী দেবতাগণ যাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যেই পরিত্রাণ বৈশালী নগরে পাঠ করিয়া

২। রোগ, অমনুষ্য, দুর্ভিক্ষ ভয় জাত—এই ত্রিবিধ ভয় তৎ-

---

* ১। অঙ্গ পরিচ্চাগো দান পারমী নাম—নিজ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ত্যাগ দান পারমী। ২। বাহির ভণ্ড পরিচ্চাগো উপপারমী নাম—ধনাদি ও দারা পুত্রাদি বাহ্যিক বস্তু ত্যাগ দান উপপারমী। ৩। জীবিত পরিচ্চাগো পরমথ পারমী নাম—জীবন ত্যাগ পরমার্থ পারমী।

ক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, আমরা সেই রত্ন-সূত্র (পরিত্রাণ) পাঠ করিতেছি।

সুত্তং

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু,
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং॥

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে,
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা॥

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্গেসু ব যং রতনং পণীতং,
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খযং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি।
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৫। যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণযী-সুচিং,
সমাধিমানন্তরিকঞ্‌ঞ মাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি।
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠ সতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্‌খিণেয্যা সুগতস্‌স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন,
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্‌হি।
তে পত্তি পত্তা অমতং বিগয্‌হ,
লদ্ধা মুধা নিব্বুত্তিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা,
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো।
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্‌সতি।

ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ।

৯। যে অরিযসচ্চানি বিভাবযন্তি,
গম্ভীর পঞ্ঞেন সুদেসিতানি ।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা,
ন তে ভবং অট্ঠমমাদিযন্তি ।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ।

১০। সহাবস্স দস্সনসম্পদায,
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি ।
সক্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি,
চতূহপাযেহি চ বিপ্পমুত্তো,
ছচাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং ।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং,
কাযেন বাচা উদ চেতসা বা ।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায,
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা ।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে,
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী,
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো,
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং।
তে খীণ বীজা অবিরূল্হি ছন্দা,
নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেব-মনুস্স-পূজিতং,
বুদ্ধং নমস্সাম, সুবত্থি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভূম্মানি বা যানিব অন্তলিক্খে।

তথাগতং দেব-মনুস্স-পূজিতং,
ধম্মং নমস্সাম, সুবত্থি হোতু।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানিব অন্তলিক্‌খে।
তথাগতং দেব-মনুস্স-পূজিতং,
সঙ্‌ঘং নমস্সাম, সুবত্থি হোতু।

অনুবাদ

১। এই প্রদেশে ভূমিবাসী ও অন্তরীক্ষস্থিত যে সমস্ত দেবতা সমাগত হইয়াছ, সকলেই সুমনা হও; ঐহিক ও পারত্রিক হিত ও সুখাবহ বুদ্ধভাষিত বাক্য একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

২। হে দেবগণ, যেহেতু তোমরা ধর্ম্ম শ্রবণার্থ সমবেত হইয়াছ, তদ্ধেতু আমার উপদেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। সমস্ত দুঃখ (রোগ, দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্য ভয়) প্রপীড়িত মানবদিগের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের হিত কামনা কর। তাহারা দিবারাত্রি ধর্ম্ম শ্রবণ ও পূজাদি কুশল কর্ম্ম করিয়া তোমাদিগকে পুণ্যাংশ দান করে। এই কারণে তোমরা অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩। ইহ মনুষ্য লোকে বা নাগসুপর্ণাদি ভবনে হিরণ্য-সুবর্ণাদি যে কিছু বিত্ত বা সম্পত্তি আছে,অথবা স্বর্গলোকে যে কিছু পরম রত্ন আছে, তাহাদের কোনটাই তথাগত সত্যজ্ঞ বুদ্ধের সমান নহে। এই সকল রত্ন হইতে বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

৪। আর্য্য-মার্গ-সমাধি যোগে সমাহিত-চিত্ত শাক্যমুনি, যে (লোভ, দ্বেষ, মোহ) ক্ষয় এবং রাগ বিগত করিয়া শ্রেষ্ঠ অমৃত নির্ব্বাণধর্ম্ম বিনা উপদেশে বুঝিয়াছেন বা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছেন, বুদ্ধের এই অধিগত ধর্ম্মের তুল্য অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই ধর্ম্মই পরম রত্ন। এই সত্যবাক্য দ্বারা মঙ্গল হউক।

৫। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ যে শুচি সমাধি প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাহার ফল দূরে নহে, তাহার তুল্য অন্য কোন রূপারূপবচর সমাধি বিদ্যমান নাই। এই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্য দ্বারা মঙ্গল হউক।

৬। যে অষ্ট পুদ্গল (আর্য্য পুরুষ) বুদ্ধাদি সাধুগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাঁহারা চারি যুগলে বিভক্ত, তাঁহারা দাক্ষিণেয় সুগতশ্রাবক; তাঁহাদিগকে দান করিলে প্রদত্ত দান (পাত্রের বিশুদ্ধতা হেতু) মহাফলপ্রদ হয়। সেই সংঘই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যে শুভ হউক।

৭। যাঁহারা (যে সকল অর্হৎ ভিক্ষুগণ) গৌতম বুদ্ধের শাসনে অচল সমাধিযুক্ত চিত্তদ্বারা কায়-বাক্যে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া পরিশুদ্ধ শীলস্কন্ধপূরণে এবং বিদর্শনধ্যানে রত; সকল ক্লেশ হইতে যাঁহারা নিষ্ক্রান্ত এবং অমৃতে (নির্ব্বাণ জলে) অবগাহন করিয়া বিনামূল্যে লব্ধ নির্ব্বাণসুখ উপভোগ করিতেছেন এবং যাঁহারা প্রাপ্তব্য (বিষয়) প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই সংঘই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

৮। ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রকীল (নগরদ্বারস্থ স্তম্ভ)

যেমন চতুর্দ্দিকের বাতাসে কম্পিত হয় না, যিনি চতুরার্য্যসত্য প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করিয়াছেন বা অবগত হইয়াছেন, সে সৎপুরুষকেও আমি ইন্দ্রকীলের সদৃশ (অচল বলিয়া) বর্ণনা করিতেছি। সংঘই এই পরম রত্ন। এই সত্য বাক্যে মঙ্গল হউক।

৯। যে (সকল স্রোতাপন্নগণ) দেব-মনুষ্যগণের দুর্বোধ্য, গভীরপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুদেশিত চতুরার্য্যসত্য বিশেষভাবে নিজে বুঝিয়াছেন, যাঁহারা কোন প্রকার (দিব্য সুখে) অত্যন্ত প্রমত্ত হইলেও (কাম ভবে) অষ্টমবার জন্ম গ্রহণ করেন না, (সপ্তম জন্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন), সেই সংঘই পরম রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

১০। এই দর্শনসম্পদ (স্রোতাপন্ন) মার্গফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ ও শীলব্রত এই তিন ধর্ম্ম দূরীকৃত হয়। সে ব্যক্তি (অবীচি, তির্য্যক্‌যোনি, প্রেতযোনি ও অসুরযোনি) এই চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে বিমুক্ত এবং (মাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, অর্হৎ হত্যা, বুদ্ধের পদ হইতে রক্তপাত, অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ ও সংঘ-ভেদ) এই ছয় প্রকার মহাপাপজনক কর্ম্ম করিতে পারেন না, সেই সংঘই পরম রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

১১। সেই স্রোতাপন্ন কায়ের দ্বারা ত্রিবিধ, বাক্যদ্বারা চতুর্ব্বিধ অথবা চিত্তদ্বারা (প্রমাদবশতঃ) কোন পাপ করিলেও তাহা গোপন করিতে পারেন না। দৃকারণ ষ্টিসম্পন্ন (স্রোতাপন্ন)

ব্যক্তির পক্ষে পাপগোপন করা অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই সংঘই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

১২। গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসে বনে বৃক্ষ-লতাদির শাখাগ্র সুপুষ্পিত ফুলে যেমন অতিশয় শোভা ধারণ করে, তেমন স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, স্মৃতিপ্রস্থান, শীল ও সমাধি প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা শোভাসম্পন্ন নির্ব্বাণগামী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পরমহিতের (নির্ব্বাণের) জন্য দেশনা করিয়াছেন। সেই বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

১৩। যেই শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণজ্ঞ, বর প্রদানকারী, শ্রেষ্ঠমার্গ আহরণকারী, অনুত্তর বুদ্ধ জগতে উত্তম নবলোকোত্তরধর্ম্ম দেশনা করিয়াছেন। সেই বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যবাক্যে মঙ্গল হউক।

১৪। মার্গজ্ঞানদ্বারা যে ক্ষীণাস্রবগণের পুরাতন রাগ, দ্বেষ ও মোহসমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় নূতন অঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না এবং পুনর্জন্মের চিত্ত বিমুক্ত, তাঁহাদের কর্ম্ম-ক্ষয়-জ্ঞানে পুনর্জন্মের বিজ্ঞান বীজ ক্ষীণ (বিনষ্ট) এবং পুনরুৎপত্তির অভিলাষ নাই, সেই পণ্ডিতগণ এই প্রদীপের * ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সংঘই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্য বাক্য দ্বারা মঙ্গল হউক।

* সেই সময়ে নগরবাসী দ্বারা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পূজিত প্রদীপ সমূহের মধ্যে একটী প্রদীপশিখা নিভিতে ছিল; তখন ভগবান্ "অযং পদীপো" এই উপমাটী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৫। ভগবান্ রত্নত্রয়ের গুণবর্ণনা করিলে দেবরাজ ইন্দ্র বৈশালী নগরের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বলিলেনঃ—এই প্রদেশের ভূমিবাসী যে ভূতগণ এবং অন্তরীক্ষেস্থিত যে ভূতগণ এইখানে সমবেত হইয়াছেন, চলুন আমরা সকলে দেব-মনুষ্যপূজিত, তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা করি। তাহাতে এই প্রাণী-গণের স্বস্তি বা মঙ্গল হউক।

১৬ ও ১৭ গাথা ১৫ গাথার মত। শুধু 'ধম্মং' ধর্ম্মকে, 'সঙ্ঘং' সংঘকে মাত্র প্রভেদ। সূত্র দেশনা অবসানে রাজকুলের মঙ্গল সাধিত হইল; সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হইল এবং ৮৪ হাজার প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল।

(৩) করণীয-মেত্ত-সুত্তং

(নিদানং)

১। যস্সানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং,
যম্হিচেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিংদিব মতন্দিতো।

২। সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। "যাহার প্রভাবে যক্ষগণ ভীষণ ভয় দেখাইতে পারে না, যেই মৈত্রীপরিত্রাণ দিবা-রাত্রি আলস্যহীন হইয়া পুনঃপুনঃ ভাবনা করিলে, সুখে নিদ্রা যায় এবং নিদ্রিত অবস্থায় কোন পাপস্বপ্ন দেখে না, এইরূপ শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত সেই পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি।"

সুত্তং

১। করণীযমত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজুচ সুজুচ সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।

২। সন্তুস্‌সকোচ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো,

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৪। যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্‌সকাণুকথূলা।

৫। দিট্‌ঠা বা যেব অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬। ন পরোপরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮। মেত্তঞ্চ সব্ব লোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহার মিধমাহু।

১০। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং ন হি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি।

অনুবাদ

শান্তপদ নির্ব্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তির যাহা করণীয় কার্য্য তাহা এই ঃ—তিনি সমর্থ, ঋজু (সরল), সুঋজু (অতি সরল), সুসভ্য, মৃদুস্বভাব ও অভিমানশূন্য হইবেন।

২। (তিনি) যথালাভে সন্তুষ্টচিত্ত, সুভরণীয় (সুখপোষ্য), অল্পকৃত্য (বিবিধ কাজে অলিপ্ত), সংলঘুবৃত্তি (নিজ অষ্ট পরিষ্কারে তুষ্ট), শান্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান্, অপ্রগল্ভ এবং গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত হইবেন।

৩। (তিনি) এমন কোন ক্ষুদ্র পাপাচরণও করিবেন না, যে-হেতু অপর বিজ্ঞগণ তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন। সকল জীব সুখী হউক, নির্ভয় বা নিরুপদ্রব হউক এবং কায়িক ও মানসিক সুখে সুখী হউক। নিত্য মনে মনে এইরূপ মৈত্রী ভাবনা পোষণ করিবে।

৪। যে সমস্ত ভীত বা অভীত দীর্ঘ, হ্রস্ব, বৃহৎ, মধ্যম, ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম অথবা স্থূল সত্বসমূহ আছে,

৫। যে সকল প্রাণী দৃষ্ট, অদৃষ্ট, যাহারা দূরবাসী, যাহারা সমীপবাসী, আর যাহারা জন্মিয়াছে বা জন্মিবে ;—সে সমুদয় সত্বই সুখী হউক।

৬। পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না। কোথাও কাহাকে কায়বাক্য দ্বারা অবজ্ঞা করিও না এবং কায়-মনো-বাক্যে ক্রোধ ও হিংসাভিভূত হইয়া পরস্পরের দুঃখ ইচ্ছা করিও না।

৭। মাতা যেমন স্বীয় গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজ আয়ু

দিয়া (বিপদে) রক্ষা করে, এইরূপে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব উৎপাদন করিবে।

৮। জগতের উর্দ্ধে, নিম্নে ও চারিদিকে যে সমস্ত প্রাণী আছে (তাহারা) বাধা হীন, বৈরীশূন্য ও অপ্রতিদ্বন্দী (হউক)। (নিজ) চিত্তে এইরূপ অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

৯। দাঁড়ান অবস্থায়, চলিতে চলিতে, উপবেশনে ও শয়নে যে পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসে, তাবৎ এই মৈত্রীভাবনা স্মৃতিতে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিবে। ইহাকেই আর্য্যগণ ব্রহ্ম (শ্রেষ্ঠ) বিহার বলেন।

১০। শীলবান্ ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক, ভোগলালসা ও কামেচ্ছাকে দমন করিয়া পুনর্ব্বার গর্ভাশয়ে জন্ম ধারণ করিতে আসেন না। অর্থাৎ শুদ্ধবাস ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় অর্হত্ব হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন।

(৪) খন্ধ-পরিত্তং

(নিদানং)

সব্বাসীবিসজাতীনং দিব্বমন্তাগদং বিয,
যন্নাসেতি বিসং ঘোরং, সেসঞ্চাপি পরিস্সযং।
আণক্খেত্তম্হি সব্বত্থ, সব্বদা সব্বপাণীনং,
সব্বসো পি নিবারেতি, পরিত্তং তং ভণাম হে।

১১২। "যেমন দিব্য মন্ত্রৌষধ সকল জাতীয় সর্পের ঘোর বিষ বিনাশ করে, তেমন বুদ্ধের আজ্ঞাক্ষেত্রে স্থিত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণীর ঘোর বিষ এবং অপর উপদ্রবও নিঃশেষে নিবারণ করে। আমরা সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।"

পরিত্তং

১। বিরূপক্খেহি মে মেত্তং, মেত্তং এরাপথেহি মে,
ছব্যাপুত্তেহি মে মেত্তং, মেত্তং কণ্হাগোতমকেহি চ।

২। অপাদকেহি মে মেত্তং, মেত্তং দিপাদকেহি মে,
চতুপ্পদেহি মে মেত্তং, মেত্তং বহুপ্পদেহি মে।

৩। মা মং অপাদকো হিংসি, মা মং হিংসি দিপাদকো,
মা মং চতুপ্পদো হিংসি, মা মং হিংসি বহুপ্পদো।

৪। সব্বে সত্তা সব্বে পাণা, সব্বেভূতা চ কেবলা,
সব্বে ভদ্রানি পস্সন্তু, মা কিঞ্চি পাপমাগম।

৫। অপ্পমাণো বুদ্ধো, অপ্পমাণো ধম্মো, অপ্পমাণো সঙ্ঘো, পমাণবন্তানি সিরিংসপানি, অহিবিচ্ছিকা, সতপদী, উণ্ণনাভী, সরভূ, মূসিকা, কতা মে রক্খা, কতা মে পরিত্তা, পটিক্কমন্তু ভূতানি। সোহং নমো ভগবতো নমো সত্তন্নং সম্মাসম্বুদ্ধানং।

অনুবাদ

আয়ুষ্মান আনন্দ বলিতেছেন,—আমি এইরূপ শুনিয়াছি ঃ—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্ত্তী জেতবন নামক

অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে জনৈক ভিক্ষুর সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। বহু সংখ্যক ভিক্ষু যেখানে ভগবান্ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ভগবানকে এইরূপ বলিলেনঃ—ভন্তে, এই শ্রাবস্তীতে একজন ভিক্ষু সর্পাঘাতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভগবান্ কহিলেনঃ—হে ভিক্ষুগণ, এ সেই ভিক্ষু চারি জাতি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিল না, নয় কি? যদি সে ভিক্ষু চারিজাতি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিত, তবে সর্প-দংশনে তাহার মৃত্যু হইত না। চারি প্রকার অহিরাজকুল কি কি? বিরূপাক্ষ অহিরাজকুল, (২)ঐরাপথ অহিরাজকুল, (৩) শৈব্যাপুত্র অহিরাজকুল, (৪) কৃষ্ণগৌতম অহিরাজকুল। হে ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষু এই চারি জাতি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিল না, নয় কি? হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই ভিক্ষু এই চারি জাতি অহিরাজকুলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন থাকিত, তবে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু হইত না। হে ভিক্ষুগণ, এই চারি জাতি অহিরাজকুলকে মৈত্রীচিত্তে ভেদ করিতে আমি আদেশ করিতেছি। আত্ম-গুপ্তার্থ, আত্মরক্ষার্থ ও আত্ম-পরিত্রাণার্থ—এই মৈত্রীভবনা নিত্য জপ্ করিবে। তাহা হইলে তোমাদের সর্পদংশন ভয় থাকিবেনা।

১। বিরূপাক্ষের সহিত আমার মৈত্রী, ঐরাপথের সহিত

আমার মৈত্রী, শৈব্যাপুত্রের সহিত আমার মৈত্রী এবং কৃষ্ণগৌতমের সহিতও আমার মৈত্রী হউক।

২। পদহীনের সহিত আমার মৈত্রী, দ্বিপদের সহিত আমার মৈত্রী, চতুষ্পদের সহিত আমার মৈত্রী ও বহুপদের সহিত আমার মৈত্রী হউক।

৩। পদহীন প্রাণী আমাকে হিংসা করিও না, দ্বিপদ প্রাণী আমাকে হিংসা করিও না, চতুষ্পদ প্রাণী আমাকে হিংসা করিও না এবং বহুপদ প্রাণীও আমাকে হিংসা করিও না।

৪। সকল সত্ত্ব, সকল প্রাণী ও সমস্ত ভূত মঙ্গল দর্শন করুক, কোন সত্ত্বের নিকট পাপ (দুঃখ) আগমন না করুক।

৫। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘগুণ অপ্রমেয়। সরীসৃপ, অহি, বৃশ্চিক, শতপদী, মাকড়সা, সরভূ ও মূষিক ইত্যাদি প্রাণী সমূহের গুণ পরিমিত। আমাকর্ত্তৃক রক্ষা বন্ধন করা হইয়াছে। আমা-কর্ত্তৃক পরিত্রাণ কৃত হইয়াছে। ভূতগণ ফিরিয়া যাউক। আমি ভগবানকে নমস্কার করিতেছি এবং বিপশ্চৎ, শিখী, বিশ্বভূৎ, ককুৎসন্ধ, কোণাগমন, কাশ্যপ ও গৌতম এই সাতজন সম্যক্ সম্বুদ্ধকেও নমস্কার করিতেছি।

(৫) মোর-পরিত্তং

(নিদানং)

১। পূরেন্তং বোধিসম্ভারে, নিব্বত্তং মোর যোনিযং,
যেন সংবিহিতা-রক্খং মহাসত্তং বনেচরা।

২। চিরস্সং বাযমন্তাপি নেব সক্খিংসু গণ্হিতুং,
ব্রহ্মমন্তন্তি অক্খাতং, পরিত্তং তং ভণাম হে।

১।২। "বোধিসম্ভার পূর্ণকারী ময়ূরযোনিতে জন্মধারী সুরক্ষিত মহাসত্বকে চিরকাল বিবিধ চেষ্টা করিয়াও বনচরগণ (ব্যাধগণ) যেই পরিত্রাণ প্রভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই, (বুদ্ধাদি জ্ঞানী) যাহা ব্রহ্ম-মন্ত্রস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিতেছি।"

পরিত্তং

১। উদেতযং চক্খুমা একরাজা,
হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো।
তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং,
তয়'জ্জগুত্তা বিহরেমু দিবসং।

২। যে ব্রাহ্মণা বেদগূ সব্বধম্মে,
তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু।
নমত্থু বুদ্ধানং নমত্থু বোধিযা,
নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা।
ইমং সো পরিত্তং কত্বা, মোরো চরতি এসনা।

৩। অপেত'যং চক্খুমা এক রাজা,
হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো।

তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং,

তয়'জ্জগুত্তা বিহরেমু রত্তিং।

৪। যে ব্রাহ্মণা বেদগূ সব্বধম্মে,

তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু।

নমত্থু বুদ্ধানং নমত্থু বোধিযা,

নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা।

ইমং সো পরিত্তং কত্বা, মোরো বাসমকপ্পযী'তি।

অনুবাদ

১। এই চক্ষুষ্মান্ একাধিপতি রাজা সোনার বরণ ও পৃথিবী আলোককারী (সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে) উদিত হইতেছেন। তদ্ধেতু সেই সোনার বরণ জগতালোককারীকে আমি নমস্কার করিতেছি। তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অদ্য বিচরণ করিব।

২। যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ (বুদ্ধগণ) সমস্ত ধর্ম্মে বেদজ্ঞ তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার। তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। অতীত বুদ্ধদিগকে আমার নমস্কার এবং চারিমার্গ ও চারিফলযুক্ত বোধিকে আমার নমস্কার। পঞ্চবিধ বিমুক্তি দ্বারা বিমুক্ত অর্হৎ-দিগকে আমার নমস্কার এবং অর্হৎফলকে আমার নমস্কার এইরূপে সেই ময়ূর এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া আহারান্বেষণে বিচরণ করিত।

৩। অপেতি—সূর্য্য অস্তগমন করিতেছেন। এই গাথার আর সমস্তই ১ম গাথার ন্যায়। এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া ৭০০ বৎসরকাল সেই ময়ূর রাত্রি-দিন নিরুপদ্রবে বাস করিয়াছিল।

(৬) বট্টক পরিত্তং

(নিদানং)

১। পূরেন্তং বোধিসম্ভারে, নিব্বত্তং বট্টজাতিযং,
যস্স তেজেন দাবগ্গি, মহাসত্তং বিবজ্জযি।

২। থেরস্স সারিপুত্তস্স, লোকনাথেন ভাসিতং,
কপ্পট্ঠাযিং মহাতেজং, পরিত্তং তং ভণাম হে।

১।২। "যাহার প্রভাবে দাবাগ্নি বর্ত্তক-জন্মধারী বোধিসম্ভারপূর্ণকারী মহাসত্ত্বকে বর্জ্জন করিয়াছিল, লোকনাথ বুদ্ধ কর্ত্তৃক যাহা শারীপুত্র স্থবিরের নিকট কথিত হইয়াছিল, কল্পকালস্থায়ী মহাতেজসম্পন্ন সেই বর্ত্তক-পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি।"

পরিত্তং

১। অত্থি লোকে সীলগুণো, সচ্চং সোচেয্যনুদ্দযা,
তেন সচ্চেন কাহামি, সচ্চকিরিযমনুত্তরং।

২। আবজ্জিত্বা ধম্মবলং, সরিত্বা পুব্বকে জিনে,
সচ্চবলমবস্সায, সচ্চকিরিযমকাসহং।

৩। সন্তি পক্খা অপত্তনা, সন্তি পাদা অবঞ্চনা,
মাতা পিতা চ নিক্খন্তা, জাতবেদ! পটিক্কম।

৪। সহ সচ্চে কতে মযহং, মহাপজ্জলিতো সিখী,
বজ্জেসি সোলসকরীসানি, উদকং পত্বা যথা সিখী।
সচ্চেন মে সমো নত্থি, এস মে সচ্চপারমী'তি।

অনুবাদ

১। জগতে শীল ও সত্যগুণ এবং দয়া ও পবিত্রতা বিদ্যমান আছে। আমি সেই সত্যদ্বারা অনুত্তর সত্যক্রিয়া করিব।

২। ধর্ম্মবলকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বকালের জিনগণকে (বুদ্ধগণকে) স্মরণ করিয়া এবং সত্যবলকে আশ্রয় করিয়া আমি সত্যক্রিরা করিলাম।

৩। আমার পাখা আছে বটে, কিন্তু উড়িতে পারিতেছি না। পদ আছে, কিন্তু চলিতে অক্ষম ও মাতা পিতা আছেন, তাঁহারাও প্রাণভয়ে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে অগ্নি, (তুমিও) ফিরিয়া যাও।

৪। আমার সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি জলসিক্ত অনলের ন্যায় যোড়শ-করীশ পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিভিয়া গেল। আমার সত্যের তুল্য আর কোন সত্য নাই। ইহাই আমার সত্য পারমিতা।

(৭) ধজগ্গ সুত্তং বা পরিত্তং

(নিদানং)

১। যস্সানুস্সরণেনা'পি, অন্তলিক্খে'পি পাণিনো,
পতিট্ঠমধিগচ্ছন্তি, ভূমিযং বিয সব্বদা।

২। সব্বূপদ্দব জালম্হা, যক্খাচোরাদি সম্ভবা,
গণনা ন চ মুত্তানং, পরিত্তং তং ভণাম হে।

১।২। "যেই পরিত্রাণ পুনঃ পুনঃ অনুস্মরণ দ্বারাও প্রাণিগণ ভূমির ন্যায় অন্তরীক্ষে (আকাশে) সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যক্ষ, চোর ও বিবিধ উপদ্রবসমূহ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্ত্বদের সংখ্যা নাই। সেই ধ্বজাগ্র পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি।"

পরিত্তং

১। এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা, সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি—"ভিক্খবো" তি। "ভদন্তে" তি' তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোস্সুং। ভগবা এতদবোচ ;—

২। ভূতপুব্বং ভিক্খবে! দেবাসুর-সংগামো সমুপব্যূল্হো অহোসি। অথ খো ভিক্খবে! সক্কো দেবানমিন্দো দেবে তবতিংসে আমন্তেসি—সচে বো মারিস! দেবানং সংগামগতানং উপ্পজ্জেয্য ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা মমেব তস্মিং সমযে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। মমং হি বো ধজগ্গং উল্লোকযতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহীযিস্সতি।

৩। নো চে মে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। পজাপতিস্স হি বো দেব-রাজস্স ধজগ্গ উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহীযিস্সতি।

৪। নো চে পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ বরুণস্স দেকরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। বরুণস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।

৫। নো চে বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ ঈসানস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। ঈসানস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহীযিস্সতি।

৬। তং খো পন ভিক্খবে! সক্কস্স বা দেবানমিন্দস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, পজাপতিস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, বরুণস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, ঈসানস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহীযেথাপি নো পহীযেথ। তং কিস্স হেতু? সক্কো হি ভিক্খবে! দেবানমিন্দো, অবীতরাগো, অবীতদোসো, অবীতমোহো, ভীরু, ছম্ভী, উত্রাসী, পলাযী'তি।

৭। অহঞ্চ খো ভিক্খবে! এবং বদামি।—সচে তুম্হাকং ভিক্খবে! অরঞ্ঞগতানং বা রুক্খমূলগতানং বা, সুঞ্ঞাগারগতানং বা উপ্পজ্জেয্য ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, মমেব তস্মিং সমযে অনুস্সরেয্যাথ।—'ইতি পি সো ভগৰা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।'—

মমং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।

৮। নো চে মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ। "স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহি পস্সিকো ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী' তি।" ধম্মং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহীযিস্সতি।

৯। নো চে ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ অথ সঙ্ঘং অনুস্স-রেয্যাথ। "সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সামীচি পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো। যদিদং চত্তারি পরিস যুগানি অট্ঠপুরিস পুগ্গলা, এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো আহুনেয্যো পাহুনেয্যো দক্খিণেয্যো অঞ্জলি করণীযো অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।" সঙ্ঘং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীযিস্সতি।

১০। তং কিস্স হেতু? তথাগতো হি ভিক্খবে! অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, বীতরাগো, বীতদোসো, বীতমোহো, অভীরু, অচ্ছম্ভী অনুত্রাসী, অপলাযী'তি। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা।—

১১। "অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা, সুঞ্ঞাগারে বা ভিক্খবো,
অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং ভযং তুম্হাকং নো সিযা।

১২। নো চে বুদ্ধং সরেয্যাথ, লোকজেট্ঠং নরাসভং,
অথ ধম্মং সরেয্যাথ, নিয্যানিকং সুদেসিতং।

১৩। নো চে ধম্মং সরেয্যাথ, নিয্যানিকং সুদেসিতং,
অথ সঙ্ঘং সরেয্যাথ, পুঞ্ঞক্খেত্তং অনুত্তরং।

১৪। এবং বুদ্ধং সরন্তানং, ধম্মং সংঘঞ্চ ভিক্খবো,
ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ন হেস্সতী' তি।"

অনুবাদ

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী সমীপে জেতবন অনাথপিণ্ডিকের আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে "ভিক্ষুগণ" বলিয়া আহ্বান করিলেন। ভিক্ষুগণ "ভদন্ত" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান্ কহিলেনঃ—

২। হে ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালে একবার দেবাসুরের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গবাসী দেবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মারীষ, যদি সংগ্রাম ভূমিতে তোমাদের কাহারও কিছু ভয়, স্তব্ধতা বা রোমঞ্চতা হয়, তখন আমার ধ্বজাগ্র অবলোকন করিবে। আমার ধ্বজাগ্র অবলোকন করিলে তোমাদের যে ভয় স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে, সত্যই তাহা দূরীভূত হইবে।

৩। যদি আমার ধ্বজাগ্র দর্শন না কর, তবে দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র অবলোকন করিবে। দেবরাজ প্রজাপতির

ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে,নিশ্চয় তাহা দূর হইবে।

৪। যদি দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র অবলোকন না কর, তবে দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র অবলোকন করিবে। দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র অবলোকন করিলে, তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে, তাহা নিশ্চয় দূর হইবে।

৫। যদি দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন না কর, তবে দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিবে। দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র অবলোকন করিলে, তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে; সত্যই তাহা দূর হইবে।

৬। হে ভিক্ষুগণ, তারপর দেবেন্দ্র শক্রের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে অথবা দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে তাহা দূর হইতেও পারে অথবা না হইতেও পারে। তাহার কারণ কি? দেবেন্দ্র শক্র রাগহীন নহে, দ্বেষহীন নহে এবং মোহশূন্য নহে। অপিচ (তাহারা) ভীরু, স্তব্ধ, ত্রাসযুক্ত ও পলায়নপর।

৭। হে ভিক্ষুগণ, আমি বলি :—কি অরণ্যে, কি বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগার বিহারে, যেখানে যাও না কেন, যদি তোমাদের কোন ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হয়

তখন আমাকেই অনুস্মরণ করিবে। "এই কারণে সেই ভগবান,অর্হৎ,সম্যক্সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত লোক বিদ্ অনুত্তর, দম্যপুরুষসারথি, সুরনর গুরু, বুদ্ধ ভগবান্" হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের যে ভয়, ও স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে, আমাকে অনুস্মরণ করিলে তাহা দূর হইবে।

৮। যদি আমাকে অনুস্মরণ না কর, তবে এইরূপে ধর্ম্মকে অনুস্মরণ করিও—"ভগবান্ দ্বারা সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ফলদানে কালের অপেক্ষা নাই, এস দেখ, নির্ব্বাণে উপনয়নকারী ও বিজ্ঞগণকর্ত্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য"। হে ভিক্ষুগণ, ধর্ম্মকে অনুস্মরণ করিলে, তোমাদের কোন ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইলে, সত্যই তাহা দূর হইবে।

৯। যদি ধর্ম্মকে অনুস্মরণ না কর, তবে এইরূপে সংঘকে অনুস্মরণ করিও—"সুপথে উপনীত ভগবানের শ্রাবক সংঘ, ঋজুপথে উপনীত ভগবানের শ্রাবক-সংঘ, নির্ব্বাণপথে উপনীত ভগবানের শ্রাবক-সংঘ, সমীচীন পথে উপনীত ভগবানের শ্রাবক-সংঘ, এবং যাঁহারা আহ্বানীয়, সংগৃহীত বস্তু দানের উপযুক্ত পাত্র, দাক্ষিণেয়, অঞ্জলির যোগ্য ও জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" হে ভিক্ষুগণ, সংঘকে অনুস্মরণ করিলে, তোমাদের যে ভয় ও স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চতা হইবে, সত্যই তাহা দূর হইবে।

১০। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ নিশ্চয়ই রাগহীন দ্বেষহীন ও মোহহীন এবং

অভীরু, অস্তব্ধ, অত্রাসযুক্ত ও অপলায়নপর। ভগবান্ এই কথা ভিক্ষুদিগকে বলিলেন। ভগবান্ এইকথা বলিয়া শাস্তা অতঃপর অপর গাথা বলিলেন।

১১। হে ভিক্ষুগণ, কি বনে, কি বৃক্ষ-মূলে, কিংবা শূন্যাগারে সম্বুদ্ধকে অনুস্মরণ করিবে। তবে তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না।

১২। যদি লোকজ্যেষ্ঠ নরর্ষভ বুদ্ধকে স্মরণ না কর, তবে সকল দুঃখ হইতে নিষ্ক্রমণের কারণভুত সুদেশিত ধর্ম্মকে স্মরণ কর।

১৩। যদি নির্ব্বাণ-পথ প্রদর্শক সুদেশিত ধর্ম্মকে স্মরণ না কর, তাহা হইলে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘকে অনুস্মরণ করিবে।

১৪। হে ভিক্ষুগণ, এইরূপে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘকে যাহারা স্মরণ করে তাহাদের ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ হইবে না।

(৮) আটানাটিয সুত্তং

(নিদানং)

১। অপ্পসন্নেহি নাথস্স, সাসনে সাধুসম্মতে,
অমনুস্সেহি চণ্ডেহি, সদা কিব্বিসকারীভি।

২। পরিসানং চতস্সন্নং, অহিংসায চ গুত্তিযা,
যং দেসেসি মহাবীরো, পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। নাথের (বুদ্ধের) সাধুসম্মত শাসনে অপ্রসন্ন চণ্ড সতত

কলুষকারী অমনুষ্যগণ হইতে পারিষদ্ চতুষ্টয়কে অহিংসভাবে রক্ষার জন্য মহাবীর বুদ্ধ যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।”

সুত্তং

১। বিপস্সিস্স চ নমত্থু, চক্খুমন্তস্স সিরীমতো ;
সিখিস্সা পি চ নমত্থু, সব্বভূতানুকম্পিনো।

২। বেস্সভুস্স চ নমত্থু, নহাতকস্স তপস্সিনো ;
নমত্থু কক্কুসন্ধস্স, মারসেনপ্পমদ্দিনো।

৩। কোনগমনস্স নমত্থু, ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো ;
কস্সপস্স চ নমত্থু, বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।

৪। অঙ্গীরসস্স নমত্থু, সক্যপুত্তস্স সিরীমতো ,
যো ইমং ধম্মং দেসেসি, সব্বদুক্খাপনূদনং।

৫। যে চা'পি নিব্বুতা লোকে যথাভূতং বিপস্সিসুং ;
তে জনা অপিসুনাথ মহন্তা বীতসারদা।

৬। হিতং দেবমনুস্সানং যং নমস্সন্তি গোতমং ;
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, মহন্তং বীতসারদং।

৭। এতে চঞ্ঞে চ সম্বুদ্ধা, অনেক সত কোটিযো,
সব্বে বুদ্ধাসমসমা, সব্বে বুদ্ধা মহিদ্ধিকা।

৮। সব্বে দসবলুপেতা, বেসারজ্জেহুপাগতা ;
সব্বে তে পটিজানন্তি, আসভণ্ঠানমুত্তমং।

৯। সীহনাদং নাদন্তেতে, পরিসাসু বিসারদা ;
ব্রহ্মচক্কং পবত্তেন্তি, লোকে অপ্পটিবত্তিযং।

১০। উপেতা বুদ্ধধম্মেহি, অট্ঠরসহি নাযকা ;
বত্তিংসলক্খণুপেতা, সীতানুব্যঞ্জনধরা।

১১। ব্যামপ্পভায সুপ্পভা, সব্বে তে মুনিকুঞ্জরা ;
বুদ্ধা সব্বঞ্ঞুনো এতে, সব্বে খীণাসবা জিনা।

১২। মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা ;
মহাকারুণিকা ধীরা, সব্বেসানং সুখাবহা।

১৩। দীপা, নাথা, পতিট্ঠা চ, তাণা, লেণা চ পাণীনং ;
গতী, বন্ধু মহস্সাসা, সরণা চ হিতেসিনো।

১৪। সদেবকস্স লোকস্স সব্বে এতে পরাযণা ;
তেসাহং সিরসা পাদে বন্দামি পুরিসুত্তমে।

১৫। বচসা মনসা চেব, বন্দামেতে তথাগতে ;
সযনে আসনে ঠানে গমনে চা পি সব্বদা।

১৬। সদা সুখেন রক্খন্তু, বুদ্ধা সন্তিকরা তুবং ;
তেহি ত্বং রক্খিতো সন্তো, মুত্তো সব্বভযেহি চ।

১৭। সব্বরোগা বিনিমুত্তো, সব্বসন্তাপ বজ্জিতো ;
সব্ববেরমতিক্কন্তো, নিব্বুতো চ তুবং ভব।

১৮। 'তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তী মেত্ত বলেন চ ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

১৯। পুরিত্থিমস্মিং দিসাভাগে, সন্তি ভূতা মহিদ্ধিকা ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

২০। দক্খিণস্মিং, দিসাভাগে, সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

২১। পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে, সন্তি নাগা মহিদ্ধিকা ,
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

২২। উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

২৩। পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো, দক্খিণেন বিরুল্হকো ,
পচ্ছিমেন বিরুপক্খো, কুবেরো উত্তরং দিসং।

২৪। চত্তারো তে মহারাজা, লোকপালা যসস্সিনো ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

২৫। অকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা, দেবনাগা মহিদ্ধিকা ;
তে পি তুম্হে-নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

২৬। ইদ্ধিমন্তো চ যে দেব, বসন্তা ইধ সাসনে ;
তে পি তুম্হে' নুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চ।

২৭। সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু, সোকো রোগো বিনস্সতু ;
মা তে ভবত্বন্তরায, সুখী দীঘাযুকো ভব।

২৮। অভিবাদন সীলস্স নিচ্চং বুড্ঢাপচাযিনো ;
চত্তারো ধম্ম বড্ঢন্তি আযু বণ্ণো সুখং বলং।

অনুবাদ

১। পঞ্চচক্ষুসপন্ন, * রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রীযুক্ত বুদ্ধকে আমার নমস্কার। সর্ব্বভূতানুকম্পী শিখী বুদ্ধকে আমার নমস্কার।

* মাংস চক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু, সমন্তচক্ষু ও বুদ্ধচক্ষু

২। নিহতক্লেশ, স্নাতক, পাপতাপনকারী তপস্বী বিশ্বভূৎ বুদ্ধকে আমার নমস্কার। মারসেনা-প্রমর্দ্দক ককুৎসন্ধ বুদ্ধকে আমার নমস্কার।

৩। পাপ বিরহিত ও ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত কোণাগমন বুদ্ধকে আমার নমস্কার। সর্ব্বপাপ বিপ্রমুক্ত কাশ্যপ বুদ্ধকে আমার নমস্কার।

৪। যিনি সর্ব্বদুঃখবিনাশক এই ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রীসম্পন্ন এবং জ্ঞানরশ্মিশালী ও কায়রশ্মিশালী সেই শাক্যপুত্রকে আমার নমস্কার।

৫। জগতে যাঁহারা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও সত্যদর্শী, যাঁহারা মিথ্যাবাক্যবিরহিত, মিতভাষী, মহাত্মা ও সংসার-ভয়-বিরহিত তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার।

৬। যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহামহিম ও মহাশীল-সমাধি আদি গুণযুক্ত মহাত্মা, চতুর্বৈশারদ্যজ্ঞানধর, নিপুন, দেবতামনুষ্যদিগের হিতৈষী, যে গৌতমকে সকলেই নমস্কার করেন, তাঁহাকে আমার নমস্কার।

৭। ইঁহাকে এবং অন্য অনেক শতকোটী সম্বুদ্ধ, সকল বুদ্ধই অসমসম (অদ্বিতীয়) সমস্ত বুদ্ধই মহাঋদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বশক্তিমান।

৮। সকল বুদ্ধ দশবলভূষিত, (১) দানবলং—দানবল। (২) সীলবলং—শীল বল। (৩) খন্তিবলং—ক্ষমাবল। (৪)সদ্ধা-

বলং—শ্রদ্ধাবল। (৫) বিরিযবলং—বীর্য্যবল। (৬) সতি-বলং—স্মৃতিবল। (৭) হিরিবলং—লজ্জাবল। (৮) ওত্তপ্পবলং—পাপ-ভয়- বল। (৯) সমাধিবলং—সমাধিবল। (১০) পঞ্ঞাবলং—প্রজ্ঞাবল। এই দশবিধ বলদ্বারা ভূষিত) চারিবৈশারদ্য গুণে অলঙ্কৃত, তাঁহারা সকলে পরমার্ষভপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। তাঁহারা বিশারদ, পারিষৎ মধ্যে সিংহনাদে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, এবং জগতে পুর্ব্বে অপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচক্র বা ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

১০। ঐ সকল (নায়ক) বুদ্ধ অষ্টাদশ প্রকার বুদ্ধগুণা-লঙ্কৃত, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন-যুক্ত।

১১। ঐ সকল মুনিকুঞ্জর ব্যামপ্রভায় সুপ্রভান্বিত, সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ, ক্ষীণাসব ও জিন।

১২। বুদ্ধগণ মহাপ্রভাবশালী, মহাতেজশালী, মহা-প্রজ্ঞাবান্, মহাবলশালী, মহাকারুণিক, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সকলের সুখ আনায়নকারী।

১৩। সকল বুদ্ধ ভবার্ণবে ভাসমান্ জীবদিগের দ্বীপ, অনাথের নাথ, অপ্রতিষ্ঠের প্রতিষ্ঠা, ত্রাণহীনের ত্রাণ, আলয়-হীনের আলয়, অগতির গতি, বন্ধুহীনের বন্ধু, নিরাশের আশা, অশরণের শরণ, জগতের একমাত্র হিতৈষী।

১৪। ঐ সকল বুদ্ধ দেব-মনুষ্যলোকের পরম আশ্রয়; আমি সেই সকল পুরুষোত্তমের শ্রীচরণে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

১৫। আমি সেই সকল তথাগতকে শয়নে, উপবেশনে, গমনে ও অবস্থানে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।

১৬। সকল শান্তিকারক বুদ্ধ, তোমাকে সর্ব্বদা সুখে রাখুন। তুমি তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া সকল ভয় হইতে মুক্ত হও।

১৭। তূমি সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বসন্তাপবর্জ্জিত, সর্ব্ববৈরী-অতিক্রান্ত ও সুখী হও।

১৮। তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষমা ও মৈত্রীবলে তোমাদিগকে সুখে ও আরোগ্যে অনুক্ষণ রক্ষা করুন।

১৯। পূর্ব্বদিকে মহেশী শক্তিশালী ভূতগণ আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২০। দক্ষিণদিকে মহাঋদ্ধিমান্ দেবতারা আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২১। পশ্চিমদিকে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন নাগেরা আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২২। উত্তরদিকে মহাঋদ্ধিমান্ যক্ষেরা আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২৩। পূর্ব্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ ও উত্তরে কুবের।

২৪। তাঁহারা চারিজন যশস্বী লোকপাল মহারাজা তাঁহারাও তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২৫। আকাশস্থ ও ভূমিস্থ যে সকল মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতা ও নাগ আছেন, তাঁহারা তোমাদিগকে নীরোগ ও সুখে রাখুন।

২৬। এই বুদ্ধ শাসনে বাসকারী মহেশী শক্তিশালী যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারাও তোমাদিগকে অনুক্ষণ নীরোগ রাখুন।

২৭। তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক, শোক ও রোগ বিনষ্ট হউক, কোন অন্তরায় (বিপদ) না হউক, তুমি সুখী ও দীর্ঘায়ু হও।

২৮। যিনি নিত্য বৃদ্ধ-সেবা-নিরত সেই অভিবাদনশীলের আয়ু, রূপ, সুখ ও বল—এই চারি সম্পদ বর্দ্ধিত হয়।

(৯) **অঙ্গুলিমাল পরিত্তং**

(নিদানং)

১। পরিত্তং যং ভণন্তস্স, নিসিন্নট্ঠানধোবনং,
উদকম্পি বিনাসেতি, সব্বমেব পরিস্সযং।
সোত্থিনা গব্ভবুট্ঠানং, যঞ্চ সাধেতি তং খণে,

২। থেরস্স অঙ্গুলিমালস্স, লোকনাথেন ভাসিতং।
কপ্পট্ঠাযিং মহাতেজং পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। ২। "যেই পরিত্রাণ পাঠকের আসনধৌত জলও

সকল বিঘ্ন বিনাশ করে এবং যাহার দ্বারা তৎক্ষণাৎ সুপ্রসব ক্রিয়া স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করে, আমরা লোকনাথ বুদ্ধকর্ত্তৃক অঙ্গুলিমাল স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া কথিত সেই কল্পকালস্থায়ী মহাতেজশালী পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।”

পরিত্তং।

(১) যতো'হং ভগিনি ! অরিযায জাতিযা জাতো,
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা।
তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু সোত্থি গব্ভস্স॥ (৩বার)

অনুবাদ

১। “ভগিনি, যদবধি আমি আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; (অর্থাৎ স্রোতাপন্ন হইয়াছি) তদবধি সজ্ঞানে কোন প্রাণীহত্যা করি নাই। আমার এই সত্য-বাক্যের প্রভাবে তোমার গর্ভ নিরাপদ হউক।”

(১০) বোজ্ঝঙ্গ পরিত্তং

(নিদানং)

১। সংসারে সংসরন্তানং, সব্বদুক্খবিনাসনে,
সত্তধম্মে চ বোজ্ঝঙ্গে, মারসেনপ্পমদ্দিনো।

২। বুজ্ঝিত্বা যে পিমে সত্তা, তিভব মুত্তকুত্তমা,
অজাতিং অজরাব্যাধিং অমতং নিব্ভযং গতা।

৩। এবমাদি গুণূপেতং অনেকগুণসংগহং,
ওসধঞ্চ ইমং মন্তং, বোজ্ঝঙ্গন্তং ভণাম হে।

১। "মারসেনা-প্রমর্দ্দক বুদ্ধগণ, সংসার চক্রে ভ্রমণকারী জীবগণের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যাদি সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক এই যে সপ্তবোধ্যঙ্গ-ধর্ম্ম। যাহা জ্ঞাত হইয়া ত্রিভববিমুক্ত মহাপুরুষগণ জন্ম-জরা ব্যাধি-মৃত্যু-ভয়রহিত নির্ব্বাণে গমন করিয়াছেন, আমরা এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, বিবিধ গুণসমষ্টিযুক্ত মন্ত্রৌষধ স্বরূপ সেই বোধ্যঙ্গ-পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।"

পরিত্তং

১। বোজ্ঝঙ্গো সতিসংখাতো, ধম্মানং বিচযো তথা ;
বীরিযং পীতি পস্সদ্ধি, বোজ্ঝঙ্গা চ তথাপরে।

২। সমাধুপেক্খবোজ্ঝঙ্গা, সত্তেতে সব্বদস্সিনা ;
মুনিনা সম্মদক্খাতা, ভাবিতা বহুলিকতা।

৩। সংবত্তন্তি অভিঞ্ঞায, নিব্বানায চ বোধিযা ;
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থিতে হোতু সব্বদা।

৪। একস্মিং সমযে নাথো, মোগ্গল্লানঞ্চ কস্সপং ;
গিলানে দুক্খিতে দিস্বা, বোজ্ঝঙ্গে সত্ত দেসযি।

৫। তে চ তং অভিনন্দিত্বা, রোগা মুচ্চিংসু তং খণে ;
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থি তে হোতু সব্বদা।

৬। একদা ধম্মরাজা' পি, গেলঞ্ঞেনাভিপীলিতো।
চুন্দত্থেরেন তঞ্ঞেব, ভণাপেত্বান সাদরং।

৭। সম্মোদিত্বা চ আবাধা, তম্হা বুট্ঠাসি ঠানসো ;
এতেন সচ্চ বজ্জেন, সোত্থি তে হোতু সব্বদা।

৮। পহীনা তে চ আৰাধা, তিণ্ণন্নম্পি মহেসীনং ;
মগ্গাহত কিলেসাব, পত্তানুপত্তি ধম্মতং।
এতেন সচ্চ বজ্জেন, সোত্থিতে হোতু সব্বদা।

অনুবাদ

১-৩। স্মৃতি, ধর্ম্মবিচয় (ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা,) বীর্য্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা,—এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ সর্ব্বদর্শী মহামুনি বুদ্ধকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত (বর্দ্ধিত) ও বহুলীকৃত হইয়াছে ; এই সপ্তধর্ম্ম অভিজ্ঞা, নির্ব্বাণ ও বোধিজ্ঞানের জন্যই বিদ্যমান আছে। এই সত্যবাক্যে সর্ব্বদা তোমার শুভ হউক।

৪-৫। একদা নাথ (বুদ্ধও তাঁহার প্রধান শিষ্য) মৌদ্‌গল্যায়ন ও কাশ্যপকে রোগাভিভূত দেখিয়া এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ দেশনা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাহাতে আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। এই সত্য-বাক্যে সতত তোমার শুভ হউক।

৬। ৭। একদা রোগাভিভূত ধর্ম্মরাজ বুদ্ধও চুন্দ স্থবিরের দ্বারা তাহাই সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করাইয়া, সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া, সম্পুর্ণরূপে সেই রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। এই সত্যবাক্যে সতত তোমার মঙ্গল হউক।

৮। মার্গহত ক্লেশবৎ এই মহর্ষিত্রয়ের রোগ ভবিষ্যৎ আর উৎপন্ন হইবে না, এই ভাবে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়াছে। এই সত্যবাক্যে সতত তোমার মঙ্গল হউক।

(১২) সুপুব্বণ্হ সুত্তং

১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ,
যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো।
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং,
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু *

২। দুক্খপ্পত্তা চ নিদ্দুক্খা, ভযপ্পত্তা চ নিব্ভযা।
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা, হোন্তু সব্বে পি পাণিনো।

৩। এত্তাবতা চ অম্হেহি, সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং ;
সব্বে দেবানুমোদন্তু, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিযা।

৪। দানং দদন্তু সদ্ধায, সীলং রক্খন্তু সব্বদা ;
ভাবনাভিরতা হোন্তু, গচ্ছন্তু দেবতাগতা।

৫। সব্বে বুদ্ধা বলপ্পত্তা, পচ্চেকানঞ্চ যং বলং ;
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো।

৬। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। ভবতু সব্বমঙ্গলং, রক্খন্তু সব্বদেবতা ;
সব্ববুদ্ধানুভাবেন, সদা সোত্থি ভবন্তুতে।

* ধম্মানুভাবেন, সঙ্ঘানুভাবেন

৮। মহাকারুণিকো নাথো, হিতায সব্বপাণীনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা, পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।

৯। জযন্তো বোধিয়া মূলে, সক্যানং নন্দিবড্‌ঢনো,
এবমেব জযো হোতু, জযস্সু জযমঙ্গলে।

১০। অপরাজিত পল্লঙ্কে, সীসে পুথুবী মুক্খলে,
অভিসেকে (১)সব্ববুদ্ধানং, অগ্গপ্পত্তো পমোদতি।

১১। সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং সুপ্পভাতং সুহুট্ঠিতং ;
সুখণো সুমুহুত্তোচ, সুযিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু।

১২। পদক্খিণং কাযকম্মং, বাচাকম্মং পদক্খিণং ;
পদক্খিণং মনোকম্মং, পণিধীতে পদক্খিণে।

১৩। পদক্খিণানি কত্বান লভন্তত্থে পদক্খিণে,
তে অত্থলদ্ধা সুখিতা বিরুল্‌হা বুদ্ধ সাসনে,
অরোগ সুখিতা হোথ সহ সব্বেহি ঞাতীভি।

অনুবাদ

১। যে কোন দুর্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্রীতিজনক পক্ষীরব, পাপগ্রহ ও ভীষণ দুঃস্বপ্ন বুদ্ধের প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

২। সমুদয় দুঃখপ্রাপ্ত প্রাণিগণ দুঃখহীন, ভয়প্রাপ্ত প্রাণিগণ নির্ভয় ও শোকপ্রাপ্ত প্রাণিগণ শোকহীন হউক।

৩। আমাদের দ্বারা এতাবৎ যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, সকল দেবতা সর্ব্বসম্পত্তিসাধক সেই পুণ্য অনুমোদন করুন।

---

(১) সম্বুদ্ধানং।

৪। শ্রদ্ধার সহিত দান কর, সর্ব্বদা শীল রক্ষা কর, ভাবনা রত হও। আগত দেবতাগণ গমন করুন।

৫। সর্ব্ব দশবলধর বুদ্ধের যে বল, প্রত্যেক বুদ্ধের যে বল এবং অর্হৎগণের তেজোবল দ্বারা সর্ব্বত্র তোমার রক্ষা বন্ধন করিতেছি।

৬। ইহলোকে বা নাগসুপর্ণাদি ভবনে হিরণ্য সুবর্ণাদি যে কিছু বিত্ত আছে, অথবা স্বর্গলোকে যে কিছু পরম রত্ন আছে, তাহাদের কোনটীই তথাগত সত্যজ্ঞ বুদ্ধের সমান নহে। এই সকল রত্ন হইতে বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ। এই সত্যবাক্য দ্বারা তোমার শুভ হউক।

৭। সর্ব্বপ্রকারে তোমার মঙ্গল হউক; সর্ব্বদেবতা তোমাকে রক্ষা করুন; সকল বুদ্ধের প্রভাবে সর্ব্বদা তোমার শুভ হউক।

৮। মহাকারুণিক নাথ (বুদ্ধ) সর্ব্বপ্রাণীর হিতের জন্য সর্ব্ব পারমিতা পূর্ণ করিয়া পরম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সত্য-বাক্যে সর্ব্বদা তোমার স্বস্তি হউক।

৯। মারসেনাবিজয়ী শাক্যদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী শাক্যসিংহ বোধিমূলে যেরূপ জয় লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ তোমার জয় হউক।

১০। সম্বুদ্ধগণের অভিষেক কালে শোভনমান পৃথিবীর শীর্ষভূত অপরাজিত পর্য্যঙ্কে অগ্রনির্ব্বাণ-জ্ঞান প্রাপ্ত, (বুদ্ধ) যেমন প্রমোদিত হন, তুমিও সেইরূপ প্রমোদিত হও।

১১। যে দিবস ত্রিবিধ সুচরিত ধর্ম্মসমূহ পরিপূর্ণ করে সেই দিবস ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি প্রদত্ত দান সুস্থানে স্থাপিত হয় বলিয়া মহাফলদায়ক হয়। সেই দিবস প্রাপ্ত নক্ষত্র যোগ শুভ, সেই দিবসে কৃত মঙ্গল সুমঙ্গল, সেই দিবসের প্রভাত সুপ্রভাত, সেই দিবস নিদ্রা হইতে উত্থান সু-উত্থান, সেই দিবসের ক্ষণও সুক্ষণ ও সেই দিবসের মুহূর্ত্তও শুভ মুহূর্ত্ত।

১২। সেই দিবসে কায়িক পাপসমূহ হইতে বিরত হইয়া, কায়িক কুশল কর্ম্ম সকল (দান, বন্দন, বেয়্যাবচ্চ, পচয়ন) সম্পাদনে বৃদ্ধিকর কায়কর্ম্ম প্রদক্ষিণ নামে কথিত হয়। বাচনিক পাপসমূহ হইতে বিরত হইয়া, বাচনিক কুশল কর্ম্ম সকল (ভাবনা, প্রাপ্তিদান, ধর্ম্মদেশনা, সত্যবাক্য ও প্রিয়বাদিতা ইত্যাদি) সম্পাদনে বৃদ্ধিকর বাক্‌কর্ম্ম প্রদক্ষিণ নামে কথিত হয়। মানসিক পাপসমূহ হইতে বিরত হইয়া মানসিক কুশল কর্ম্ম সকল (শীল, ধর্ম্ম শ্রবণ, দৃষ্টি ঋজুতা ইত্যাদি) সম্পাদনে বৃদ্ধিকর মানসিক কর্ম্ম প্রদক্ষিণ নামে কথিত হয়। সেই দিবস যে যে সৎপ্রণিধান (প্রার্থনা) করা হয়, সেই প্রার্থনা সকল বৃদ্ধিযুক্তই হয়।

১৩। এইরূপ বৃদ্ধিজনক কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বৃদ্ধিকর অর্থ (ফল) লাভ করিয়া থাকে। অতএব তোমরাও জ্ঞাতি-বর্গের সহিত অর্থলব্ধ সুখে সুখী হইয়া বুদ্ধ শাসনে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসুখে সুখী হও।

(১৩) জয়মঙ্গলগাথা

১। বাহুং সহস্সমভিনিম্মিত-সাবুধন্তং,
গিরিমেখলং উদিত-ঘোর-সসেন-মারং।
দানাদিধম্মবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

২। মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিতসব্বরত্তিং,
ঘোরম্পনালবকমক্খমথদ্ধযক্খং।
খন্তিসুদন্ত বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং,
দাবগ্গি চক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসেক বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

৪। উক্খিত্তখগ্গমতিহত্থ-সুদারুণন্তং,
ধাবন্তিযোজনপথঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভিসংখতমানো জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

৫। কত্বান কট্ঠমুদরং ইব গব্ভিনিযা,
চিঞ্চায দুট্ঠবচনং জনকাযমজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

৬। সচ্চং বিহাযমতিসচ্চক বাদকেতুং,
বাদাভিরোপিতমনং অতি অন্ধভূতং।
পঞ্ঞপদীপজলিতো জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জযমঙ্গলানি।

৭। নন্দোপনন্দভুজগং বিবুধং মহিদ্ধিং,
পুত্তেন থের ভুজগেন দমাপযন্তো।
ইদ্ধূপদেস বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জমযঙ্গলানি।

৮। দুগ্গহদিট্ঠি ভুজগেন সুদট্ঠহত্থং,
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি জুতিমিদ্ধিবকাভিধানং।
ঞাণগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জযমঙ্গলানি।

৯। এতাপি বুদ্ধ জযমঙ্গল-অট্ঠগাথা,
যো বাচকো দিনে দিনে সরতেমতন্দি।
হিত্বান নেক বিবিধানি চুপদ্দবানি,
মোক্খং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞ্ঞো।

অনুবাদ

১। যেই মুনীন্দ্র সুনির্ম্মিত, আয়ুধধর সহস্রবাহু-গিরি মেখলা-বাহন, ঘোর সসৈন্য মারকে দানাদি ধর্ম্ম বলে জয় করিয়াছেন; তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

২। যেই মুনীন্দ্র মার হইতে ও অধিকতর পরাক্রমশালী, সর্ব্বরাত্রি-সংগ্রামকারী ঘোর, দুর্দ্ধর্ষ ও কঠিন-হৃদয় আলবকযক্ষকেও ক্ষান্তিদমবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৩। যেই মুনীন্দ্র দাবাগ্নিচক্র বা অশনিসদৃশ অতি মদমত্ত সুদারুণ নালাগিরি হস্তীকেও মৈত্রবারিবর্ষণে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৪। যেই মুনীন্দ্র উৎক্ষিপ্ত-খড়্গ, নালাগিরি হস্তী হইতেও সুদারুণ ও ত্রিযোজন-পথে ধাবমান্ অঙ্গুলিমালকে অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি প্রকাশ করিয়া জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৫। যেই মুনীন্দ্র, কাষ্ঠোদরে গর্ভিনী সাজিয়া চিঞ্চা নাম্নী রমণীর অপবাদ বাক্য শান্তসৌম্য বিধিবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় মঙ্গল হউক।

৬। যেই মুনীন্দ্র সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যাবলম্বী বাদবিবাদপরায়ণ, অতি অন্ধভূত সত্যক নামক নিগ্রন্থকে প্রজ্ঞা-প্রদীপ জ্বালাইয়া জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৭। মহাঋদ্ধিসম্পন্ন বিবুধ (পণ্ডিত) নন্দোপনন্দ নামক ভুজঙ্গকে যিনি স্বীয় শ্রাবক মহামৌদ্গল্যায় স্থবিরকে দিয়া ঋদ্ধিশক্তি ও উপদেশ বলে জয় করিয়াছেন, তৎ-প্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৮। যেই মুনীন্দ্র দুগ্রাহ্যদৃষ্টিরূপভুজঙ্গদংষ্ট্র পাণী, বিশুদ্ধ জ্যোতি ও দৈবশক্তিসম্পন্ন বক নামক ব্রহ্মাকে জ্ঞানৌষধি প্রয়োগে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৯। যে কোন পাঠক, এই বুদ্ধ জয়মঙ্গল নামক অষ্ট-গাথা অতন্দ্রিতভাবে প্রতিদিন স্মরণ করে, সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিবিধ উপদ্রব পরিহার পূর্ব্বক মোক্ষসুখ লাভ করিবেন।

(১৪) ধম্মচক্কপ্পবত্তনসুত্তং

১। এবম্মেসুতং;—একং সমযং ভগবা বারাণসিযং বিহরতি ইসিপতনে মিগদাযে। তত্র খো ভগবা পঞ্চবগ্গিযে ভিক্খূ আমন্তেসি।

২। দ্বে মে ভিক্খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা। কতমে দ্বে? যো চাযং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিযো অনত্থসংহিতো; যো চাযং অত্তকিলমথানুযোগো দুক্খো অনরিযো অনত্থসংহিতো। এতে তে ভিক্খবে উভো অন্তে অনুপগম্ম মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্খুকরণী, ঞাণকরণী, উপসমায, অভিঞ্ঞায, সম্বোধায, নিব্বানায সংবত্ততি।

৩। কতমা চ সা ভিক্খবে, মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্খুকরণী ঞাণকরণী উপসমায অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি? অযমেব অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো সম্ম-আজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি। অযং খো সা ভিক্খবে, মজ্ঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা চক্খুকরণী ঞাণকরণী উপসমায অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি।

৪। ইদং খো পন ভিক্খবে, তুক্খং অরিযসচ্চং,—জাতি-পি তুক্খা, জরাপি দক্খা ব্যাধিপি তুক্খা, মরণম্পি তুক্খং, অপ্পিযেহি সম্পযোগো তুক্খো, পিযেহি বিপ্পযোগো তুক্খো, যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি তুক্খং, সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা তুক্খা।

৫। ইদং খো পন ভিক্খবে, তুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং,—যাযং তণ্হা পোনোব্ভবিকা নন্দী-রাগ-সহগতা তত্র তত্রাভি-নন্দিনী। সেয্যথীদং—কামতণ্হা, ভবতণ্হা, বিভবতণ্হা।

৬। ইদং খো পন ভিক্খবে, তুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং,—যো তস্সা যেব তণ্হায অসেস-বিরাগ-নিরোধ চাগো পটিনি-স্সগ্গো মুত্তি অনালযো।

৭। ইদং খো পন, ভিক্খবে, তুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং,—অযমেব অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মা-আজীবো, সম্মাবাযামো সম্মাসতি সম্মাসমাধি।

৮। ইদং তুক্খং অরিযসচ্চন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সু-তেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং তুক্খং অরিযসচ্চং পরিঞ্ঞেয্যন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং তুক্খং অরিযসচ্চং পরিঞ্ঞাতন্তি মে ভিক্খবে পুব্বে

অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

৯। ইদং দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং পহাতব্বন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং পহীনন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

১০। ইদং দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং সচ্ছিকাতব্বন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং সচ্ছিকতন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

১১। ইদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, অলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং ভাবেতব্বন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনি'দং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং ভাবিতন্তি মে ভিক্খবে, পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকা উদপাদি।

১২। যাব কীবঞ্চ মে ভিক্খবে, ইমেসু চতূসু অরিযসচ্চেসু এবং তি-পরিবট্টং দ্বাদসাকারং যথাভূতং ঞাণদস্সনং ন সুবিসুদ্ধং অহোসি ; নেব তাবাহং, ভিক্খবে, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে, সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো'তি পচ্চঞ্ঞাসিং।

১৩। যতো চ খো মে ভিক্খবে ইমেসু চতূসু অরিযসচ্চেসু এবং তি-পরিবট্টং দ্বাদসাকারং যথাভূতং ঞাণদস্সনং সুবিসুদ্ধং অহোসি, অথাহং ভিক্খবে, সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণব্রাহ্মণিযা পজায সদেব মনুস্সায অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো'তি পচ্চঞ্ঞাসিং।

১৪। ঞাণঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি। 'অকুপ্পা মে চেতোবিমুত্তি, অযমন্তিমাজাতি, নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি।'

ইদমবোচ ভগবা, অত্তমনা পঞ্চবগ্গিযা ভিক্খূ ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি।

১৫। ইমস্মিঞ্চ পন বেয্যাকরণস্মিং ভঞ্ঞমানে আযস্মতো কোণ্ডঞ্ঞস্স বিরজং বীতমলং ধম্মচক্খুং উদপাদি,—"যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিরোধ ধম্মন্তি"।

১৬। পবত্তিতে চ পন ভগবতা ধম্মচক্কে ভুম্মা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং, অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি'।

১৭। ভুম্মানং দেবানং সদ্দং সুত্বা চাতুম্মহারাজিকা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।

১৮। চাতুম্মহারাজিকানং দেবানং সদ্দং সুত্বা তাবতিংসা দেব সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।

১৯। তাবতিংসানং দেবানং সদ্দং সুত্বা যামা দেবা সদ্দ-মনুস্সাবেসুং,—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে

মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।

২০। যামানং দেবানং সদ্দং সুত্বা তুসিতা দেবা সদ্দ-মনুস্সাবেসুং,—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।

২১। তুসিতানং দেবানং সদ্দং সুত্বা নিম্মাণরতী দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

২২। নিম্মাণরতীনং দেবানং সদ্দং সুত্বা পরনিম্মিত-বস-বত্তিনো দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—এতং···পে··· ।

২৩। পরনিম্মিত বসবত্তীনং দেবানং সদ্দং সুত্বা ব্রহ্মপারি-সজ্জা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং· ·পে··· ।

২৪। ব্রহ্মপারিসজ্জানং দেবানং সদ্দং সুত্বা ব্রহ্মপুরো-হিতা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে··· ।

২৫। ব্রহ্মপুরোহিতানং দেবানং সদ্দং সুত্বা মহাব্রহ্মা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে··· ।

২৬। মহাব্রহ্মাণং দেবানং সদ্দং সুত্বা পরিত্তাভা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে··· ।

২৭। পরিত্তাভানং দেবানং সদ্দং সুত্বা অপ্পমাণাভা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে··· ।

২৮। অপ্পমাণাভানং দেবানং সদ্দং সুত্বা আভস্সরা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

২৯। আভস্সরানং দেবানং সদ্দং সুত্বা পরিত্তসুভা· দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এত···পে···।

৩০। পরিত্তসুভানং দেবানং সদ্দং সুত্বা অপ্পমাণসুভা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩১। অপ্পমাণসুভানং দেবানং সদ্দং সুত্বা সুভকিণ্হাকা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩২। সুভকিণ্হকানং দেবানং সদ্দং সুত্বা বেহপ্ফলা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩৩। বেহপ্ফলানং দেবানং সদ্দং সুত্বা অবিহা দেবা সদ্দ-মনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩৪। অবিহানং দেবানং সদ্দং সুত্বা অতপ্পা দেবা সদ্দমনু-স্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩৫। অতপ্পানং দেবানং সদ্দং সুত্বা সুদস্সা দেবা সদ্দমনু-স্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৩৬। সুদস্সানং দেবানং সদ্দং সুত্বা সুদস্সী দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং,—এতং···পে···।

৪৭। সুদস্সীনং দেবানং সদ্দং সুত্বা অকনিট্ঠকা দেবা সদ্দমনু-স্সাবেসুং—এতং ভগবতা বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মনা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি'।

৩৮। ইতি'হ তেন খণেন তেন লযেন তেন মুহূত্তেন যাব ব্রহ্মলোকা সদ্দো অব্ভুগ্গঞ্ছি, অযঞ্চ খো দসহস্সি লোকধাতু সঙ্কম্পি, সম্পকম্পি, সম্পবেধি, অপ্পমাণো চ উলারো ওভাসো লোকে পাতুরহোসি, অতিক্কম্ম দেবানং দেবানুভাবন্তি।

অথ খো ভগবা উদানং উদানেসি, "অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞো, অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞো'তি"—ইতি হি'দং আযস্মতো কোণ্ডঞ্ঞস্স অঞ্ঞা কোণ্ডঞ্ঞো ত্বেব নামং অহোসী'তি।

(১৫) মহাকস্সপত্থের-বোজ্ঝঙ্গং

(নিদানং)

যং মহাকস্সপেত্থেরো পরিত্তং মুনি সন্তিকা
সুত্বা তস্মিং খণে যেব আহোসি নিরুপদ্দবো,
বোজ্ঝঙ্গ ৰলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে॥

সুত্তং।

১। এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক-নিবাপে। তেন খো পন সমযেন আযস্মা মহাকস্সপো পিপ্পলীগুহাযং বিহরতি আৰাধিকো দুক্খিতো ৰাল্হগিলানো। অথ খো ভগবা সাযাহ্ন সমযং পতিসল্লানা বুট্ঠিতো, যেনাযস্মা মহাকস্সপো তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা আযস্মন্তং মহাকস্সপং এতদবোচ।

২। কচ্চি তে কস্সপ খমনীযং কচ্চি যাপনীযং কচ্চি দুক্খা বেদনা পটিক্কমন্তি নো অভিক্কমন্তি, পটিক্কমোসানং পঞ্ঞাযতি নো অভিক্কমোতি? ন মে ভন্তে খমনীযং, ন যাপনীযং, বাল্হা মে দুক্খা বেদনা অভিক্কমন্তি, নো পটিক্কমন্তি, অভিক্কমোসানং পঞ্ঞাযতি, নো পটিক্কমোতি।

৩। সত্তি মে কস্সপ বোজ্ঝঙ্গা মযা সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত? সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। ধম্মবিচযসম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। বীরিযসম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। পীতি সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। পস্সদ্ধি-সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। সমাধি সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি। উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ, মযা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ততি।

৪। ইমে খো কস্সপ, সত্তবোজ্ঝঙ্গা মযা সম্মদক্খাতা

ভাবিতা বহুলীকতা অভিঞ্ঞায সম্বোধায নিব্বানায সংবত্ত-ন্তী'তি। তগ্ঘ ভগবা বোজ্ঝঙ্গা, তগ্ঘ সুগত বোজ্ঝঙ্গা'তি। ইদমবোচ ভগবা। অত্তমনো আযস্মা মহাকস্সপো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। বুট্ঠহি চাযস্মা মহাকস্সপো তম্হা আবাধা। তথা পহীনোচাযস্মতো মহাকস্সপস্স সো আবাধো আহোসী' তি।

(১৬) জিন-পঞ্জর গাথা

১। জযাসন গত বীরা জেত্বা মারং সবাহিনিং,
চতুসচ্চামতরসং যে পিবিংসু নরাসভা।

২। তণ্হঙ্করাদযো বুদ্ধা অট্ঠবীসতি নাযকা,
সব্বে পতিট্ঠিতা মযহং (১) মত্থকে তে মুনিস্সরা।

৩। সিরে পতিট্ঠিতো বুদ্ধো, ধম্মো চ মম (২) লোচনে,
সঙ্ঘো পতিট্ঠিতো মযহং (১) উরে সব্বগুণাকরো।

৪। হদযে অনুরুদ্ধো চ, সারিপুত্তো চ দক্খিণে,
কোণ্ডঞ্ঞো পিট্ঠিভাগস্মিং, মোগ্গল্লানোসি বামকে।

৫। দক্খিণে সবণে মযহং (১) আহুং আনন্দ রাহুলা,
কস্সপো চ মহানামো উভোস্সুং বাম সোতকে।

৬। কেসন্তে পিট্ঠিভাগস্মিং সুরিযো ব পভঙ্করো,
নিসিন্নো সিরিসম্পন্নো সোভিতো মুনি পুঙ্গবো।

৭। কুমার কস্সপো নাম মহেসী চিত্রবাদকো.
সো মযহং (১) বদনে নিচ্চং পতিট্ঠাসি গুণাকরো।

৮। পুণ্ণো অঙ্গুলিমালোচ উপালি নন্দ সীবলী,
থেরা পঞ্চ ইমে জাতা ললাটে তিলকা মম (২)

৯। সেসাসীতি মহাথেরা বিজিতা জিন সাবকা,
জলন্তা সীল তেজেন অঙ্গমঙ্গেসু সন্ঠিতা।

১০। রতনং পুরতো আসি দক্খিণে মেত্তসুত্তকং,
ধজগ্গং পচ্ছতো আসি বামে অঙ্গুলিমালকং।

১১। খন্ধমোর পরিত্তঞ্চ আটানাটিয সুত্তকং,
আকাসচ্ছাদনং আসি সেসা পাকার সন্ঠিতা।

১২। জিনান বলসংযুত্তে ধম্ম পাকার লঙ্কতে,
বসতো মে (৩) চতুকিচ্চেন সদা সম্বুদ্ধ পঞ্জরে।

১৩। বাতপিত্তাদি সংজাতা বহিরজ্ঝত্তুপদ্দবা,
অসেসা বিলযং যন্তু অনন্তগুণ তেজসা।

১৪। জিন পঞ্জরমজ্ঝট্ঠং বিহরন্তং মহীতলে,
সদা পালেন্তু মং (৪) সব্বে তে পুরিসাসভা।

১৫। ইচ্চেব মচ্চন্তকতো সুরক্খো,
জিনানুভাবেন জিতুপদ্দবো
বুদ্ধানুভাবেন হতারি সংঘো
চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাব পালিতো।

১৬। ইচ্চেব মচ্চন্তকতো সুরক্খো
জিনানুভাবেন জিতুপদ্দবো
ধম্মানুভাবেন হতারি সংঘো
চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাব পালিতো।

১৭। ইচ্চেব মচ্চন্তকতো স্থরক্খো
জিনানুভাবেন জিতুপদ্দবো
সজ্ঘানুভাবেন হতারি সংঘো
চরামি (৫) সদ্ধম্মানুভাব পালিতো।

১৮। সদ্ধম্ম পাকার পরিক্খিতোস্মি (৬)
অট্ঠারিযা অট্ঠদিসাস্থ হোন্তি
এত্থন্তরে অট্ঠনাথা ভবন্তি
উদ্ধং বিতানং ব জিনা ঠিতা মে। (৩)

১৯। ভিন্দন্তো মারসেনং মম সিরসি (২)
ঠিতো বোধি মারুয্হ সত্থা।
মোগ্গাল্লানোসি বামে বসতি
ভুজতটে দক্খিণে সারিপুত্তো।
ধম্মো মজ্ঝে উরস্মিং বিহরতি
ভবতো মোক্খতো মোরযোনিং,
সম্পত্তো বোধিসত্তো চরণ-
যুগগতো ভানু লোকেকনাথো।

২০। সব্বাবমঙ্গলমুপদ্দব দুন্নিমিত্তং,
সব্বীতি-রোগ গহদোসমসেস নিন্দা,
সব্বন্তরায-ভযদুস্স্ুপিনং অকন্তং,
* বুদ্ধানুভাবপবরেন পযাতু নাসং।

* ধম্মানুভাব, সজ্ঘানুভাব

* অপরের জন্য ১ চিহ্নিত স্থানে মযহং স্থলে তুম্হং।
২ ,, ,, মম ,, তব।
৩ ,, ,, মে ,, তে।
৪ ,, ,, যং ,, ত্বং।
৫ ,, ,, চরামি ,, চরাসি।
৬ ,, ,, পরিক্খিতোস্মি পরিক্খিতোসি
বলিতে হইবে।

(১৭) অর্ট্ঠ-বিসতি-পরিত্তং

তণ্হংকরো মহাবীরো, মেধঙ্করো মহাযসো,
সরণঙ্করো লোকহিতো, দীপঙ্করো জুতিন্ধরো।
কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,
সুমনো সুমনো ধীরো রেবতো রতিবদ্ধনো।
সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো, নারদো বরসারথী।
পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অপ্পপুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো, পিযদস্সী নরাসভো।
অত্থদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে, তিস্সো বরদ সংবরো।
ফুস্সো বরদ সম্বুদ্ধো বিপস্সী চ অনুপমো,
সিখী সব্বহিতো সত্থা, বেস্সভূ সুখদাযকো
ককুসন্ধো সত্থবাহো, কোনাগমনো রণঞ্জহো
কস্সপো সিরিসম্পন্নো, গোতমো সক্যপুংগবো।

তেসং সচ্চেন, সীলেন, খন্তি মেত্ত বলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চা তি।

(১৯) সীবলী পরিত্তং

১। পদুমুত্তরো নাম জিনো সব্ব ধম্মেসু চক্খুমা,
ইতো সতসহস্সমম্হি কপ্পে উপ্পজ্জি নাযকো।

২। সীবলী চ মহাথেরো সোরভো পচ্চযাদিনং,
পিযো দেবমনুস্সানং পিযো ব্রহ্মানমুত্তমং।
পিযোনাগসুপন্নানং পীনিন্দ্রিযং নমামিহং,

৩। নাসংসীমো চ মোসিসং নানজালীতি সঞ্জলিং,
সদেব মনুস্স পূজিতং সব্ব লাভ ভবন্তু মে।

৪। সত্তাহং দ্বার মূল্হোহং মহাদুক্খ সমপ্পিতো
মাতা মে ছন্দ দানেন এবমাসি সুদুক্খিতা।

৫। কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহত্তমপাপুনিং
দেবা-নাগা-মনুস্সা চ পচ্চযানূপনেন্তি মে।

৬। পদুমুত্তর নামঞ্চ বিপস্সিঞ্চ বিনাযকং,
সং পূজযিং পমুদিতো পচ্চযেহি বিসেসতো।

৭। ততো তেসং বিসেসেন কম্মানং বিপুলুত্তমং,
লাভং লভামি সব্বত্থ বনে গামে জলে থলে।

৮। তদা দেবো পণীতেহি মমত্থায মহামতি,
পচ্চযেহি মহাবীরো সসংঘো লোকনাযকো।

৯। উপট্ঠিতো মযা বুদ্ধো গন্ত্বা রেবতমদ্দস,
ততো জেতবনং গন্ত্বা এতদগ্গে ঠপেসি মং।

১০। বেরতং দস্সনত্থায যদা যাতি বিনাযকো,
তিংস ভিক্খু সহস্সেহি সহ লোকগ্গ নাযকো।

১১। লাভীনং সীবলী অগ্গো মম সিস্সেসু ভিক্খবো,
সব্বলোকহিতো সত্থা কিত্তযি পরিসাসু মং।

১২। কিলেসা ঝাপিতা মযহং ভবা সব্বে সমূহতা,
নাগবো বন্ধনং ছেত্বা বিহরামি অনাসবো।

১৩। স্বাগতং বত মে আসি বুদ্ধ সেট্ঠস্স সন্তিকে
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

১৪। পটিসম্ভিদা চতস্সো চ বিমোক্খাপি চ অট্ঠিমে,
ছল্ভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

১৫। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী জিন সাবকো,
উগ্গতেজো মহাবীরো তেজসা জিন সাসনং।

১৬। রক্খন্তা সীলতেজেন ধনবন্তো যসস্সিনো,
এবং তেজানুভাবেন সদা রক্খন্তু সীবলী॥

১৭। কপ্পট্ঠাযী'তি বুদ্ধস্স বোধিমূলে নিসীদাযি,
মারসেনপ্পমদ্দন্তো সদা রক্খন্তু সীবলী।

১৮। দস পারমিতপ্পত্তো পব্বজী জিন সাসনে,
গোতমং সক্যপুত্তোসি থেরেন মম সীবলী।

১৯। মহাসাবক অসীতিসু পুণ্ণত্থেরো যসস্সিনো,
ভবভোগে অগ্গলাভীসু উত্তমঙ্গেন সীবলী।

২০। এবং অচিন্তিযা বুদ্ধা, বুদ্ধধম্মা অচিন্তিযা
অচিন্তিযেসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিযো।

২১। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্ব দুক্খ বিনাসনং।

২২। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্বভয় বিনাসনং।

২৩। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্বরোগ বিনাসনং।

(১২) মণ্ডূক দেবপুত্র

এক সময় ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ গর্গরা পুষ্করিণী তীরে চম্পা নগরবাসীর নিকট অমৃত ধর্ম্ম দেশনা করিতেছিলেন। তখন এক মণ্ডূক (বেঙ) ভগবানের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে সভার এক পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। এমন সময় এক রাখাল সেই স্থানে আসিয়া অদৃশ্যে তাহার মাথায় লাঠি চাপা দিয়া দাঁড়াইল। মণ্ডূক মস্তকোপরি স্থাপিত লাঠির চাপে ক্রমশ রুদ্ধশ্বাস হইয়া ধর্ম্মের প্রতি গৌরব বশতঃ নিঃশব্দে কালপ্রাপ্ত হইল; এবং মৃত্যুর পরক্ষণেই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ত্রয়স্ত্রিংশ * দেব ভবনে দ্বাদশ যোজন পরিমিত কনক বিমানে আবির্ভূত হইল। তথায় অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত নিজকে দেবশ্রী ও দেবৈশ্বর্য্যযুক্ত দেখিয়া

* দেবলোকে উৎপন্ন সত্ত্বগণ উৎপত্তিক্ষণে দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন,—কোথা হইতে কি কর্ম্ম করিয়া এইখানে জন্ম গ্রহণ করিলাম।

"ওরে! কি কর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, আমিও এখানে উৎপন্ন হইতে পারিয়াছি!" ইহা চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের স্বরে আকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত অন্য কুশল কর্ম্ম কিছুই দেখিলেন না। তিনি নিজের সামান্য পুণ্য স্মরণ করিয়া বিমানযোগে পুনঃ সেই পুষ্করিণী তীরে বুদ্ধের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার পদে অবনত শিরে বন্দনা করিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। সভাস্থিত জনসমূহকে ধর্ম্ম শ্রবণ জনিত পুণ্য কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া, ভগবান গাথা-দ্বারা দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিযা যসসা জলং,
অভিক্কন্তেন বণ্ণেন সব্বা ওভাসযং দিসা?

"দেব-ঋদ্ধি, দেব-যশ ও দেব-পরিবারের সহিত জ্যোতির্ম্ময় শরীর হইয়া এবং অত্যন্ত কান্ত ও কমনীয় বর্ণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া কে আমার পদদ্বয় বন্দনা করিতেছে?"

মণ্ডুকোহং পুরে আসিং উদকে বারিগোচরো,
তব ধম্মং সুনন্তস্স অবধি বচ্ছপালকো।

"প্রভো, আমি পূর্ব্বজন্মে জলচর মণ্ডূক ছিলাম, আপনার ধর্ম্ম শুনিবার সময়, জনৈক রাখাল আমাকে লাঠির চাপে বধ করিয়াছিল।"

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ প্রীত হইয়া তাহাকে ধর্ম্ম দেশনা

করিলেন, সেই ধর্ম্ম দেশনায় ৮৪০০০ হাজার প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। দেবপুত্র ও এরূপ অল্পতর পুণ্যের প্রভাবে সুমহান্ লৌকিক ও লোকোত্তর সম্পত্তিতে এবং স্রোতাপত্তি ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রীতি-সৌমনস্যোৎপাদনে সেই প্রদেশ অধিকতর প্রদীপ্ত করিয়া স্মিত হাস্যে নিম্ন গাথাদ্বয় বলিয়া দিব্য ভবনে প্রস্থান করিলেন ঃ—

মুহুত্তং চিত্তপ্পসাদস্স ইদ্ধিং পস্সযসঞ্চমে,
অনুভাবং চ মে পস্স বণ্ণং পস্স জুতিঞ্চ মে।
যে চ তে দীঘমদ্ধানং ধম্মং অস্সোসুং গোতম,
পত্তা তে অচলং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে।

"মুহূর্ত্তকাল চিত্তপ্রসন্নতার ফলে আমার দেব-ঋদ্ধি, দেব-যশ, মহাঐশীশক্তি, কমনীয় বর্ণ ও শরীরের জ্যোতিঃ দেখুন। হে গৌতম, যাঁহারা দীর্ঘকাল আপনার ধর্ম্ম প্রসন্নচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে যাইয়া শোক করিতে হয় না তেমন অচল স্থান নির্ব্বাণ সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(১৩) বাদুড়

কথিত আছে,—দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে এক পুরাতন বৃক্ষ কোটরে পাঁচশত বাদুড় বাস করিত। একদা একদল বণিক ঐ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীত নিবারণের জন্য বণিকগণ বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, বৃক্ষে

অগ্নি লাগাতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন বণিক সুমধুর স্বরে অভিধর্ম্মের গাথাগুলি আবৃত্তি করিতে থাকেন। বাদুড়গুলি গাছে অগ্নি লাগা সত্ত্বেও ঐ আবৃত্তির স্বরে মোহিত হইয়া বৃক্ষ পরিত্যাগ না করায় সকলেই অগ্নিতে প্রাণ হারাইল এবং ধর্ম্মশ্রবণের ফলে মনুষ্য-জন্ম ধারণ করিল। ইহারা সকলে পূর্ব্বার্জ্জিত কুশল কর্ম্মে প্রোৎসাহিত হইয়া, উপযুক্ত বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করত প্রতিপত্তি ধর্ম্ম পূরণ পূর্ব্বক তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সহস্সমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা,
একং অত্থ পদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি।

অর্থহীন সহস্র বাক্য হইতে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রেয়ঃ, কারণ তাহা শুনিয়া লোক উপশম লাভ করিয়া থাকে।”

(২০) পরাভব সুত্তং

১। এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি, একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসিঃ—

২। পরাভবন্তং পুরিসং মযং পুচ্ছাম গোতমং,
ভগবন্তং পুট্ঠুমাগম্ম—কিং পরাভবতো মুখং ?

৩। সুবিজানো ভবং হোতি—সুবিজানো পরাভবো,
ধম্মকামো ভবং হোতি—ধম্মদেস্সী পরাভবো।

৪। ইতি হেতং বিজানাম—পঠমো সো পরাভবো,
দুতিযং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

৫। অসন্তস্স পিযা হোন্তি—সন্তে ন কুরুতে পিযং,
অসতং ধম্মং রোচেতি—তং পরাভবতো মুখং,

৬। ইতি হেতং বিজানাম—দুতিযো সো পরাভবো,
ততিযং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

৭। নিদ্দাসীলী সভাসীলী—অনুট্ঠাতা চ যো নরো,
অলসো কোধমঞ্ঞানো—তং পরাভবতো মুখং ?

৮। ইতি হেতং বিজানাম—ততিযো সো পরাভবো,
চতুত্থং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং।

৯। যো মাতরং বা পিতরংবা—জিন্নকং গতযোব্বনং,
পহূসন্তো ন ভরতি—তং পরাভবতো মুখং।

১০। ইতি হেতং বিজানাম—চতুত্থো সো পরাভবো,
পঞ্চমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

১১। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—অঞ্ঞংবা'পি বণিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি—তং পরাভবতো মুখং।

১২। ইতি হেতং বিজানাম—পঞ্চমো সো পরাভবো,
ছট্ঠমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

১৩। পহূতবিত্তো পুরিসো—সহিরঞ্ঞো সভোজনো,
একো ভুঞ্জতি সাদূনি—তং পরাভবতো মুখং।

১৪। ইতি হেতং বিজানাম—ছট্ঠমো সো পরাভবো,
সত্তমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং?

১৫। জাতিথদ্ধো ধনথদ্ধো—গোত্তথদ্ধো চ যো নরো,
তংঞাতিং অতিমঞ্ঞেতি—তং পরাভবতো মুখং।

১৬। ইতি হেতং বিজানাম— সত্তমো সো পরাভবো,
অট্ঠমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং?

১৭। ইত্থীধুত্তো সুরাধুত্তো—অক্খধুত্তো চ যো নরো,
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি—তং পরাভবতো মুখং।

১৮। ইতি হেতং বিজানাম—অট্ঠমো সো পরাভবো,
নবমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং?

১৯। সেহি দারেহি 'সন্তট্ঠো—বেসিযাসু পদিস্সতি,
দিস্সতি পরদারেসু—তং পরাভবতো মুখং।

২০। ইতি হেতং বিজানাম—নবমো সো পরাভবো,
দসমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং?

২১। অতীত যোব্বনো পোসো—আনেতি তিম্বরুত্থনিং,
তস্সা ইস্সা ন সুপতি—তং পরাভবতো মুখং।

২২। ইতি হেতং বিজানাম—দসমো সো পরাভবো,
একাদসমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং?

২৩। ইত্থী সোণ্ডিং বিকিরণিং—পুরিসং বা'পিতাদিসং,
ইস্সরিযস্মিং ঠপাপেতি—তং পরাভবতো মুখং,

২৪। ইতি হেতং বিজানাম—একাদসমো সো পরাভবো,
দ্বাদসমং ভগবা ব্রূহি—কিং পরাভবতো মুখং ?

২৫। অপ্পভোগো মহাতণ্হো—খত্তিযে জাযতে কুলে,
সো চ রজ্জং পত্থযতি—তং পরাভবতো মুখং।

২৬। এতে পরাভবে লোকে—পণ্ডিতো সমবেক্খিয,
অরিয-দস্সনসম্পন্নো—সলোকং ভজতে সিবং'তি।

অনুবাদ

১। আয়ুষ্মান আনন্দ বলিতেছেন,—আমি-এইরূপ শুনিয়াছি,—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী সন্নিধানে জেতবন অনাথ পিণ্ডিক-নির্ম্মিত জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন। তখন জনৈক মনোহর-কান্তি দেবতা সুন্দর নিশীথে স্বকীয় দেহপ্রভায় সমুদয় জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে নিবেদন করিলেন ঃ—

২। আমরা ভগবান্ গৌতমকে পুরুষের পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অপরাপর চক্রবাল হইতে এখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছি ; পরাভবের কারণ কি ? দেবতার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ পরাভবের কারণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিলেন।

৩। সুবিজ্ঞের জয় হয় এবং অবিজ্ঞের পরাজয় ঘটে; ধর্ম্মকামীর জয় হয় এবং ধর্ম্মদ্বেষীর পরাজয় ঘটে।

৪। পরাভবের প্রথম কারণ এইরূপে জানিলাম। ভগবন্, পরাভবের দ্বিতীয় কারণ কি তাহা বলুন।

৫। অসৎ তাহার প্রিয় হয়, বুদ্ধাদি সৎপুরুষদিগকে প্রিয় মনে করে না, দ্বাদশ মিথ্যাদৃষ্টিও দশ অকুশল কর্ম্মকে রুচিকর মনে করে, সে প্রধান পরাজিত ব্যক্তি।

৬। এইরূপে পরাভবের দ্বিতীয় কারণ জানিতেছি। ভগবন্, পরাভবের তৃতীয় কারণ কি বর্ণনা করুন।

৭। (যেই ব্যক্তি) গমনে, উপবেশনে ও শয়নে নিদ্রা স্বভাবযুক্ত, অন্যের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটায়, যেই ব্যক্তি উদ্যমহীন, যেই ব্যক্তি স্বভাবত আলস্যপরায়ণ, এবং যেই ব্যক্তি ক্রোধে কাঁপিয়া উঠে সে প্রধান পরাজিত ব্যক্তি। এই পাঁচ জন পরাভূত বলিয়া উক্ত হয়।

৮। এইরূপে পরাভবের তৃতীয় কারণ জানিতেছি, ভগবন্ পরাভবের চতুর্থ কারণ কি তাহা বলুন।

৯। যেই ব্যক্তি বিগতযৌবন জরাজীর্ণ মাতা-পিতাকে সমর্থবান্ হইয়াও ভরণপোষণ করে না সে মাতৃ-পিতৃ সেবাকৃত ফল লাভ না করিয়া ইহলোকে নিন্দা ও পর-লোকে দুর্গতি ভোগ করে; তাহারও পরাভব ঘটে।

১০। এইরূপে পরাভবের চতুর্থ কারণ জানিতেছি। পঞ্চম কারণ কি তাহা বলুন।

১১। যে ব্যক্তি পাপহীন ব্রাহ্মণকে, ক্লেশ সাম্যকারী-শ্রমণকে অথবা অন্য যাচককে মিথ্যাকথা বলিয়া বঞ্চনা করে, সেও প্রধান পরাজিত ব্যক্তি।

১২। এইরূপে পরাভবের পঞ্চম কারণ জ্ঞাত হইয়াছি। পরাভবের ষষ্ঠ কারণ কি তাহা এক্ষণে বলুন।

১৩। (যাহার) স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রাদি প্রভূত সম্পত্তি থাকিতে কাহাকেও কিছু প্রদান করে না এবং সুস্বাদু খাদ্যভোজ্য নিজে গোপনে পরিভোগ করে, সেও পরাজিত হয়।

১৪। এইরূপে পরাভবের ষষ্ঠ কারণ জানিতেছি। পরাভবের সপ্তম কারণ কি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করুন।

১৫। যেই ব্যক্তি জাত্যাভিমানী, ধনাভিমানী, গোত্রাভি-মানী এবং স্বীয় জ্ঞাতিদিগকেও দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে ও পরাভব ইচ্ছা করে, এই চতুর্ব্বিধ কারণে সেও পরাজিত হয়।

১৬। এইরূপে পরাভবের সপ্তম কারণ জানিতেছি পরাভবের অষ্টম কারণ কি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করুন।

১৭। যেই নর নিজ স্ত্রী ব্যতীত পর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, সুরাপায়ী, জুয়ারী ও অক্ষক্রীড়াসক্ত, সেই ব্যক্তি অলব্ধ সম্পত্তি লাভ করে না ও লব্ধ সম্পত্তি বিনাশ করে। এই চারিটীও পরাভবের কারণ।

১৮। এইরূপে পরাভবের অষ্টম কারণ জানিতেছি। পরাভবের নবম কারণ কি তাহা প্রকাশ করুন।

১৯। যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, বেশ্যাসক্ত এবং পর স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া থাকে, সেও পরাজিত হইয়া থাকে"।

২০। এইরূপে পরাভবের নবম কারণ জানিতেছি। পরাভবের দশম কারণ কি তাহা বলুন।

২১। যে বার্দ্ধক্যে তরুণী ভার্য্যা বিবাহ করে, সেই বালিকার মন প্রীত না হওয়ায় সে পর পুরুষ সেবন করে, বৃদ্ধ স্বামী তাহা দেখিয়া ঈর্ষাবশত কামানলে দগ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যায় না, তাহারও পরাভব হয়।

২২। এইরূপে পরাভবের দশম কারণ জানিতেছি। পরাভবের একাদশ কারণ কি তাহা বলুন।

২৩। মৎস্য, মাংস, মদ্য ও খাদ্যভোজ্যাদির জন্য ধূলির ন্যায় অর্থব্যয়কারিণী স্ত্রীকে অথবা তাদৃশ বিনাশকারী পুরুষকে উত্তরাধিকারে স্থাপন করে বা বাণিজ্যকর্ম্মের ভার অর্পণ করে, শীঘ্র ধনহানির দ্বারা তাহার পরাভব হয়।

২৪। এইরূপে পরাভবের একাদশ কারণ জানিতেছি। পরাভবের দ্বাদশ কারণ কি তাহা বলুন।

২৫। অল্পসম্পদ্ অথচ মহাতৃষ্ণাসম্পন্ন যেই পুরুষ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম ধারণ করে, সে তৃষ্ণাভিভূত হইয়া অলব্ধনীয় পররাজ্য লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহারও পরাভব হয়।

২৬। এই জগতে আর্য্যগণের দর্শনলাভী অথচ পণ্ডিত ব্যক্তি পরাভবের হেতু পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বর্জ্জনীয় বিষয়-সমূহ বর্জ্জন করিয়া মঙ্গলসূত্রে বর্ণিত কুশলকর্ম্মাদি সম্পাদন করে, ইহলোকে তাহার পরাজয় হয় না, মৃত্যুর পর নিরুপদ্রবে দেবলোকে গমন করে।

(২১) বসল সুত্তং

১। এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহ-রতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো ভগবা পুব্বণ্হ সময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায সাবত্থিয়ং পিণ্ডায পাবিসি। তেন খো পন সমযেন অগ্গিক ভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনে অগ্গিপজ্জলিতো হোতি আহুতি পগ্গহিতা। অথ খো ভগবা সাবত্থিয়ং সপদানং পিণ্ডায চরমানো যেন অগ্গিক ভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনং তেনপসঙ্কমি। অদ্দসা খো অগ্গিক ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং দূরতো'ব আগচ্ছন্তং, দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ—তত্রে'ব মুণ্ডক ! তত্রে'ব সমণক ! তত্রে'ব বসলক ! 'তিট্ঠাহী'তি। এবং বুত্তে ভগবা অগ্গিক ভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং এতদবোচ—জানাসি পন ত্বং ব্রাহ্মণ বসলং বা বসল-করণে বা ধম্মে 'তি ? নখ্বাহং ভো গোতম ! জানামি বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে, সাধু মে ভবং গোতমো তথা ধম্মং দেসেতু যথাহং জানেয়্যং বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি। তেন হি ব্রাহ্মণ ! সুণাহি সাধুকং মনসি কারোহি ভাসি-

স্সামী'তি। এবস্তোতি খো অগ্নিকো ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো পচ্চস্সোসি ভগবা এতদবোচ—

২। কোধনো উপনাহী চ—পাপমক্খী চ যো নরো,
বিপন্নদিট্ঠি মায়াবী—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৩। একজং বা দ্বিজং বা' পি—যো'ধ পাণানি হিংসতি,
যস্স পাণে দয়া নত্থি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৪। যো হন্তি পরিরুন্ধতি—গামানি নিগমানি চ,
নিগ্গাহকো সমঞ্ঞাতো—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৫। গামে বা যদি বা 'রঞ্ঞে—যং পরেসং মমায়িতং,
থেয্যা অদিন্নং আদিযতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৬। যো হবে ইণমাদায—চুজ্জমানো পলাযতি,
ন হি তে ইণমত্থী'তি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৭। যো বে কিঞ্চিক্খকম্যতা—পন্থস্মিং বজতং জনং,
হন্ত্বা কিঞ্চিক্খমাদেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৮। যো অত্তহেতু পরহেতু—ধনহেতু চ যো নরো,
সক্খিপুট্ঠো মুসা ব্রূতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৯। যো ঞাতীনং সখানং বা—দারেসু পতিদিস্সতি,
সহসা সম্পিযাযতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১০। যো মাতরং বা পিতরং বা—জিণ্ণকং গতযোব্বনং,
পহূসন্তো ন ভরতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১১। যো মাতরং বা পিতরং বা—ভাতরং ভগিনিং সসুং,
হন্তি রোসেতি বাচায—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১২। যো অত্থং পুচ্ছিতো সন্তো—অনত্থমনুসাসতি,
পটিচ্ছন্নেন মন্তেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৩। যো কত্বা পাপকং কম্মং—মা মং জঞ্ঞা'তি ইচ্ছতি,
যো পটিচ্ছন্নকম্মন্তো—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৪। যো বে পরকুলং গন্ত্বা—ভুত্বান সুচি ভোজনং,
আগতং ন পটিপূজেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৫। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—অঞ্ঞং বা'পি বণিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৬। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—ভত্তকালে উপট্ঠিতে,
রোসেতি বাচা ন দেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৭। অসতং যোধ পব্রূতি—মোহেন পলিগুণ্ঠীতো,
কিঞ্চিক্খং নিজিগীসানো—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৮। যো চ'ত্তানং সমুক্কংসে—পরঞ্চমবজানতি,
নিহীনো সেন মানেন—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৯। রোসকো কদরিযো চ—পাপিচ্ছো মচ্ছরী সঠো,
অহিরিকো অনোত্তাপী—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

২০। যো বুদ্ধং পরিভাসতি—অথবা তস্স সাবকং;
পরিব্বাজং গহট্ঠং বা—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

২১। যো হবে অনরহা সন্তো—অরহং পটিজানতি,
চোরো সব্রহ্মকে লোকে—এস খো বসলাধমো।

এতে খো বসলা বুত্তা, মযা যে বো পকাসিতা।

২২। ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি—কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।

২৩। তদমিনা বিজানাথ—যথা মে'দং নিদস্সনং,
চণ্ডালপুত্তো সোপাকো—মাতঙ্গো ইতি বিস্সুতো।

২৪। সো যসং পরমং পত্তো—মাতঙ্গো 'যং সুদুল্লভং,
অগঞ্ছুং তস্স্‌ুপট্ঠানং—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বহূ।

২৫। সো দেবযানমারুয্হ—বিরজং সো মহাপথং,
কামরাগং বিরাজেত্বা—ব্রহ্মলোকুপগো অহু।

২৬। ন তং জাতি নিবারেতি—ব্রহ্মলোকুপপত্তিয়া,
অজ্ঝাযকা কুলেজাতা—ব্রাহ্মণ মন্তবন্ধুনো।

২৭। তে চ পাপেসু কম্মেসু—অভিণ্হমুপদিস্সরে,
দিট্ঠেব ধম্মে গারয্হ—সম্পরাযে চ দুগ্গতিং।
ন তে জাতি নিবারেতি—দুগ্গচ্চা গরহায বা।

২৮। ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি—কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো

২৯। এবং বুত্তে অগ্গিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদ-বোচ—অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্খুমন্তো রূপানি দক্খিন্তী'তি, এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো, এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ

উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতান্তি।

অনুবাদ

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছিঃ—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী সন্নিধানে অনাথপিণ্ডিক নির্ম্মিত জেতবন আরামে বাস করিতেছিলেন। ভগবান্ পূর্ব্বাহ্নে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নিপূজক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, আহুতি ও যজ্ঞোপকরণসমূহ সজ্জিত হইয়াছিল। অতঃপর ভগবান্ শ্রাবস্তীতে ক্রমান্বয়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্নিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অগ্নিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবানকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া বলিলেনঃ "হে মুণ্ডক সেখানেই দাঁড়াও! হে শ্রামণক, সেখানেই দাঁড়াও! হে বৃষলক! সেখানেই দাঁড়াও!" এইরূপ বলিলে,-ভগবান্ অগ্নিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি চণ্ডাল-করণীয় ধর্ম্ম জান কি?" "হে গৌতম! আমি বৃষল-করণীয় ধর্ম্ম জানি না। আপনি সেইরূপ ধর্ম্ম দেশনা করুন যাহাতে আমি কোন্ কার্য্য দ্বারা বৃষল হয় তাহা জানিতে পারি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিল। "ব্রাহ্মণ! তবে শুন, সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর।

আমি বিবৃত করিতেছি।” “হাঁ, ভদন্ত”, বলিয়া ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে ভগবানকে সম্মতি জানাইল। ভগবান্ কহিলেনঃ—

২। যেই ব্যক্তি ক্রোধস্বভাবাপন্ন, হিংসুক বা দীর্ঘ কাল অন্তরে হিংসাপোষণকারী হয়, পাপলিপ্ত, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ, পরলোক ও দানের ফলাদিতে অবিশ্বাসী এবং মায়াবী তাহাকে বৃষল বলিয়া জানিবে।

৩। যেই ব্যক্তি একজ (পশ্বাদি) ও দ্বিজ (পক্ষি-আদি) প্রাণী সকলকে হিংসা করে, প্রাণীদের প্রতি যাহার দয়া নাই, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

৪। যেই ব্যক্তি গ্রাম ও নগরসমূহ হনন বা ধ্বংস করে, অবরোধ করে, সে নিগ্রাহক বা ভেদক বলিয়া পরিচিত হয়, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

৫। যেই নর গ্রামে বা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত যেই ধন আছে, যদি সেই অদত্তবস্তু চৌর্য্যচিত্তে লইয়া আসে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

৬। যেই ব্যক্তি ঋণ লইয়া একান্তই না দিবার ইচ্ছায় চুরি করিয়া বা গোপনে পলায়ন করে এবং খুঁজিতে গেলে বলে, তোমার নিকট আমি ঋণী নহি, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

৭। যেই ব্যক্তি আমিষাদি কিছু লাভের ইচ্ছায় পথিককে হত্যা করিয়া কিঞ্চিৎমাত্র দ্রব্যও গ্রহণ করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

৮। যেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের হেতু, পরের হেতু ও ধনের হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া জানিবে।

৯। যেই ব্যক্তি জ্ঞাতিদের স্ত্রীর প্রতি, সখাদের স্ত্রীর প্রতি সহসা প্রিয়ভাব দ্বারা দূষিতভাব প্রদর্শন করে বা অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১০। যেই নর বিগতযৌবন জীর্ণ (বৃদ্ধ) মাতা বা পিতাকে প্রভূত ধন থাকা সত্বেও ভরণ পোষণ করে না, তাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া জানিবে।

১১। যেই ব্যক্তি মাতাপিতাকে, ভ্রাতাভগ্নী ও শ্বশুরকে হত্যা করে এবং দুর্ব্বাক্য বলে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১২। যেই ব্যক্তি হিতকথা জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থে বা অবিষয়ে অনুশাসন করে, অর্থাৎ সৎবুদ্ধি লইতে গেলে কুবুদ্ধি প্রদান করে, গোপনীয় স্থানে অনর্থের জন্য মন্ত্রণা করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৩। যেই ব্যক্তি পাপ কর্ম্ম করিয়া 'আমাকে কেহ না জানুক' এই চিন্তা করিয়া গোপনে পাপ কার্য্য করে অথচ মুখে পবিত্রতা দেখায় তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৪। যেই ব্যক্তি পরকুলে (পরগৃহে) যাইয়া উত্তম ভোজন পরিভোগ করিয়া থাকে এবং নিজ গৃহে আসিলে সেই ব্যক্তিকে প্রতিপূজা করে না, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৫। যেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ বা অন্য যাচককে মিথ্যা-বাক্য দ্বারা বঞ্চনা করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৬। যেই ব্যক্তি ভোজনকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে বাক্যদ্বারা রোষ বা কটূক্তি বর্ষণ করে এবং সম্মুখে আসিলে খাদ্যভোজ্য দেয় না, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৭। যেই ব্যক্তি মোহবশত লাভসৎকার কামনা করিয়া অভূতগুণ (বুজরুকী) প্রকাশ করে, তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

১৮। যেই ব্যক্তি নিজেকে নিজে প্রশংসা করিয়া উপরে তোলে, অপরকে নিন্দা করিয়া অবনত করে এবং স্বকীয় অহ-ঙ্কারদ্বারা লোকের কাছে আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া জানিবে।

১৯। যেই ব্যক্তি রোষক, দাননিবারক, পাপিষ্ঠ, অদাতা, শঠ, নির্লজ্জ ও ভয়হীন, সেই কাপুরুষকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

২০। যেই ব্যক্তি বুদ্ধ, অথবা তাঁহার শ্রাবক, পরিব্রাজক অথবা গৃহস্থকে লক্ষ্য করিয়া গালি দেয় তাহাকেও বৃষল বলিয়া জানিবে।

২১। যেই ব্যক্তি অর্হৎ না হইয়াও অর্হৎ বলিয়া নিজেকে জ্ঞাপন করে, আব্রহ্ম দেব ও মনুর্ষ্য লোকে সে চোর বলিয়া কথিত হয়। এই ব্যক্তি বৃষলাধমের মধ্যে পরিগণিত।

এই ব্যক্তিরা বৃষল বলিয়া উক্ত হয়। হে ব্রাহ্মণ! আমারদ্বারা সংক্ষেপে বৃষল-কর্ম্ম কথিত হইল, এক্ষণ তুমি বৃষল কাহাকে বলে তাহা জ্ঞাত হও?

২২। জন্মদ্বারা কেহ বৃষল হয় না, জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মদ্বারা বৃষল ও কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

২৩। ব্রাহ্মণ, তুমি সেই বৃষলত্বের কারণ ইহার দ্বারা জ্ঞাত হও। যথা আমার এই নিদর্শন ঃ—চণ্ডালপুত্র সোপাক মাতঙ্গ বলিয়া বিশ্রুত বা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

২৪। সেই মাতঙ্গ শ্রেষ্ঠ পরম সুদুর্লভ যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরিচর্য্যার্থ বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ উপস্থিত হইত।

২৫। সেই মাতঙ্গ বিরজ মহাপথে দেব-যানে আরোহণ করিয়া, কামাসক্তিকে বিধ্বংস করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়াছিল।

২৬। সেই চণ্ডালপুত্র মাতঙ্গকে চণ্ডাল কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবার হেতু কেহ বারণ করিতে পারে নাই।

২৭। বেদাধ্যাপককুলে উৎপন্ন বেদমন্ত্রপাঠেনিরত ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য পাপ কর্ম্মে রত থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা ইহকালে নিন্দিত এবং পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দুর্গতি ও নিন্দা উচ্চকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া কেহ নিবারণ করিতে পারে নাই।

২৮। নং ২২ নম্বর গাথার ব্যাখ্যার ন্যায়।

২৯। (ভগবান্) একথা বলিলে,—অগ্নিক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ পুনঃ ভগবানকে বলিলেন। হে গৌতম! বড়ই সুন্দর ভাবে আপনার দ্বারা ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে। যেমন—হে গৌতম! কেহ অধোমুখে স্থাপিত পাত্র উপরি মুখী করে, আচ্ছাদিত বস্তু বিবৃত করে, দিগ্‌ভ্রান্তকে রাস্তা দেখাইয়া দেয়, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি রূপসমূহ দর্শন করিতে পারে, সেইরূপ মহানুভব গৌতম দ্বারা অনেক প্রকারে ধর্ম্ম দেশিত হইল, অদ্য-হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভিক্ষু সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। গৌতম আমাকে তাঁহার উপাসক বলিয়া অবধারণ করুন।

(২২) বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা

(জীবন ন্যাস)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

১। তেন সমযেন বুদ্ধো ভগবা উরুবেলাযং বিহরতি নজ্জা নেরঞ্জরায তীরে বোধিরুক্খমূলে পঠমাভিসম্বুদ্ধো। অথখো ভগবা বোধিরুক্খমূলে সত্তাহং এক পল্লঙ্কেন নিসীদি বিমুত্তি-সুখং পটিসংবেদী। অথখো ভগবা রত্তিযা পঠমং যামং পটিচ্চ-সমুপ্পাদং অনুলোম পটিলোমং মনসাকাসি।

২। অবিজ্জা পচ্চযা সঙ্খারা, সঙ্খারা পচ্চযা বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণ পচ্চযা নামরূপং, নামরূপ পচ্চযা সলাযতনং, সল.াযতন পচ্চযা ফস্সো, ফস্স পচ্চযা বেদনা, বেদনা পচ্চযা তণ্হা,তণ্হা পচ্চযা উপাদানং, উপাদান পচ্চযা ভবো, ভব পচ্চযা জাতি, জাতি পচ্চযা জরামরণং সোকপরিদেব দুক্খ দোমনস্সুপাযাসা সম্ভবন্তি। এবমেতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদযো হোতি।

৩। অবিজ্জাযত্বেব অসেস বিরাগ নিরোধা, সঙ্খার নিরোধো সঙ্খার নিরোধা বিঞ্ঞাণ নিরোধো, বিঞ্ঞাণ নিরোধা নাম রূপ নিরোধো, নামরূপ নিরোধা সল.াযতন নিরোধো, সলাযতন নিরোধা ফস্স নিরোধো, ফস্স নিরোধা বেদনা নিরোধো, বেদনা নিরোধা তণ্হা নিরোধো তণ্হা নিরোধা, উপাদান নিরোধো, উপাদান নিরোধা ভব নিরোধো, ভব নিরোধা জাতি নিরোধো, জাতি নিরোধা জরা মরণং সোক পরিদেব দুক্খদোমনস্সুপাযাসা নিরুজ্ঝন্তি। এবমেতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স নিরোধো হোতী'তি।

১। ভগবান্ বুদ্ধ প্রথম সম্যক্ সম্বোধি জ্ঞান অধিগত হইয়া উরুবেলায় (মহাবেলায়) নৈরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুম-মূলে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবান্ বোধিতরুতলে সপ্তাহ কাল একপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিমুক্তি সুখ অনুভব করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান্ রাত্রির প্রথম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদধর্ম্ম অনুলোম ও প্রতিলোম ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন।

২। অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয় হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্য সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখ-স্কন্ধের (দুঃখ রাশির) উদ্ভব হয়।

৩। নিঃশেষে (সেই) অবিদ্যারই বিরাগ-নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হয়। এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

১। অনেকজাতি-সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।

২। গহকারক! দিট্ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্হানং খযমজ্ঝগা।

"দেহরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, তাহার দর্শন না পাইয়া কতবারই না সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহণ দুঃখ জনক। হে গৃহ কারক! এইবার তোমার দর্শন পাইয়াছি, আর তুমি (এই দেহরূপি) গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, গৃহকূট নষ্ট হইয়াছে, (আমার) চিত্ত সংস্কারবিগত (নির্ব্বাণগত) এবং তৃষ্ণাসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।"

৩। ইতিপি সো ভগবা অরহং—পে—অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।

৪। ৭৭ পৃষ্ঠা বুদ্ধের বিশিষ্ট গুণ।

৫। "করণীয়-মেত্ত-সুত্তং" আবৃত্তি করিবে।

॥ সিদ্ধিরস্তু শুভমস্তু ॥